২৭ অগস্ট ২০২৩

আনন্দলোক

প্যান ইন্ডিয়া কনসেপ্ট,
বাংলা সিনেমা এবং...

তিন খান-এর বন্ধুত্ব, নাকি
পুরোটাই স্ট্র্যাটেজি?

বচ্চন পরিবারে ভা ঙ ন

অমিতাভ বচ্চনের বাংলো ছেড়ে ভাড়া বাড়িতে
থাকছিলেন অভিষেক ও ঐশ্বর্যা রাই বচ্চন!
কিন্তু কেন? বচ্চন পরিবারের অন্দরে কি ভাঙনের হাওয়া?

প্রকাশিত

ফি চা র

রাবণ বেদজ্ঞ, সুপণ্ডিত ও কৃচ্ছ্রসাধক। তবু তিনি অবমানিত
লোকনাথ চক্রবর্তী

দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের জীবন রহস্যে মোড়া
প্রেমাংশু চৌধুরী

মানুষের বিশ্বাস ও আস্থার আধার মহারাষ্ট্রের শিবক্ষেত্র
অনুপকুমার মাইতি

ইটালির পথের ধূলিকণাতেও ছড়িয়ে রয়েছে ইতিহাসের রেণু
সম্রাট মুখোপাধ্যায়

মদন মিত্রর বর্ণময় জীবন
দেবাশিস ভট্টাচার্য

এ দেশের বিভিন্ন প্রদেশের বিচিত্র পান সম্ভার
ঋজু বসু

সাফল্যের শীর্ষে শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়
পারমিতা সাহা

প্রবুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিচালনার যাত্রাপথ
সায়নী ঘটক

শারদোৎসবে পারিজাত চৌধুরীর শাড়ির সাজ
ঈপ্সিতা বসু

বিভিন্ন প্রদেশের হনুমান মন্দিরের মাহাত্ম্য
সুবর্ণ বসু

মছলন্দপুর থেকে মুম্বই, অন্তরা মিত্রের উত্তরণ
দীপান্বিতা মুখোপাধ্যায় ঘোষ

গৃহিণীদের হোমশেফ হয়ে ওঠার গল্প
নবনীতা দত্ত

লেজ়ার ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে অবাঞ্ছিত রোম, স্ট্রেচমার্ক দূর করা সম্ভব
কোয়েনা দাশগুপ্ত

পশ্চিমি ফ্যাশনে নতুন জুটি
মেঘলা দাশগুপ্ত ও সৌম্যদীপ মুখোপাধ্যায়

সাফল্য পেয়ে নাকি মাটিতে পা পড়ছে না কার্তিক আরিয়ানের
আসিফ সালাম

পার্কিনসন'স রোগটির বিষয়ে বিশদে আলোচনা
শ্রেয়া ঠাকুর

উইম্বলডন সেন্টার কোর্টে ফাইনাল দেখার অভিজ্ঞতা
দীপঙ্কর দাস পুরকায়স্থ

কলকাতার **সেরা পুজোর** বিশেষ প্রবেশ কুপন

প্রচ্ছদ: সুব্রত চৌধুরী

উ প ন্যা স

চারশো ছয়-এর রহস্য
অনীশ মুখোপাধ্যায়

এক হোটেলের একই ঘরে এক নির্দিষ্ট দিনে পরপর দু'বছর দু'জনের মৃত্যু। তৃতীয় বছরে কী ঘটতে চলেছে?

মৃত্যুর নির্মাণ
অভিজিৎ তরফদার

ডা. অনুভব মিত্রের মৃত্যুর কারণ খুঁজতে গিয়ে ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট চিরায়ু দত্ত কোন সত্যের মুখোমুখি হয়?

চুপি চুপি আসে
উপমন্যু রায়

গুপ্তচর বিভাগের অ্যাকশন স্কোয়াডে কাজ করে কঙ্কা। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কী ভাবে নিজের 'মিশন' শেষ করে সে?

লৌহপুরুষ
প্রদীপ গঙ্গোপাধ্যায়

একে-একে বিরোধী পক্ষকে হারিয়ে তেমুজিন কী ভাবে হয়ে উঠল মোঙ্গলদের অধিপতি চেঙ্গিস খান?
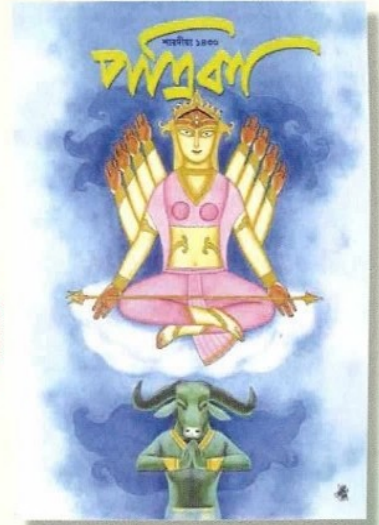
আনন্দলোক কোথায় কী

৪৯ বর্ষ ১৫ সংখ্যা ২৭ অগস্ট ২০২৩

কভার ড্রাইভ

৬

বচ্চন পরিবারে ভা ঙ ন

অমিতাভ বচ্চনের বাংলো ছেড়ে মেয়েকে নিয়ে ভাড়া ফ্ল্যাটে থাকছিলেন অভিষেক ও ঐশ্বর্যা রাই বচ্চন! নেপথ্যে নাকি রয়েছেন জয়া বচ্চন! কী এমন হল যে বচ্চন পরিবারের অন্দরে নেমে এল সংঘাত?

সাক্ষাতে

৩৬

খানদের বন্ধুত্ব, নাকি সমঝোতা?

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমির, শাহরুখ ও সলমন খানের সম্পর্ক কখনও শত্রুতায় পরিণত হয়েছে, কখনও বা বন্ধুত্বে। কেমন তাঁদের সমীকরণ?

স্টাইলোমিটার: পাওলি দাম সাজলেন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মেলবন্ধনে ৩০

প্রচ্ছদ: অমিতাভ, জয়া, ঐশ্বর্যা ও অভিষেক বচ্চন

সম্পাদক: কৌশিক পাল

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৩৫ টাকা

Rs. 35.00/-

Edited by Kausik Pal and printed and published fortnightly by Pradipta Biswas on behalf of ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001. Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V Salt Lake City, Kolkata- 700091

Export of this magazine to U.S.A is through our authorised agent only.

Year 49, Issue 15th

RNI Regd No. 27039/74

সেলেবদের আরও হাঁড়ির খবর জানতে চোখ রাখুন www.anandalok.in-এ।

ফলো করুন Anandalok anandalok_abp anandalok_abp

নুসরত জাহান

ধৈর্যের দরকার

অভিনেত্রী ও তৃণমূল সাংসদ নুসরত জাহান প্রেসমিট ডেকেছিলেন সেটা খবরে দেখেছিলাম, আনন্দলোক পড়ে আরও বিশদে জানলাম। তিনি একজন তারকা। একজন জনপ্রতিনিধিও বটে। তাঁর প্রতি আর্থিক তছরুপের অভিযোগ শুনে চমকে গিয়েছিলাম। কিন্তু মিডিয়ার সঙ্গে তাঁর এ হেন ব্যবহার একেবারেই অভিপ্রেত ছিল না। তিনি নিজেই মিডিয়াকে ডেকেছিলেন তাঁর ব্যক্তব্য পেশ করবার জন্য। আরও অনেক ধৈর্যের দরকার ছিল তাঁর।

প্রিয়াঙ্কা সেনগুপ্ত, বালি

আনন্দলোক

আমিরের তৃতীয় বিয়ে

বয়সটা সংখ্যা মাত্র

আমির খান ও ফাতিমা সানা শেখের সম্পর্ক নিয়ে গুঞ্জন বহুদিন ধরেই শুনছিলাম। গত সংখ্যার কভার স্টোরি পড়ে আরও বিশদে জানতে পারলাম। মানছি ফাতিমা আমিরের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। হয়তো বা তাঁর মেয়ের বয়সি। কিন্তু প্রেমের কোনও বয়স হয় না। ভালবাসার কাছে বয়সটা এখন একটা সংখ্যা মাত্র। তাই যদি দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তাঁদের ভালবাসার সম্পর্ক নিয়ে খুশি থাকেন তবে তা নিয়ে কারওর কিছু বলার নেই। আমির বরাবরই আমার প্রিয় অভিনেতা। তাঁকে আরও ভাল ভাল কাজ করতে দেখতে চাই। ফাতিমা ও আমির দু'জনের জন্যই অনেক শুভেচ্ছা রইল।

সৌরভ রায়, ঠাকুরপুকুর

ব্যোমকেশের নেপথ্যে

দেবের সাক্ষাৎকার প্রকাশ করার জন্য আনন্দলোককে ধন্যবাদ। তিনি বাংলার সুপারস্টার। কমার্শিয়াল সিনেমাতে তাঁকে যে হিরো অবতারে দেখা যায় সেই ইমেজের বাইরে বেরিয়ে এসে একজন ভাল অভিনেতা হিসেবে নিজে গড়ে নিতে চাইছেন তিনি, এখন সেটা বোঝা যায়। ব্যোমকেশ নিয়ে তাঁর নেপথ্যের ভাবনা-চিন্তার কথাও জানতে পারলাম। তবে সিনেমাটা দেখে মনে হল এখনও হিরো ইমেজ ছেড়ে বেরোতে পারেননি তিনি। তাঁকে আগামীর জন্য অনেক শুভকামনা। তিনি ভাল থাকুন আর আমাদের আরও ভাল ভাল ছবি উপহার দিন।

শরণ্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, হুগলি

ভূমি পেডনেকরের বার্বি লুক

দেব

বলিউডের বার্বি কন্যেরা

বলিউডের নায়িকাদের বার্বি অবতারে দারুণ সব ছবিতে ভরা ফোটোফিচার পেয়ে খুব ভাল লাগল। তার সঙ্গে বার্বি ট্রেন্ডের নেপথ্যের কাহিনিও জানতে পারলাম। ইন্টারনেটেও বেশ কিছুদিন ধরে বলি স্টারদের বার্বি লুকের ছবি ভাইরাল হতে দেখছিলাম। তবে আসল কারণটা জানতে পারলাম আনন্দলোক হাতে পাওয়ার পর। এর জন্য আনন্দলোককে ধন্যবাদ। বরাবরের মতো এবারেও নতুন ট্রেন্ড নিয়ে আপডেট পেলাম আনন্দলোকের পাতায়।

সিকতা ধর, উলুবেড়িয়া

নিজের পুরো ঠিকানাসহ অনধিক ১০০ শব্দে চিঠি পাঠান। সেরা পত্র-প্রেরক পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার। ঠিকানা: আনন্দলোক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১
মতামত জানাতে পারেন ই-মেলেও।
anandalok@abp.in

NAGALAND STATE LOTTERIES

DEAR

GOVERNMENT LOTTERIES

M.R.P. ₹ 6

1.00 PM | 6.00 PM | 8.00 PM

1 CRORE

Prize Amount for Seller : ₹ 5 Lakhs*
(on Sale of 1st Prize Ticket)
★TDS 5% Applicable on Seller Prize Amount (Section 194G)

WATCH
LIVE DRAW
in YOUTUBE

₹ 5 CRORES RECENT WINNERS

DEAR LOHRI

Mr. MUKESH SHARMA
Draw Date: 16.01.2023
Ticket No. 454606

DEAR DIWALI KALI PUJA

Mr. SUMAN DASMAHANTA
Draw Date: 25.10.2022
Ticket No. 35290

DEAR DIWALI SPECIAL

Mr. RUDRA PRATAP MAHANTY
Draw Date: 22.10.2022
Ticket No. B 824824

DEAR DURGA PUJA

Mr. SUDIP MAITY
Draw Date: 08.10.2022
Ticket No. 44343

DEAR CHRISTMAS & NEW YEAR

Mr. ATTAR SINGH
Draw Date: 01.01.2022
Ticket No. 76465

DEAR GOVERNMENT LOTTERIES have Created **2423 CROREPATIS**

₹ 5 Crores x 15, ₹ 3 Crores x 2, ₹ 2.50 Crores x 24, ₹ 2.10 Crores x 4, ₹ 2 Crores x 7, ₹ 1.50 Crores x 7, ₹ 1.25 Crores x 17 & ₹ 1 Crore x 2347 WINNERS (From 16.04.2019 to 20.08.2023)

For Enquiries, Call (Toll Free) : 1800 103 6711 (WB)
Tickets are available at all Lottery Counters

ARE YOU THE NEXT
CROREPATI?

বচ্চন পরিবারে ভাঙন

অমিতাভ বচ্চনের বাংলো ছেড়ে মেয়েকে নিয়ে ভাড়া ফ্ল্যাটে থাকছিলেন **অভিষেক** ও **ঐশ্বর্যা রাই বচ্চন**! নেপথ্যে নাকি রয়েছেন **জয়া বচ্চন**। কী এমন হল যে বচ্চন পরিবারের অন্দরে নেমে এল সংঘাত ও মনোমালিন্যের কালো ছায়া। মুম্বইতে খোঁজ নিয়ে দেখলেন **আসিফ সালাম**

সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে অভিষেক বচ্চনের নতুন ছবি 'ঘুমর'। সাধারণত যে কোনও ছবি মুক্তির আগে সেই ছবির স্টারকাস্টের সঙ্গে মিডিয়ার সাক্ষাৎকারপর্ব আয়োজন করা হয়। ভেনু হিসেবে বেছে নেওয়া হয় কোনও পাঁচতারা হোটেল বা স্টুডিয়ো। কিন্তু মুম্বই মিডিয়াকে কিছুটা অবাক করেই 'ঘুমর'-এর প্রেস কনফারেন্সের জন্য বেছে নেওয়া হয় 'জলসা'কে! হ্যাঁ, ঠিকই পড়েছেন। মুম্বইয়ে জুহুর কাছে অবস্থিত অমিতাভ বচ্চনের জনপ্রিয় বাংলো 'জলসা'-তে আয়োজন করা হয় এই ছবির লিড কাস্ট অভিষেক বচ্চন ও সইয়ামি খেরের সঙ্গে সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকারপর্ব। এর আগে বচ্চন পরিবারের কোনও বাড়িতেই কোনও সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন হয়নি। বরং চেষ্টা করা হত, বচ্চন পরিবারের বাংলোর অন্দরমহলকে যথাসম্ভব মিডিয়ার নাগালের বাইরে রাখতে। সেখানে হঠাৎ করে নিয়ম ভঙ্গ করে
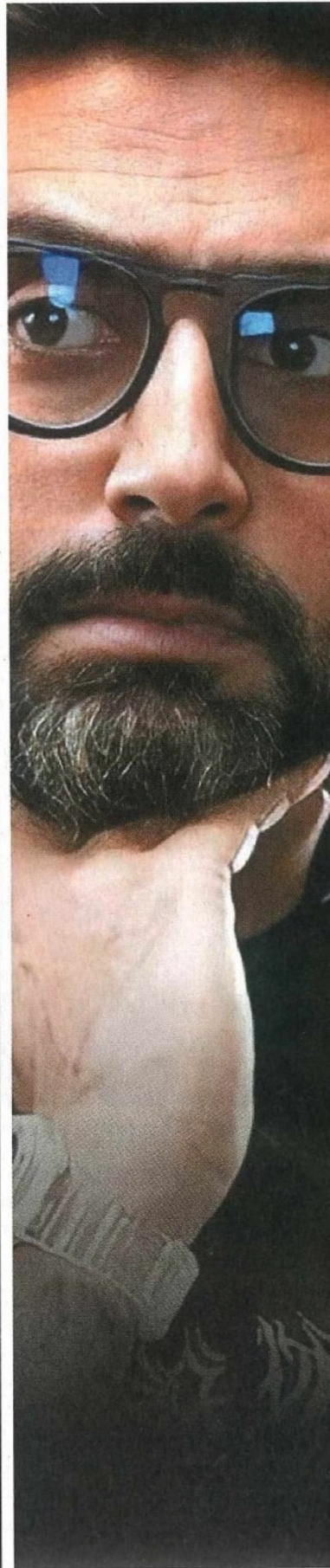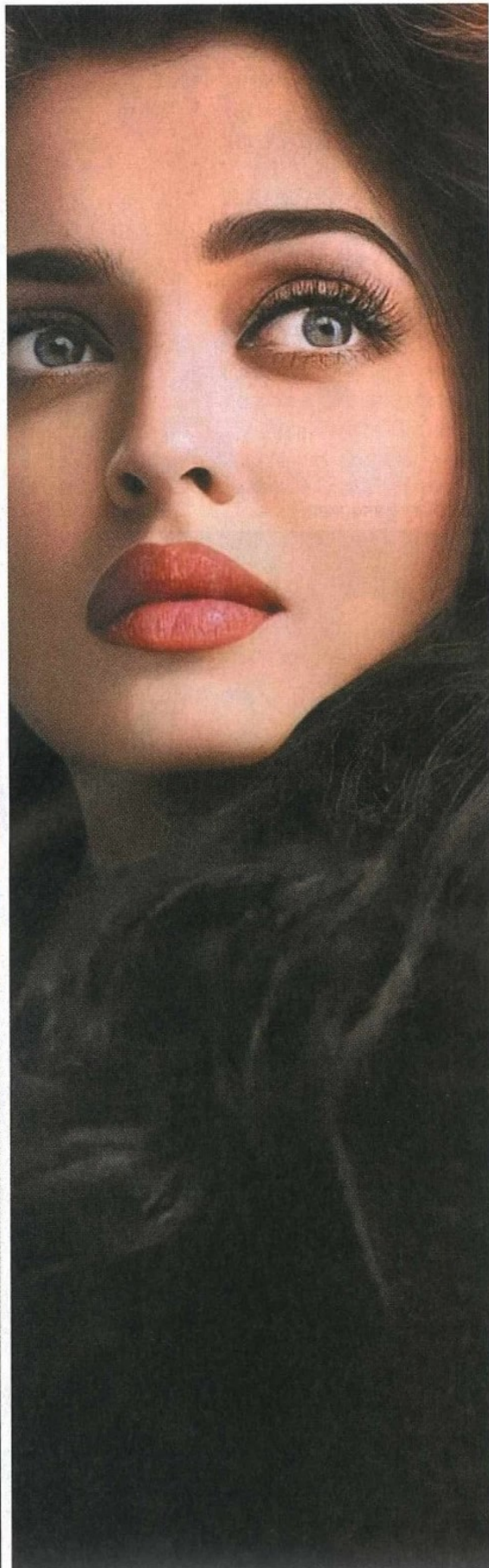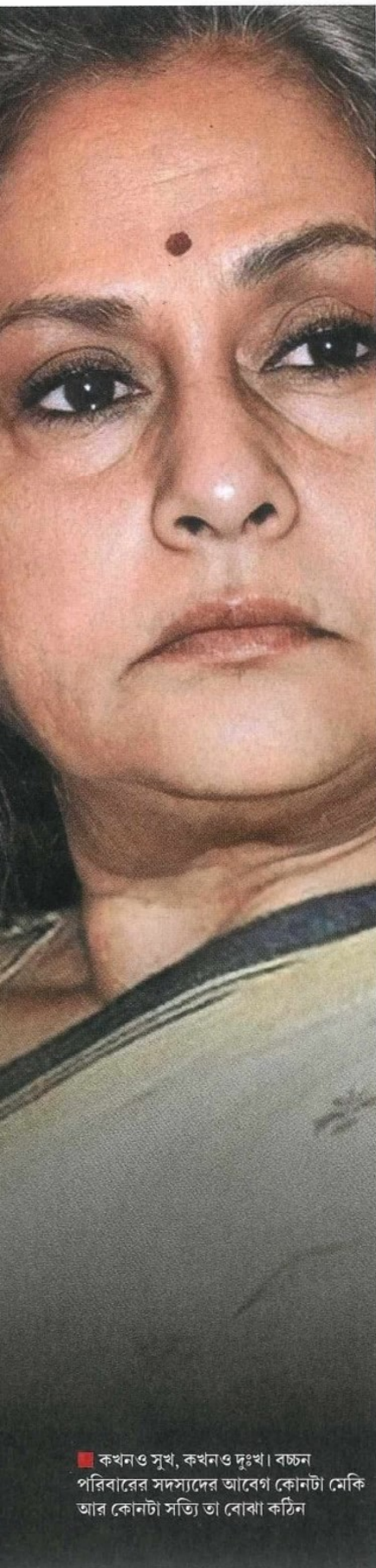
কখনও সুখ, কখনও দুঃখ। বচ্চন পরিবারের সদস্যদের আবেগ কোনটা মেকি আর কোনটা সত্যি তা বোঝা কঠিন

মিডিয়ার ক্যামেরার সামনে এই হাসি কি পুরোটাই মেকি? এমনও সম্ভব!

'গুরু'র শুটের সময় থেকে অভিষেক-ঐশ্বর্যার প্রেম, তখন থেকেই ঐশ্বর্যার সঙ্গে পরিচয় শ্বেতার

কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব-এর মঞ্চে বচ্চন পরিবার

এমন ঘটনা কেন ঘটল? খটকার সূত্রপাত সেখান থেকেই। কোনও কিছু জাহির করার উদ্দেশেই কি এটা করা হল? আর সঙ্গে কিছু রটনা ধামাচাপাও দেওয়া গেল!

ভাড়া বাড়িতে অভিষেক-ঐশ্বর্য?

গল্পের শুরুতেই গল্পের প্রধান বিষয়টি বলে নেওয়া যাক। কোভিডপর্ব মেটার কয়েক মাসের মধ্যে যখন গোটা পৃথিবী স্বাভাবিক জীবনে ফেরার চেষ্টা করছিল, তখনই অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে বচ্চন পরিবারের অন্দরের মানুষদের মধ্যের সমীকরণগুলো। যে বচ্চন পরিবার সর্বত্র একতার প্রতীক হিসেবে নিজেদের তুলে ধরেছে, সেই পরিবারেই নাকি নেমে এসেছিল মনোমালিন্য ও বিতর্কের ঝড়। সেই ঝড়ের গতি এতটাই তীব্র ছিল যে, ২০২২-এর শেষের দিকে মেয়ে আরাধ্যাকে নিয়ে অভিষেক ও ঐশ্বর্যা নাকি অমিতাভের বাংলো ছেড়ে, কাছেই একটি ভাড়া ফ্ল্যাটে শিফট হয়ে গিয়েছিলেন! প্রসঙ্গত,

> ২০২২-এর শেষের দিকে মেয়ে আরাধ্যাকে নিয়ে অভিষেক ও ঐশ্বর্যা নাকি অমিতাভের বাংলো ছেড়ে, কাছেই একটি ভাড়া ফ্ল্যাটে শিফট হয়ে গিয়েছিলেন।

মুম্বইতে ঐশ্বর্যার নিজের একটি ফ্ল্যাট থাকলেও, সেটায় তখন শিফট করা সম্ভব ছিল না। বচ্চনদের অন্য বাংলো 'জনক'-এও যেতে চাননি তাঁরা (প্রসঙ্গত, বচ্চনদের অপর বাংলো 'প্রতীক্ষা' দিল্লির একটি কোম্পানিকে লিজে দেওয়া আছে)। তাই এই ভাড়ার ফ্ল্যাট নেওয়া হয়। যদিও মজার বিষয় হল, কোনও অনুষ্ঠান বা বন্ধু-পরিজনদের আসার কথা থাকলে, অমিতাভের বাংলোতে চলে আসতেন অভিষেক-ঐশ্বর্যা! ইন ফ্যাক্ট, কোনও মিডিয়া অ্যাপিয়ারেন্স দিতে গেলেও সমগ্র বচ্চন পরিবার একইসঙ্গে বাংলো থেকে বেরোতেন। ধীরে-ধীরে এই ঘটনাটি জানাজানি হওয়া শুরু হতেই অভিষেক-ঐশ্বর্যা নাকি মেয়েকে নিয়ে আরও একবার অমিতাভের বাংলোতে ফিরে আসেন। তাঁরা কত আন্দাজ করেছিলেন বচ্চন পরিবারের সদস্যরা। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়ে 'জলসা'-তে ফিরে এলেও, অভিষেক-ঐশ্বর্য ও অমিতাভ-জয়ার রান্নাঘর নাকি হয়ে গিয়েছে আলাদা! এমনকি দুই পরিবারের কাজের লোক, লন্ড্রি, সবই এখন আলাদা। কিন্তু যে বাবাকে বরাবর নিজের অনুপ্রেরণা হিসেবে মেনে এসেছেন অভিষেক, তাঁর বাংলো ছেড়ে অন্য ফ্ল্যাটে কেন চলে গিয়েছিলেন তিনি?

শাশুড়ি-বউমার দ্বন্দ্বই নাকি মূল কারণ

এই গল্পের দু'জন মূল খেলোয়াড়। জয়া বচ্চন এবং ঐশ্বর্যা রাই বচ্চন। বচ্চন পরিবারের আলাদা হয়ে যাওয়ার নেপথ্যে নাকি রয়েছে জয়া
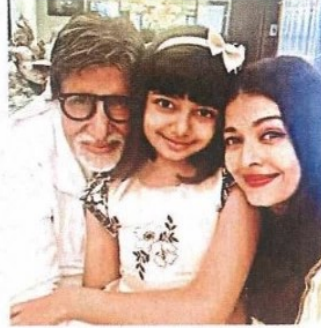
একদিকে ঠাকুরদা ও মায়ের সঙ্গে আরাধ্যা আর একদিকে ঠাকুরমার সঙ্গে

> ঐশ্বর্যাকে প্রথম থেকেই পুত্রবধূ হিসেবে পছন্দ করতেন না জয়া। ঐশ্বর্যাও তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও সংসারে শাশুড়ির খবরদারি করার স্বভাবে অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত ছিলেন।

সুখী আছেন সেটা বোঝাতেই নাকি 'ঘুমর'এর প্রেস মিট 'জলসা'-তে রাখা হয়, যাতে মিডিয়ার মধ্যে চলতে থাকা গুঞ্জন পুরোপুরি ধামাচাপা দেওয়া যায়। তবে ছেলে-ছেলের বউ বাড়ি ফিরে এসেছেন মানেই যে সব ঝামেলার মিটমাট হয়ে গিয়েছে, তা ভাবলে ভুল হবে। আসলে বাইরের জগতে তারকাদের ইমেজ উজ্জ্বল রাখার তাগিদ সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি। তার উপর বচ্চন পরিবার তো বরাবরই অত্যন্ত ইমেজ-সচেতন। সেই সুখী পরিবারে হঠাৎই যদি গেল-গেল রব ওঠে এবং তা প্রকাশ্যে চলে আসে, সেটা যে সমস্যার হবে, তা ভালই ও ঐশ্বর্যার সংঘাত। আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়ার কাজটি নাকি করেন অমিতাভ-জয়ার মেয়ে শ্বেতা। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, শ্বেতার নাকি তাঁর স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে এবং তারপর থেকে তিনিও জলসা-তেই থাকেন। সাধারণত ভারতীয় পরিবারে শাশুড়ি-বউমার তরজা নতুন কিছু নয়। আর জয়া ও ঐশ্বর্যার মধ্যে সদ্ভাব নাকি সোনার পাথরবাটির মতোই! বিয়ে হওয়া ইস্তক ঐশ্বর্যা রাই বচ্চনকে নাকি পুত্রবধূ হিসেবে মোটেও বিশেষ পছন্দ করতেন না শাশুড়ি জয়া। আবার ঐশ্বর্যাও তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও সংসারে শাশুড়ি

কিংবা ননদের খবরদারি করার স্বভাবে বেশ অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত ছিলেন। এমনিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জয়ার মেজাজ সবসময় চরমে থাকে। ফলে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন, তাঁর পুত্রবধূ কী করে এমন খিটখিটে শাশুড়ির সঙ্গে মানিয়ে চলেন! আবার কেউ কেউ এ-ও বলেন, পারিবারিক ঝামেলার প্রভাবই নাকি প্রতিফলিত হয় জয়ার মেজাজে। কিন্তু তাঁদের সংঘাতের মূলে ঠিক কী কারণ? শোনা যায়, মূল ঝামেলা নাকি আরাধ্যা রাই বচ্চনকে নিয়ে। ঐশ্বর্যা বরাবর চেয়েছেন, মেয়েকে নিজের মতো করে মানুষ করতে। কিন্তু তাতে নাকি বাধ সেধেছেন জয়া। এমনকি মা নাকি ঠাকুরমা, আরাধ্যার উপর কার অধিকার বেশি, তা নিয়েও দিনের পর দিন চলেছে ঠান্ডা যুদ্ধ। ঐশ্বর্যা নিজে সফল, স্বাধীনচেতা মহিলা। তিনি তাঁর চিন্তাভাবনা ও পছন্দ-অপছন্দের নিরিখেই মেয়েকে গড়ে তুলতে চাইবেন। কিন্তু জয়া চাইতেন আরাধ্যার উপর অধিকারবোধ ফলাতে। আরাধ্যা কী খাবে, কী পোশাক পরবে, সে মিডিয়ার সামনে আসবে কি না... এসব সিদ্ধান্ত নিয়ে মতান্তর লেগেই থাকত জয়া ও ঐশ্বর্যার মধ্যে। এমনকি এও শোনা যায়, জয়া বচ্চন নাকি বলতেন, সুপারস্টার মায়ের ছত্রচ্ছায়ায় থাকলে নাতনির পড়াশোনার

> মা-স্ত্রীর এই টানাপড়েনে অভিষেক বচ্চন কিন্তু প্রথম থেকেই ছিলেন ঐশ্বর্যার পক্ষে। অন্য সব বিষয়েই অভিষেক যোগ্য স্বামীর মতো বরাবর স্ত্রীর পাশে থেকেছেন।

বারোটা বাজবে! আরাধ্যাকে মিডিয়ার কাছ থেকে দূরে রাখার সিদ্ধান্তও নাকি তাঁরই! মেয়ের ছবি তুললে ঐশ্বর্যার সেরকম কোনও আপত্তি ছিল না। তবে জয়া মোটেও তা চাইতেন না। নিজের বন্ধুমহলে ঐশ্বর্যা নাকি স্পষ্ট বলতেন, বিয়ের পর জয়ার কেরিয়ারে ইতি পড়ায় তিনি নাকি চাইতেন, ছেলের বউও যেন তাঁর মতোই বিয়ের পরে কেরিয়ার থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। কিন্তু বিয়ের পরেও বউমার জনপ্রিয়তা এবং মিডিয়ামহলে চাহিদা দেখে ঐশ্বর্যাকে নাকি একপ্রকার হিংসেই করতেন জয়া! মা-স্ত্রীর এই টানাপড়েনে অভিষেক বচ্চন কিন্তু প্রথম থেকেই ছিলেন ঐশ্বর্যার দলে। এমনিতেও অন্য সব বিষয়ে অভিষেক যোগ্য স্বামীর মতো বরাবর স্ত্রীর পাশে থেকেছেন, তা আমরা সকলেই জানি। এমনকি ঐশ্বর্যা তাঁর চেয়ে বেশি সফল, তাঁর তুলনায় কাজের নিরিখে আয় বেশি করেন বলে নিন্দুকরা কত কথাই না শুনিয়েছেন
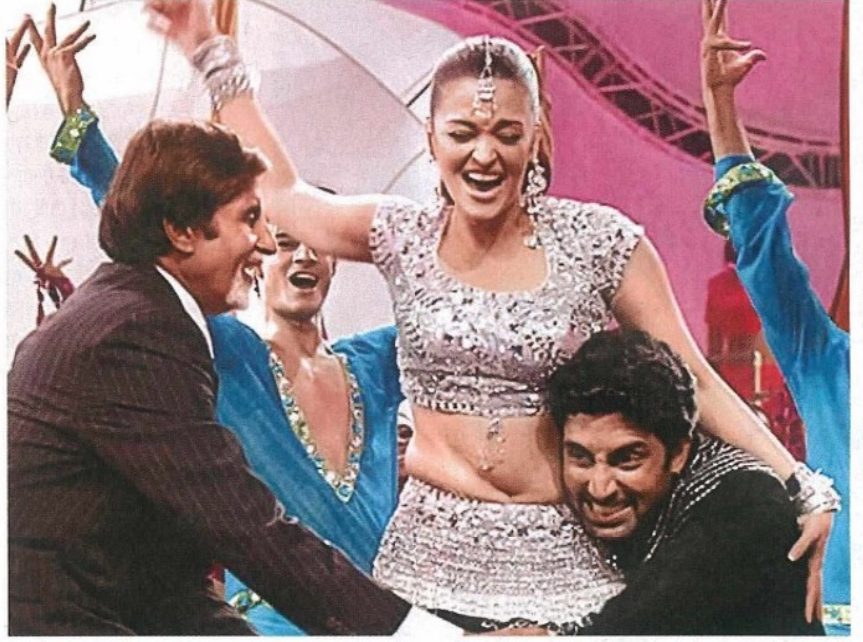
একটি অনুষ্ঠান মঞ্চে ঐশ্বর্যার সঙ্গে অমিতাভ ও অভিষেক

ইউরোপ টুরে গিয়ে ঐশ্বর্যা এবং জয়া

অভিষেককে! কিন্তু সেসবের বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়েনি অভিষেকের মেল ইগো-তে। কান চলচ্চিত্র উৎসব-এর মতো ফেস্টিভ্যালেও তিনি যে স্ত্রী-র সৌজন্যেই আমন্ত্রণ পান, এমন কথাও শুনতে হয়েছে অভিষেককে। কিন্তু সফল স্ত্রীর পাশে তুলনায় কম সফল স্বামী হিসেবে বরাবর হাসিমুখে থেকেছেন তিনি। তাই মা-স্ত্রীর এই টানাপড়েনে অভিষেক যে স্ত্রী-র পাশেই থাকবেন এটা ঐশ্বর্যা নিজেও জানতেন। অভিষেকও চান মেয়ে আরাধ্যা ঐশ্বর্যার আদর্শেই বড় হোক। আর এখানেই খটকা। বাবা-মা দু'জনেই যখন মেয়েকে তাঁদের মতো করে বড় করে তুলতে চান, তাহলে শাশুড়ি কেন অহেতুক নাক গলাবেন? আর নাক গলালে তা যে বিরক্তির কারণ হবে, তা তো স্বাভাবিক। না হলে, অভিষেকও কি নির্দ্বিধায় স্ত্রীর পক্ষ নিতেন? জেনারেশন গ্যাপ না সংসারের রাশ শাশুড়ির হাত থেকে সফলতর পুত্রবধূর হাতে চলে যাওয়ার আশঙ্কা? কারণ যা-ই হোক না কেন, বচ্চন পরিবারে শাশুড়ি-পুত্রবধূর দ্বন্দ্বের আঁচ কিন্তু স্পষ্ট।

বিচ্ছেদের হুমকি ঐশ্বর্যার?

কোভিডের সময় শাশুড়ি-বউমার তরজা চূড়ান্ত স্তরে গিয়ে পৌঁছোয়। আপনাদের মনে আছে হয়তো, অমিতাভ, অভিষেক, ঐশ্বর্যা ও আরাধ্যা কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বাবা-ছেলে হাসপাতালে ভর্তি হলেও, ঐশ্বর্যা ও আরাধ্যা বাড়িতেই ছিলেন। এই সময় বাড়িতে এই ভাইরাস নিয়ে আসার জন্য জয়া নাকি সম্পূর্ণভাবে ঐশ্বর্যাকে দায়ী করেন! বচ্চন পরিবারেরই এক ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর, তার কয়েকদিন আগেই নাকি মেয়ে ও স্বামীকে নিয়ে এক বন্ধুর বাড়িতে পার্টি করতে গিয়েছিলেন ঐশ্বর্যা। সেখান থেকেই যে ভাইরাস বাড়িতে এসেছে, এই ব্যাপারে জয়া নাকি একশো শতাংশ নিশ্চিত ছিলেন এবং অমিতাভ-অভিষেক যখন হাসপাতালে ছিলেন, সেই সময় বাড়িতে এই নিয়ে নাকি বিস্তর ঝামেলা বাধে শাশুড়ি-বউমার মধ্যে। জয়া নাকি এও অভিযোগ করেন যে, বাড়ির বউ হিসেবে ঐশ্বর্যার কোনও দায়িত্বজ্ঞানই নেই। বচ্চন পরিবারের পুত্রবধূ হওয়ার কোনও গুণই নাকি তাঁর মধ্যে নেই। এসব অপবাদ শুনে আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি ঐশ্বর্যা।

> বাড়িতে করোনা ভাইরাস নিয়ে আসার জন্য নাকি জয়া সম্পূর্ণভাবে ঐশ্বর্যাকে দায়ী করেন। জয়া নাকি অভিযোগ করেন যে ঐশ্বর্যার কোনও দায়িত্বজ্ঞানই নেই।

আরাধ্যার শেষ জন্মদিন সেলিব্রেট করা হয় ঐশ্বর্যার মায়ের বাড়িতে

মেয়ে শ্বেতা এবং নাতনির সঙ্গে জয়া

নতুন বছরের উদ্‌যাপনে মা-মেয়ে

অমিতাভ নিজেও কখনও চাননি ঐশ্বর্যা পুত্রবধূ হয়ে আসুন। অনেক বছর আগে, অমিতাভ তাঁর বন্ধু অমর সিংহের সঙ্গে এক ক্রুজ পার্টিতে যান। সেই পার্টিতে মডেল হিসেবে ছিলেন ঐশ্বর্যা।

অভিষেক বাড়ি ফিরে আসার পরেই তিনি স্বামীকে সোজা বলে দেন, বাড়ি না ছাড়লে তিনি অভিষেকের সঙ্গে আর থাকবেন না। মেয়েকে নিয়ে আলাদা থাকবেন। এরকম কথা শোনার পরেই অভিষেক নাকি সিদ্ধান্ত নেন বাবা-মায়ের সংসার থেকে স্ত্রী-মেয়েকে নিয়ে আলাদা হয়ে যাওয়ার। তবে এরই মাঝে গুঞ্জন ওঠে, অভিষেকের সঙ্গেও নাকি মনোমালিন্য হয়েছিল ঐশ্বর্যার! বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও হাই প্রোফাইল ইভেন্টে ঐশ্বর্যাকে সেই সময় একাই দেখা যেত। যে অভিষেক সবসময় তাঁর পাশে থেকেছেন, তিনি কেন এই অনুষ্ঠানগুলোয় এলেন না, তা নিয়ে বিস্তর জল্পনা চলে। তবে সেসবে জল ঢেলে দেন তারকা-দম্পতিই। আসলে শুধু জয়া বচ্চন নন, অমিতাভ বচ্চন নিজেও নাকি কখনও চাননি ঐশ্বর্যা তাঁদের পরিবারের পুত্রবধূ হয়ে আসুন। এর পিছনে রয়েছে এক অন্য গল্প। বেশ অনেক বছর আগে, অমিতাভ তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু অমর সিংহের সঙ্গে একটি ক্রুজ পার্টিতে যান। সেই পার্টিতে মডেল হিসেবে ছিলেন ঐশ্বর্যা। স্বল্প পোশাকের মডেল ঐশ্বর্যাকে কখনওই নিজের হবু পুত্রবধূ হিসেবে ভাবতে পারেননি অমিতাভ। বরং, অমিতাভ খুব চেয়েছিলেন ছেলের বিয়ে হোক রানি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। স্বামীর এই অপছন্দের কথা জানতেন জয়া বচ্চনও। তাই তিনিও যে পুত্রবধূ হিসেবে ঐশ্বর্যাকে চেয়েছিলেন, তেমনটা নয়। তবে বিয়ের পরে শ্বশুরের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল হলেও, শাশুড়ির সঙ্গে একেবারেই বনিবনা হত না ঐশ্বর্যার। আর সেই তিক্ততা বাড়ে আরাধ্যা জন্মানোর পর।

অতিথি চরিত্রে শ্বেতা!

গল্পের মূল খেলোয়াড় ঐশ্বর্যা এবং জয়া হলেও, এখানে আর একজনের ভূমিকা আছে। তিনি অতিথি চরিত্র হিসেবে থাকলেও, এই ঝামেলার নেপথ্যে তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি, অভিষেকের বোন শ্বেতা নন্দা। অভিষেক-ঐশ্বর্যার সম্পর্ককে কোনওদিনই সমর্থন করেননি শ্বেতা। বরং ভাইয়ের বউ হিসেবে শ্বেতার বরাবর পছন্দ ছিল করিশ্মা কপূরকে। এমনকি, যখন করিশ্মার সঙ্গে অভিষেকের এনগেজমেন্ট ভেঙে যায়, তখন শ্বেতা নাকি খুব চেষ্টা করেছিলেন তাঁর বাবা-মাকে বোঝাতে, যাতে ভাইয়ের সঙ্গে করিশ্মার সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়। মা ও বৌদির সংঘাতের কথা শ্বেতার কানে আসতেই একটা সময় নাকি প্রায় নিয়মিত 'জলসা'-তে যাতায়াত শুরু করেন শ্বেতা। আগুনে ঘি পড়ে যখন তিনি ঐশ্বর্যাকে তাঁর মায়ের পক্ষ নিয়ে

একটি পারিবারিক বিয়ের অনুষ্ঠানে অভিষেক, ঐশ্বর্যা, আরাধ্যার সঙ্গে অমিতাভ।

দিওয়ালির সময় পুরো বচ্চন পরিবার একসঙ্গে। এই সময় নাকি অভিষেক-ঐশ্বর্যা আলাদা ফ্ল্যাটে থাকতেন কিন্তু আত্মীয়স্বজনরা আসবেন বলে তাঁরা অমিতাভের বাংলোতে চলে আসেন

বোঝানোর চেষ্টা করেন। এই বিষয়ে ননদের সঙ্গেও নাকি বিস্তর কথা কাটাকাটি হয় ঐশ্বর্যার। বন্ধুমহলে ঐশ্বর্যা নাকি বরাবর শ্বেতার নিন্দে করে এসেছেন এবং দাবি করেছেন, তাঁর সাফল্য এবং সৌন্দর্য, কোনওটাই সহ্য করতে পারেন না শ্বেতা। তাই তাঁকে নিয়ে শ্বেতার এত হিংসে। পরবর্তীকালে সূত্র মারফত যা খবর পাওয়া গিয়েছে, তাতে শ্বেতার নাকি বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে এবং এখন তিনি 'জলসা'-তেই বেশিরভাগ সময় থাকেন। তা নিয়েও ঐশ্বর্যার প্রবল আপত্তি ছিল, কারণ শ্বেতার নিজের নামে ফ্ল্যাট রয়েছে। একবার বাড়ির ভৃত্যদের সামনে ননদ-বৌদির ঝামেলা নাকি এত দূর গড়ায় যে হাতাহাতি হতে শুধু বাকি ছিল! তবে পুরো গল্পে সাইলেন্ট স্পেকটেটরের কাজ করেন অমিতাভ। প্রথমদিকে আপত্তি থাকলেও পরবর্তীকালে পুত্রবধূকে আপন করে নেন তিনি। আরাধ্যার সঙ্গেও সারাক্ষণ খুনসুটি করতে দেখা যেত তাঁকে। কিন্তু সূত্র বলছে, যখনই কোনও ঝামেলা হত, তখন নাকি বিগ বি একেবারে নীরব হয়ে যেতেন। চেষ্টা করতেন সেই সময়টা বাড়ির বাইরে গিয়ে সময় কাটাতে। না তিনি কারও পক্ষ নিতেন, না কাউকে কোনও শাসন করতেন। ইন ফ্যাক্ট অভিষেক যে স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে বাংলো ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তখনও নাকি অমিতাভ মুখ খোলেননি বা ছেলেকে বোঝানোর চেষ্টা করেননি। গোটা ঘটনায় অমিতাভের এই নীরবতার কারণ কী, তা অবশ্য এক রহস্য। কীসের ভয়ে তিনি সংসারের বাঁধন ছিঁড়ে যাওয়ার পরেও মুখে কুলুপ এঁটেছেন তা অজানা। তবে এখন 'জলসা' একটি নাট্যমঞ্চে পরিণত হয়েছে যেখানে সকলেই ভাল থাকার 'অভিনয়' করছেন। সকলের মুখের হাসিগুলো হয়তো মেকি, কিন্তু সেটা আপাতত একটা বিশাল ঝড়ের দিকপরিবর্তন করতে সাহায্য করেছে। তবে অভিনয় করে কি সারাটা জীবন চালিয়ে দেওয়া যায়? বচ্চন পরিবারের মতো হেভিওয়েট পরিবার বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে খুব কমই আছে। পারিবারিক 'ব্র্যান্ড ইকুইটি'র দিকটাও আছে। সেই পরিবার কি পারবে নিজেদের 'সুখী পরিবার'-এর ট্যাগটাকে অক্ষত রাখতে? উত্তর সময়ই দেবে।

বাড়িতে পুজোর অনুষ্ঠানে অমিতাভ, জয়া, ঐশ্বর্যা, অভিষেক ও আরাধ্যা

ভোট দিয়ে বেরিয়ে বচ্চন পরিবার

ছুটি কাটাতে ঐশ্বর্যা-অভিষেক-আরাধ্যা

> যখনই কোনও ঝামেলা হত তখন নাকি বিগ বি একেবারে নীরব হয়ে যেতেন। চেষ্টা করতেন সেই সময়টা বাড়ির বাইরে গিয়ে সময় কাটাতে। না তিনি কারও পক্ষ নিতেন, না কাউকে কোনও শাসন করতেন।

সতর্কীকরণ: *এই গোটা প্রতিবেদনটি লেখা হয়েছে সূত্র মারফত যে খবর পাওয়া গিয়েছে তার ভিত্তিতে। কোনও ঘটনার সত্যতা প্রত্যক্ষ ভাবে যাচাই করার উপায় ছিল না এই প্রতিবেদকের কাছে। তাই এই স্টোরির সত্যতা কতটা গভীরে, তা হলপ করে বলা কঠিন। কোনও পরিবারের সম্মানহানি করা আনন্দলোক-এর উদ্দেশ্য নয়, পুরো গল্পটাই বোনা হয়েছে একাধিক বিশ্বস্ত সূত্রের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে।*

১

২
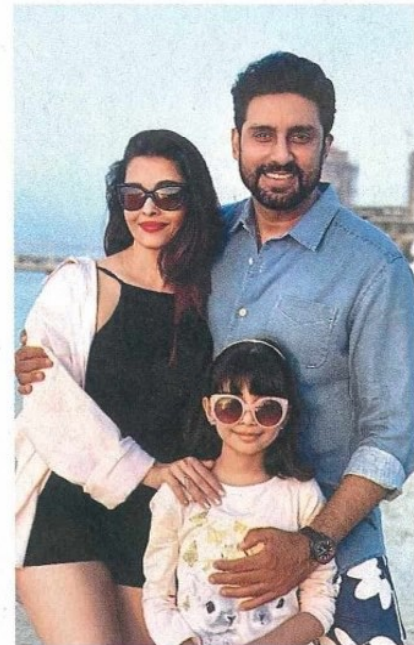
সেলেব্রিটি মানেই তাঁদের ব্যস্ততার শেষ নেই। উইকডে হোক বা উইকেন্ড, তাঁদের সর্বদা কোথাও না কোথাও সময় দিতেই হচ্ছে। আর এই সেলেব্রিটিদের সঙ্গে ছত্রছায়ার মতো আছে আনন্দলোক
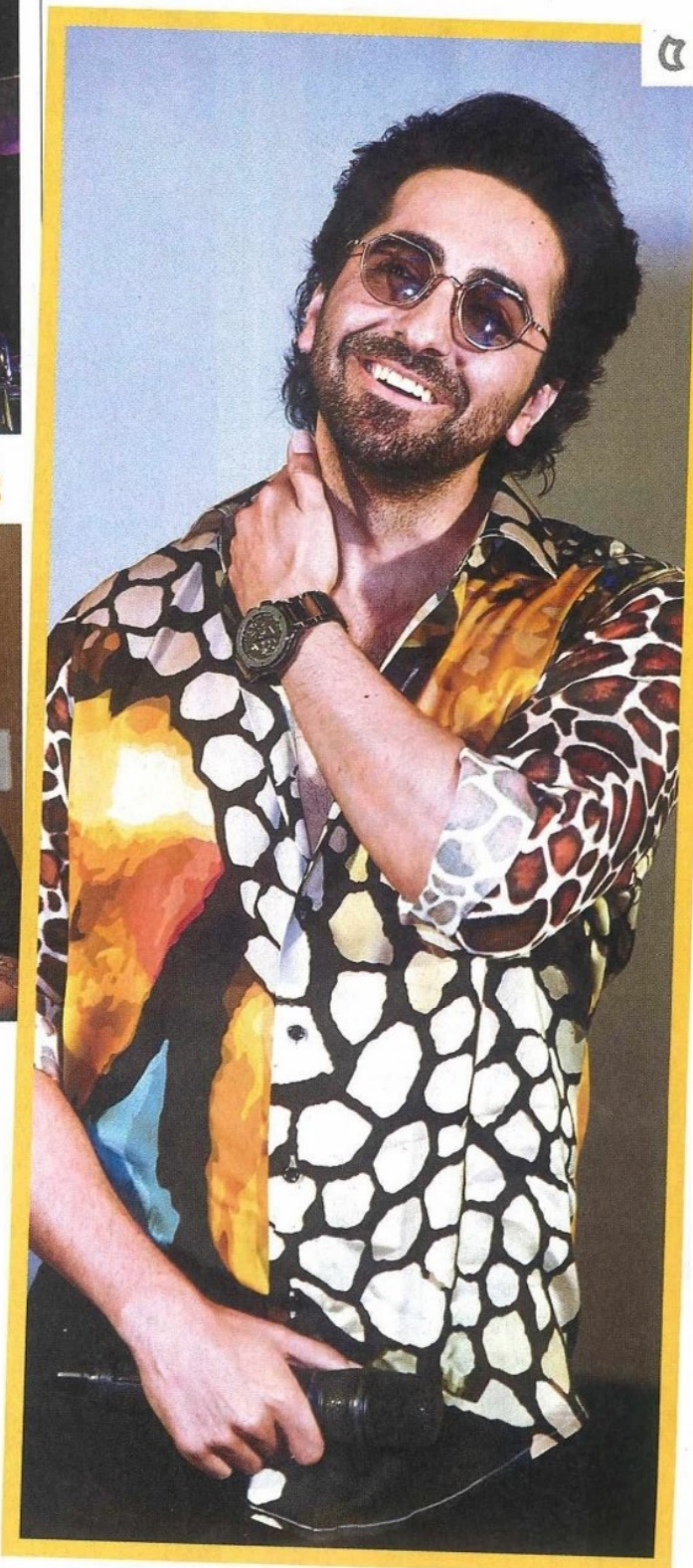
১ ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশন পিকচার আর্টিস্টস ফোরামের ২৫-তম জন্মদিনের উৎসবে কেক কাটছেন চিরঞ্জিত, রঞ্জিত মল্লিক ও প্রসেনজিৎ

২ কলকাতা চিড়িয়াখানায় 'জঙ্গলে মিতিন মাসি'র পোস্টার লঞ্চে শুভ্রজিৎ, কোয়েল এবং অরিন্দম শীল

৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে জিশু অ্যান্ড দ্য রেট্রোডিকশনস ব্যান্ড আয়োজিত অনুষ্ঠানে পারফরম্যান্সের মাঝে জিশু সেনগুপ্ত

৪ আর্টিস্ট ফোরামের একটি অনুষ্ঠানে আবির চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অপরাজিতা আঢ্য

৫ মুম্বইয়ে 'ড্রিমগার্ল ২'-এর প্রচারে আয়ুষ্মান খুরানা
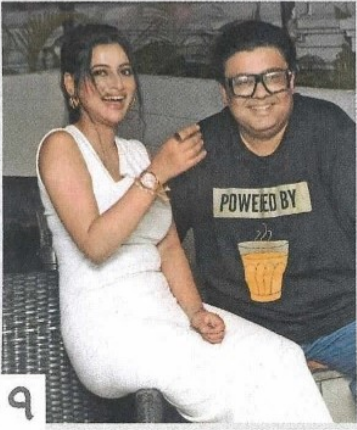
৬ নিজের বাড়িতেই ফোটোশুট করলেন কৌশানী মুখোপাধ্যায়

৭ নতুন ওয়েব সিরিজ় 'কুমুদিনী ভবন'-এর ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে আড্ডায় মশগুল উষসী ও অম্বরীশ ভট্টাচার্য

৮ নিজের নতুন রেস্তরাঁ কাম বুটিকের উদ্বোধনে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে লীনা গঙ্গোপাধ্যায়

৯ 'ব্যোমকেশ ও দুর্গরহস্য'র প্রিমিয়ারে সোহম-তনয়া

১০ কলকাতায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে উপস্থিত ভিকি কৌশল

১১ নির্মল চক্রবর্তী পরিচালিত ‘দত্তা’ ছবির ৫০ দিনের সেলিব্রেশনে ঋতুপর্ণা ও জয় সেনগুপ্ত

১২

১৩

১৪

১৫

১২ কলকাতায় একটি স্টেজ শোয়ে ইমন চক্রবর্তী

১৩ স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে মূক ও বধির শিশুদের সঙ্গে ঋতাভরী চক্রবর্তী

১৪ নিজের ছবি 'ব্যোমকেশ ও দুর্গরহস্য'র প্রিমিয়ারে স্বমহিমায় দেব-রুক্মিণী

১৫ একটি অনুষ্ঠানে হাসি-ঠাট্টায় সুদীপ্তা ও বিক্রম
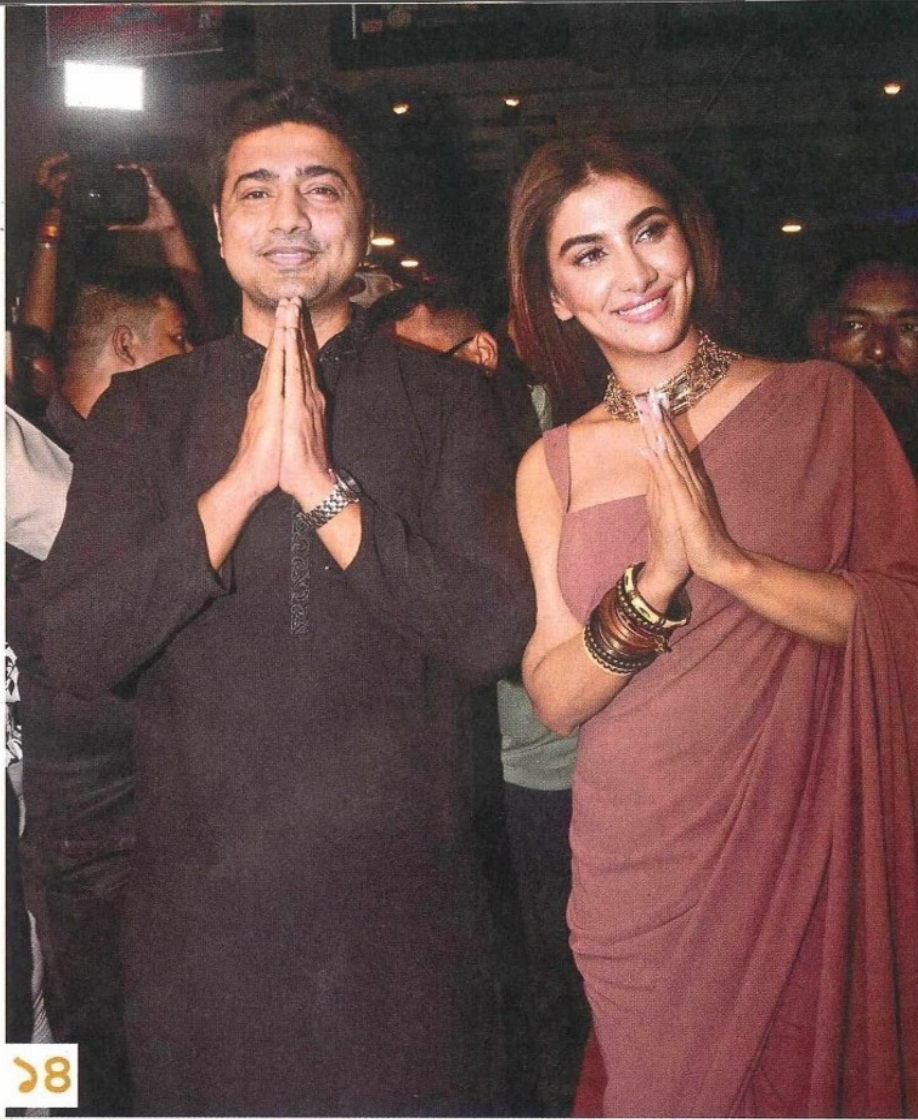
১৬ শুটের মাঝেই নিজের মতো করে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিলেন দর্শনা বণিক

১৭ গাড়িতে যেতে-যেতে সেলফি রাজা চন্দ ও পিয়ানের

১৮ পাহাড়ে ঘুরতে গিয়ে একান্তে বিদীপ্তা ও বিরসা
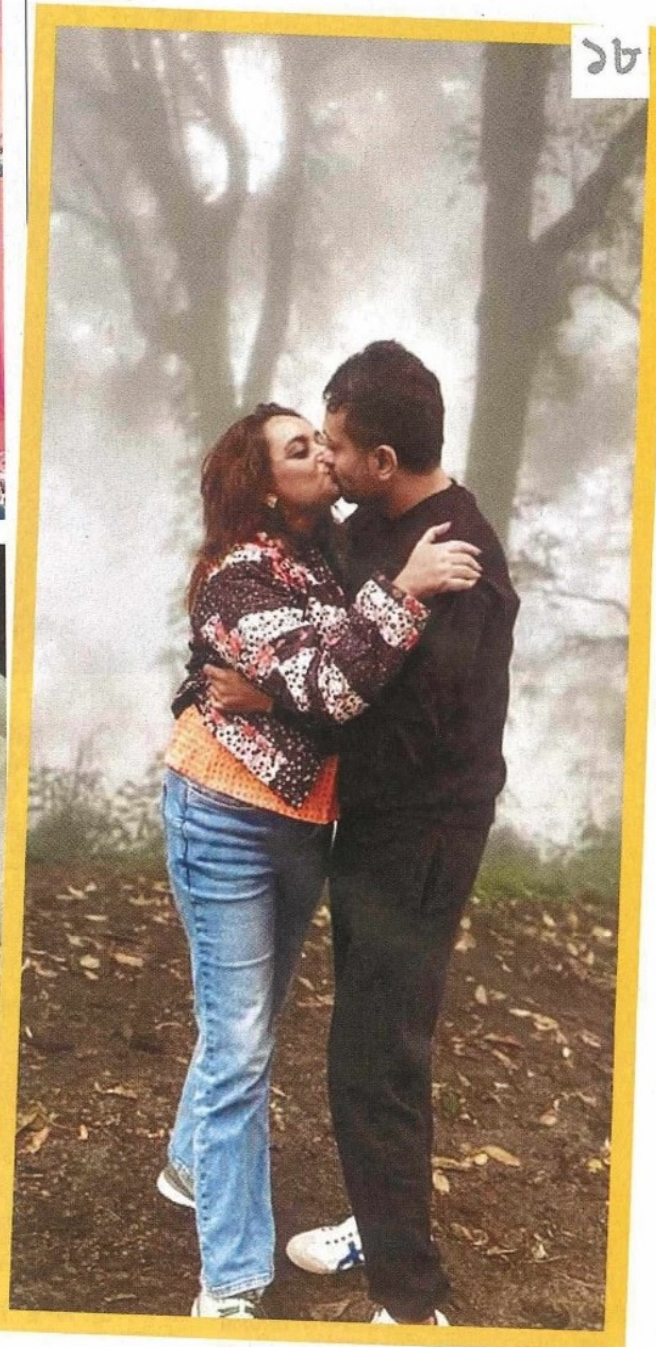
ছবিগুলো তুলেছেন
প্রবীর মিত্র: ১, ৪, ৭, ১১, ১৫
অনিবার্ণ সাহা: ২, ৯, ১৪

■ 'বাহুবলী: দ্য কনক্লুশন' ছবির বিখ্যাত দৃশ্য

'প্যান ইন্ডিয়া'র ধারণা, বাংলা সিনেমা এবং

বলিউড-টলিউড নামক চিরচেনা বিভাজন পেরিয়ে এখন সবটাই ভারতীয় সিনেমা বা 'প্যান ইন্ডিয়ান ফিল্ম'। কিন্তু কীভাবে মিটছে এই দূরত্ব? কেমন করেই বা ঘটে চলেছে এই বদল, জানাচ্ছেন **দীপান্বিতা মৈত্র**

'বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান'— পঙ্‌ক্তিটি এখন ভারতীয় সিনেমা দুনিয়া সম্বন্ধে ভীষণ রকম প্রযোজ্য। বহুভাষিক এই দেশে সংস্কৃতি-সাহিত্য-সিনেমা সবক্ষেত্রেই বরাবর যেমন একটা পার্থক্য রয়ে এসেছে, তেমনই রয়ে গিয়েছে সেই ফারাক বা দূরত্বকে অতিক্রম করে যাওয়ার প্রচেষ্টাও। বর্তমানে ভারতীয় সিনেমায় যে বদলটা সবচেয়ে বেশি নজরে আসছে তা হল আঞ্চলিকতা-ভাষা-সংস্কৃতির বাধা পেরিয়ে একাত্মতার প্রয়াস। এই প্রবণতাই আমাদের বিবিধের দূরত্বকে পেরিয়ে সর্বজনীন হয়ে উঠতে শেখায়। এখন ভারতের সিনেমা জগতে বহুল ব্যবহৃত শব্দবন্ধটি হল 'প্যান ইন্ডিয়া'। বলিউড-টলিউড নামক চিরচেনা বিভাজন বা হিন্দি-বাংলা-তামিল-তেলুগু-মরাঠি... এই ভাষাগত বিভাজনে ভারতীয় সিনেমার যে অবয়ব আমাদের মনে গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে এখনকার ফারাক অনেকটাই।

'বাহুবলী'র হাত ধরে...

সারা ভারত জুড়ে গত কয়েক বছরে যেসব ছবি রিলিজ় করেছে তাদেরকে এখন ছকে বেঁধে দু' ভাগে ফেলা যায়। এক, একভাষী সিনেমা এবং দুই, বহুভাষিক সিনেমা যাকে এখন এক কথায় 'প্যান ইন্ডিয়ান সিনেমা' বলা হয়। এই প্যান ইন্ডিয়ান সিনেমার মূল লক্ষ্য হল সারা ভারতের দর্শকের কাছে পৌঁছনো। 'বাহুবলী',

■ সৌমিত্র-স্বাতীলেখার শেষ ছবি 'বেলাশুরু'

'আর আর আর', 'কে জি এফ', 'পাঠান', 'ব্রহ্মাস্ত্র', 'পোনিয়ন সেলভান', 'আদিপুরুষ' বা আসন্ন সিনেমা 'জওয়ান'... কী নেই সে তালিকায়! বাংলা সিনেমাও এখন নাম লিখিয়েছে এই দলে। অভিনেতা জিতের সাম্প্রতিক ছবি 'চেঙ্গিজ়' বা দেবের আগামী ছবি 'বাঘাযতীন'কে বলা হচ্ছে বাংলার 'প্যান ইন্ডিয়ান' ছবি।

এখন প্রশ্ন ওঠে এই 'প্যান ইন্ডিয়ান সিনেমা' ঠিক কী? সংজ্ঞা বলছে, যে-সব ভারতীয় সিনেমা সারা ভারত জুড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে একসঙ্গে বিভিন্ন ভাষায় মুক্তি পাবে সেগুলোই প্যান ইন্ডিয়ান সিনেমা। বহুভাষিকতা এর প্রথম এবং প্রধান শর্ত। আর এই প্যান ইন্ডিয়ার ধারণা এবং পরিভাষা গড়ে উঠেছে দক্ষিণী সিনেমার হাত ধরেই। এস এস রাজামৌলীর পরিচালনায় ২০১৫ সালে 'বাহুবলী: দ্য বিগিনিং' এসেছিল। সারা দেশ জুড়ে তেলুগু, তামিল, হিন্দি ও মালয়ালম এই চারটি ভাষায় সব মিলিয়ে প্রায় ৪০০০ স্ক্রিন জুড়ে রিলিজ় করেছিল এই ছবি। 'বাহুবলী ১' বক্স অফিসে আয় করেছিল প্রায় ৬৫০ কোটি টাকা। এই লার্জার দ্যান লাইফ সিনেমা এক ধাক্কায় অনেকটা বদলে দিয়েছিল ভারতীয় সিনেমার চেনা দুনিয়াটাকে। 'বাহুবলী' যেমন একাধারে পরিচয় করিয়েছে প্যান ইন্ডিয়ান সিনেমার ধারণার সঙ্গে, তেমনই সিনেমার ব্যবসারও

■ প্রথম হিন্দি প্যান ইন্ডিয়ান সিনেমা 'ব্রহ্মাস্ত্র'

■ প্রথম দ্বিভাষিক বাংলা ছবি 'চেঙ্গিজ়'

'বাহুবলী' একাধারে পরিচয় ঘটাল যেমন প্যান ইন্ডিয়ান সিনেমার ধারণার সঙ্গে তেমনই সিনেমার ব্যবসারও আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিল। চলতি হিট ফিল্মের সংজ্ঞা এবং আয়ের একটা বিপুল বদল এসে গেল।

ঘটিয়েছে আমূল পরিবর্তন। চলতি হিট ফিল্মের সংজ্ঞা এবং আয়ের একটা বিপুল বদল এসে গেল তখন। ব্যবসার দিক থেকে যদিও প্রথম ভারতীয় সিনেমা ছিল আমির খানের 'দঙ্গল', যা ১০০০ কোটি টাকা আয় করেছিল। কিন্তু সেটি পুরোদস্তুর হিন্দি ছবিই। 'বাহুবলী'র পরের বছর দেশ জুড়ে প্রায় ৪২৫০টি স্ক্রিনে মুক্তি পেয়েছিল 'দঙ্গল'। এর আগে হিট সিনেমার মাইলস্টোন ছিল শত কোটির সিনেমাগুলি। ১০০-২০০ কোটির অঙ্ক ছুঁতে পারাটা একটা ব্যবসায়িক সাফল্যের মাপকাঠি ছিল। 'বাহুবলী' এই ১০০ কোটির মাপটাকে এক ধাক্কায় নিয়ে চলে গিয়েছিল ৬৫০ কোটিতে আর তারপর 'দঙ্গল' ছুঁল ১০০০ কোটির উচ্চতা। কিন্তু হিন্দি সিনেমা তখনও সারা ভারতের জন্য সিনেমা বানানোর পরিকল্পনা নেয়নি। তাই বলতে দ্বিধা নেই, এই

■ 'লগান' ছবির বিখ্যাত পোস্টার

নতুন ট্রেন্ড ভারতীয় সিনেমায় এল কিন্তু দক্ষিণের ইন্ডাস্ট্রির হাত ধরেই।

রিমেকের দিন গেল

এর আগেও দক্ষিণের সিনেমা ভারতের বাকি অঞ্চলের মানুষ দেখতেন। কিন্তু বেশির ভাগই টিভি চ্যানেলে, দুর্বল হিন্দি ডাবিংয়ে। দক্ষিণের ফিল্ম নির্মাতা সংস্থা অর্ক মিডিয়া ওয়র্কস এবং ধর্মা প্রোডাকশনসের মিলিত উদ্যোগে চারটি ভারতীয় ভাষায় মুক্তি পেয়েছিল 'বাহুবলী'। বহুভাষিক ছবি হওয়ার কারণে বিপুল সংখ্যক দর্শক এই ছবিটি দেখেন এবং সিনেমার ব্যবসার বিরাট পরিবর্তন আসে। এরপর একে একে এল 'বাহুবলী ২', 'কে জি এফ' ১ ও ২, 'পুষ্পা: দ্য রাইজ়', 'পোনিয়ন সেলভান' ১ ও ২, 'কান্তারা' প্রভৃতি একের পর এক দক্ষিণের প্যান ইন্ডিয়ান সিনেমা। আর প্যান ইন্ডিয়ার পুরো সিনে ক্ষেত্রটাই ধীরে ধীরে চলে যেতে থাকে দক্ষিণী সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির নিয়ন্ত্রণে। এবং হিন্দি সিনেমার গ্রহণযোগ্যতাও সে সময় সারা ভারতে বহুলাংশে কমছিল। এর পাশাপাশি দক্ষিণী সিনেমার হিন্দি রিমেকের প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে এল। ২০২১-২২ সালে 'থালাইভি', 'অন্তিম', 'জয়েশভাই জোরদার', 'বচ্চন পাণ্ডে', 'রক্ষা বন্ধন', 'লাল সিং চড্ডা' প্রভৃতি তারকাখচিত বহু হিন্দি সিনেমা

'প্রজাপতি'র মিঠুন ও দেবের জুটি মন কেড়েছিল

একের পর এক ফ্লপ করছিল। অন্যদিকে হিটের সংজ্ঞা ততদিনে শত কোটির গণ্ডি পেরিয়ে হাজার কোটিতে পৌঁছে গিয়েছে, বেড়েছে ছবিতে বিনিয়োগের পরিমাণও। ২০২২ সালে কেবল ৮৫ কোটি বাজেটের ছবি 'যুগ যুগ জিও' ১৩১ কোটি আয় করেছিল, আর 'ভুলভুলাইয়া ২' ২৫০ কোটি পেরিয়ে বছরের একমাত্র 'বড় হিট' তকমা পায়। কোভিড পরবর্তী সময়ে যতদিন না অয়ন মুখোপাধ্যায় 'ব্রহ্মাস্ত্র' নিয়ে এলেন ততদিন হিন্দি সিনেমার এই বন্ধ্যা দশার মুক্তি হয়নি। 'ব্রহ্মাস্ত্র' প্রথম বহুভাষিক প্যান ইন্ডিয়ান হিন্দি সিনেমা এবং এই সিনেমা ব্যবসা করেছিল প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা। তবে ২০০১ সালে আমির খানের 'লগান'ও এসেছিল প্যান ইন্ডিয়ান আবেদন নিয়ে হিন্দি ও ইংরেজি দু'টি ভাষায়। কিন্তু এটিও বহুভাষিক ছবি নয়।

ইন্ডিয়ান গ্লোবাল আইকন

এককালে ভারতীয় সিনেমা বলতে একথায় বোঝাত বলিউডকে বা হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকেই। দেব আনন্দ বা রাজ কপূরের আমল থেকে শুরু করে ঋষি কপূর, রাজেশ খন্না কিংবা অমিতাভ বচ্চন, মিঠুন চক্রবর্তী... বলিউডই প্রতিনিধিত্ব করত ভারতীয় সিনেমার। শুধু তাঁরাই নন, পরবর্তী প্রজন্মেও শাহরুখ খান, সলমন খান বা আমির খান, অক্ষয় কুমার, ঐশ্বর্য রাই বচ্চন— এঁরাই বহুদিন ছিলেন ভারতীয় সিনেমার গ্লোবাল আইকন। রজনীকান্ত অবশ্যই এর ব্যতিক্রম। কিন্তু কয়েক বছর আগে অবধিও দক্ষিণী সিনেমার সারা দেশব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। কিন্তু এই চেনা পট বদলে গেল মাত্র কয়েকটা বছরেই। 'বাহুবলী'র হাত ধরে দক্ষিণের সিনেমা সদর্পে পা রাখল সর্বভারতীয় স্তরে। এবং ধীরে ধীরে ভারতীয় সিনেমার অন্যতম মুখ হয়ে উঠল। এখন অল্লু অর্জুন, প্রভাস, থালাপতি বিজয়, রাম চরণ, এন টি আর, বিজয় সেতুপতি, অনুষ্কা শেট্টি বা নয়নতারা এঁরাও ইন্ডিয়ান গ্লোবাল আইকন।

'বাঘাযতীন'-এর হিন্দি পোস্টার

মণিরত্নমের বিখ্যাত ছবি 'পোনিয়ন সেলভান'

দ্বিভাষিক ছবি এবং...

একুশ শতকের প্রথম দশকে এই 'প্যান ইন্ডিয়া' ধারণার জন্ম। পুরনো বা নতুন দিনের এমন বহু হিন্দি বা বাংলা সিনেমা আছে, যা একভাষিক বা দ্বিভাষিক হওয়া সত্ত্বেও সারা দেশ জুড়ে বা বিশ্ব জুড়ে স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু সেগুলিকে এককথায় 'প্যান ইন্ডিয়ান ফিল্ম' তকমা দেওয়া হয়নি কারণ এই তকমাটি একেবারেই নতুন। সত্যজিৎ রায়ের বিশ্ববন্দিত বাংলা ছবি 'পথের পাঁচালী' যখন মুক্তি পেয়েছিল, সারা দেশের মানুষ তা দেখেছিলেন বাংলা ভাষায় অথবা ইংরেজি সাবটাইটেলের সাহায্যে। আমরা সেই ছবির সমস্ত গৌরব এবং সাফল্যকে স্বীকার করেও তাকে প্যান ইন্ডিয়ান তকমা দিতে পারি না, পরিভাষা অনুযায়ী এই সিনেমা পুরোপুরি বাংলা ছবি। আবার আর এক ভারত বিখ্যাত সিনেমা রমেশ সিপ্পির 'শোলে' শুধু সিনেমা নয়, একটা নস্টালজিয়াও বটে। কিন্তু পরিচালক বা নির্মাতারা কেউই এটা সারা ভারতের জন্য বানানো সিনেমা বলে এমন কোনও ইঙ্গিত দেননি। হয়তো এর মধ্যে কোথাও হিন্দি সিনেমার একটা উন্নাসিকতাও সুপ্ত ছিল! যেমন ভাবে এখনও হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা বলা হয়, হিন্দি সিনেমাও তখন রাষ্ট্র সিনেমা ছিল যেন! প্রচ্ছন্নভাবে ধরেই নেওয়া হত, হিন্দি ভাষার সিনেমা মানেই সারা ভারতের মানুষ দেখবেন ও বুঝবেন। তাই বাংলা সিনেমাও যখন বড় অংশের দর্শককে লক্ষ্য করে বানানো হয়েছিল তখন তাকে দ্বিভাষিক করে তোলা হয়। অমিতাভ বচ্চনের 'অনুসন্ধান' বা রাজেশ খন্না ও শর্মিলা ঠাকুরের 'আরাধনা' বাংলা ও হিন্দি দু'টি ভাষায় নির্মিত মূলত হিন্দি সিনেমা। তেমনই হালফিলের বাংলা সিনেমা 'চেঙ্গিজ' বা আসন্ন 'বাঘাযতীন'ও কিন্তু দ্বিভাষিক বাংলা সিনেমা। এখনও আমাদের অবচেতনে হিন্দি ভাষাই সর্বভারতীয়তার চূড়ান্ত
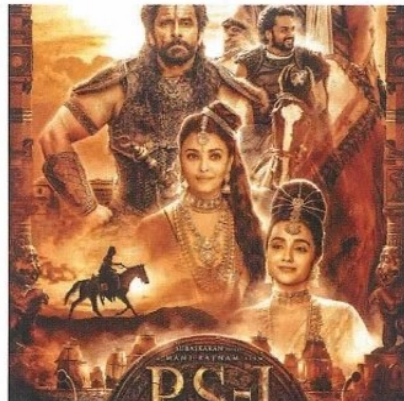
ধাপ। তাই দেব বা জিৎ কিন্তু সারা ভারতের মানুষের কাছে পৌঁছোনোর জন্য বিশেষ একটি ভাষাকেই বেছে নিয়ে ক্ষান্ত হচ্ছেন। আবার উইন্ডোজ় প্রোডাকশনের 'বেলাশুরু' বা দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেঞ্চারের 'টনিক', 'প্রজাপতি' যখন পশ্চিমবঙ্গের বাইরে মুম্বই ও দিল্লির হাতে গোনা কয়েকটি স্ক্রিনে রিলিজ করে বা 'কণ্ঠ' এবং 'ফাটাফাটি'র প্রিমিয়ার মুম্বইতে আয়োজিত হয়, তখন তাকে প্যান ইন্ডিয়ান রিলিজ় বলে তকমা দেওয়া হয়। কিন্তু আদৌ কি এই ছবিগুলো প্যান ইন্ডিয়ান সিনেমা বা সারা দেশ জুড়ে বিপুল সংখ্যক স্ক্রিনে তা রিলিজ় করেছে? এই ছবিগুলি কি সব ভাষাভাষীর মানুষের কাছে আদৌ পৌঁছতে পেরেছে? বাংলা সিনেমার জগতে এই প্রচেষ্টাগুলি অবশ্যই সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য কিন্তু সারা দেশের কাছে বাংলা সিনেমাকে পৌঁছতে হলে এখনও অনেক পথ পেরোতে হবে, সন্দেহ নেই।

'প্যান ইন্ডিয়া'র দায়ভার

দক্ষিণের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রেও এখন একই কথা খাটবে। তারা একসঙ্গে পাঁচটি ভাষায়

'পুষ্পা'র আইকনিক দৃশ্য

'স্পাইডারম্যান : নো ওয়ে হোম' সিনেমার হিন্দি পোস্টার
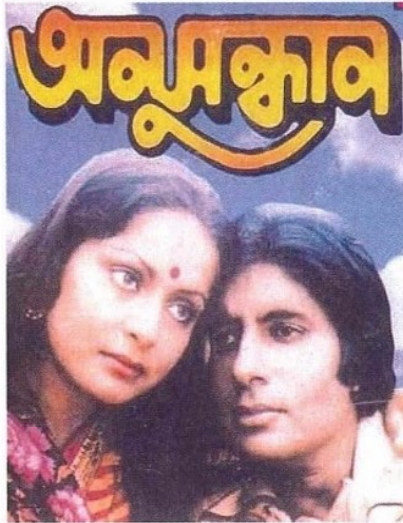
'অনুসন্ধান' সিনেমার পোস্টার
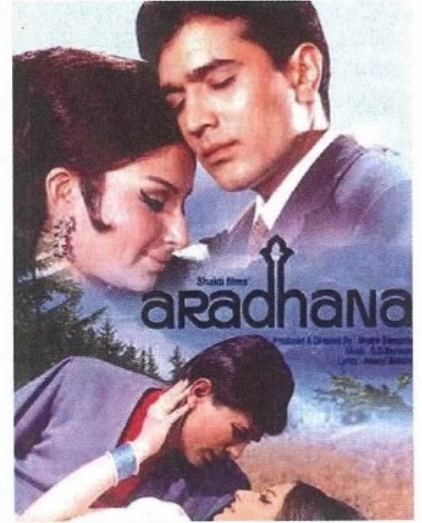
'আরাধনা' সিনেমার পোস্টার

সিনেমা বানাচ্ছে বটে কিন্তু খেয়াল করলেই দেখা যাবে তার মধ্যে চারটি দক্ষিণী ভাষা ও বাকি ভারতের জন্য তাঁরা একটিই ভাষা বরাদ্দ করছেন, তা হল হিন্দি। তাই মরাঠি দর্শক হোন বা গুজরাতি, বাঙালি হোন বা বিহারী, বাকি সারা দেশের জন্য বরাদ্দ একটি ভাষা একা কখনও প্যান ইন্ডিয়ার পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। তেমনই হিন্দি প্যান ইন্ডিয়ান সিনেমাগুলি যেমন 'ব্রহ্মাস্ত্র' হোক বা 'পাঠান' কিংবা 'লাইগার', হিন্দির বাইরে কেবল চারটি দক্ষিণী ভাষাকেই মান্যতা দিয়েছে। আর এভাবেই ভারতীয় ভাষা-সংস্কৃতির সম্বন্ধে একটা একপেশে ধারণা তৈরি হচ্ছে সারা বিশ্ব জুড়ে। 'ব্ল্যাক অ্যাডাম', 'স্পাইডার ম্যান: নো ওয়ে হোম', 'জুরাসিক ওয়র্ল্ড: ডোমিনিয়ন', 'ব্ল্যাক প্যান্থার', 'অবতার: দ্য ওয়ে অফ ওয়াটার' প্রভৃতি সমস্ত ইরেজি সিনেমাগুলি এখনকার প্যান ইন্ডিয়ান সিনেমাকে অনুসরণ করেই ইরেজি ছাড়া ভারতে কেবল মাত্র হিন্দি ও চারটি দক্ষিণী ভাষায় মুক্তি পেয়েছে। 'প্যান ইন্ডিয়া'র অর্থ কি এতে সংকুচিত হয়ে যায় না?

> এখনও আমাদের অবচেতনে হিন্দি ভাষাই সর্বভারতীয়তার চূড়ান্ত ধাপ। তাই দেব বা জিৎ কিন্তু সারা ভারতের মানুষের কাছে পৌঁছনোর জন্য বিশেষ একটি ভাষাকেই বেছে নিয়ে ক্ষান্ত হচ্ছেন। এবং তা হল হিন্দি।

'প্যান ইন্ডিয়া' শব্দবন্ধটির দায়ভার অনেক এবং তাঁর অর্থও অনেক ব্যাপ্ত। কোনও একটি বা দু'টি ভাষা বা কয়েকটি মাত্র অঞ্চল সারা ভারতের পরিচায়ক নয়। এখনকার প্যান ইন্ডিয়ান সিনেমা অবশ্যই সারা ভারতের সিনেমা জগতকে এক সুরে বেঁধেছে, কিন্তু প্রকৃত অর্থেই সারা দেশের সব ভাষাভাষী মানুষের কাছে পৌঁছোতে এখনও অনেক পথ হাঁটা বাকি।

হিন্দি না জানার জন্য প্রথমদিকে অনেক

প্র নৃত্যশিল্পী না অভিনেত্রী, দশ বছর পরে আপনি নিজেকে কোথায় দেখতে চান?

দুটোই সমানতালে করে যেতে চাই। আমি চাই আমার দর্শক যেন আমাকে ভার্সেটাইল, মাল্টিট্যালেন্টেড, সুপারস্টার অভিনেত্রী হিসেবে মনে রাখে, যিনি নাচ এবং অভিনয়, উভয় ক্ষেত্রেই অসম্ভব দক্ষ। এমন একজন নায়িকা, যিনি যে কোনও সুযোগে মঞ্চ মাতিয়ে দিতে পারেন। আমি চাই, আমাকে মানুষ মনে রাখুন এই ভেবে যে আমি অনেককে ভুল প্রমাণ করতে পেরেছি। এমন একজন যে স্টিরিওটাইপ ভেঙেছে, ট্রেন্ড সেট করেছে, ইন্ডাস্ট্রিতে টাটকা বাতাস এনেছে। আমি বোঝাতে চাই যে আমি এই ইন্ডাস্ট্রিতে বাকিদের চেয়ে অনেকটা আলাদা। আই ওয়ান্ট মাই প্রেজেন্স টু বি অ্যান আইকনিক ওয়ান।

প্র আপনাকে তো ডান্সিং কুইন বলা হয়। কখন ও কীভাবে আপনি নাচের সঙ্গে যুক্ত হলেন?

আমার তো এখনও বিশ্বাস হয় না যে মানুষ আমাকে ডান্সিং কুইন ভাবেন। নাচে আমার কোনও প্রথাগত শিক্ষা ছিল না। কিন্তু আমার আত্মা সবসময় সুর ও ছন্দ বুঝত। নিজে নিজেই নাচ শিখেছি। অন্যদের দেখে, আরও বেশি প্র্যাকটিস করে নিজেকে উন্নত করেছি। যেটুকু শিখতাম, স্কুলে বন্ধুদের সামনে সেটাই করে দেখাতাম। আর আমি বরাবরই নিজেকে নিয়ে অসম্ভব কনফিডেন্ট। স্কুলে আমার নাচ দেখে অনেকেই হাসাহাসি করত, কটাক্ষ করত। কিন্তু আমি কাউকে পাত্তা দিইনি। নিজের প্রতি বিশ্বাস সবসময়ই বেশি ছিল। আমি আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতে চাই। সবসময় মনে হয়, শিল্পী হিসেবে কত কিছু করা বাকি।

প্র শোনা যায়, কানাডায় বড় হওয়ার সময়ে বলিউডের ছবি নিয়ে নাকি খুব আগ্রহী ছিলেন আপনি। শাহরুখ খানেরও বিশেষ ভক্ত ছিলেন। ভারতে পা রাখার পর কেমন অভিজ্ঞতা হয়?

দেখুন, বলিউড আমার কাছে সম্পূর্ণ অচেনা, অজানা একটা ইন্ডাস্ট্রি ছিল। তবে এখানকার ছবির সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম। কানাডায় বড় হওয়ার সময় আমার পরিবার ও বন্ধুবান্ধব, প্রত্যেকেই বলিউডের ছবির পোকা ছিল। হিন্দি ছবি দেখে বড় হয়েছি, হিন্দি গান শুনেছি, হিন্দি গানের নাচ দেখে নাচ তুলেছি। এখনও মনে আছে, চার বছর বয়সে মা আমাকে গয়না, টিপ পরিয়ে সম্পূর্ণ ভারতীয় পোশাকে সাজিয়ে দিতেন। আর সেই পোশাকে একবার আমার ফোটোশুটও করান! সেই প্রথম পেশাদার শুট। অনেক বছর বাড়ির দেওয়ালে সেই ছবি টাঙানো ছিল। কানাডায় সাত বছর বয়সে

হার্ডি সাঁধুর সঙ্গে

বরুণ ধওয়ানের সঙ্গে 'গরমি' গানে

তিনি একজন ফাইটার। পরিবারকে না জানিয়েই ভারতে চলে এসেছিলেন বলিউডে অস্তিত্ব প্রমাণ করার লক্ষ্যে, যদিও তাঁর জন্য অপেক্ষা করেছিল অনেক বাধা-বিপত্তি। মুম্বইতে **নোরা ফতেহি** মন খুলে কথা বললেন **আসিফ সালামের** সঙ্গে

প্রথমবার সবুজ-লাল লেহঙ্গা পরেছিলাম। আমার পঞ্জাবী প্রতিবেশী পোশাকটি উপহার দিয়েছিলেন। আর ভারতে পা রাখার পরে তো আমার জীবনটাই যেন সিনেমা হয়ে গেল! ইটস বিন আ রোলার কোস্টার রাইড এভার সিন্স। আমাকে নিয়ে কেউ ডকুমেন্টরি বা অটোবায়োগ্রাফি বানাতে চাইলে দারুণ হবে। আমার কোনও আক্ষেপ নেই। বরং, আমার জার্নির প্রতিটা মুহূর্ত নিয়ে আমি খুশি। আর শাহরুখ খানের প্রসঙ্গে বলি, কানাডাতে হি ইজ় লাইক রিলিজিয়ন। আমরা সকলেই শাহরুখকে অন্ধের মতো ভালবাসি।

প্র কানাডাতে যখন সব ছেড়েছুড়ে বলিউডে পা রাখার জন্য ভারতে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন, আপনার পরিজনরা সমর্থন করেছিলেন?

আমার বন্ধুরা সবসময় আমাকে সাপোর্ট করেছে। তবে আমার দেশের অনেকেই খুব শকড হয়েছিলেন। অনেকে তো কটাক্ষ করে বলেছিলেন কানাডার মতো উন্নত দেশ ছেড়ে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে কেন যাচ্ছি? তাও আবার এমন দেশ, যেখানে আমার কোনও চেনা-পরিচিত নেই। কোনও বন্ধু নেই, আত্মীয় নেই। আমার পরিবারকে কোনও কিছু না জানিয়েই আমি ভারতে এসেছে। এখানে এসে মাকে ফোন করে সবটা জানাই। প্রথমদিকে মা আমার এই সিদ্ধান্ত একেবারেই গ্রহণ করতে পারেননি। বাড়ির অন্যান্যদের সমর্থন পেতেও অনেকটা সময় লেগেছিল। তবে বন্ধুরা সবসময় পাশে ছিল। মুম্বইতে ইশা বলে আমার একজন বান্ধবী হয়। প্রথমদিকে যখন অডিশনে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরতাম, ইশা সবসময় আমাকে ইমোশনাল সাপোর্ট দিয়ে গিয়েছে। সারাজীবনের জন্য আমি ওর কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

প্র আপনি এখন তো দারুণ হিন্দি বলতে পারেন। তবে শুরুর দিকে ভাষা নিয়ে নাকি খুব সমস্যায় পড়েছিলেন?

প্রাপ্তবয়সে অল্প সময়ের মধ্যে অন্য একটা ভাষা শেখা কিন্তু কঠিন। যখন ভারতে আসছিলাম, তখন হিন্দি শেখার কথা অতটা মাথায় আসেনি। কিন্তু মুম্বইতে পা রেখে বুঝলাম, দ্রুত হিন্দি শেখা জরুরি। প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে গেলে ও নিজস্ব ব্র্যান্ড তৈরি করতে হলে, এখানকার ভাষা শেখা ও বোঝা দুটোই খুব জরুরি। এতে আমি প্রয়োজনীয় সম্মানও পাব, আবার অসংখ্য সুযোগের দরজাও খুলে যাবে। আসলে

কটাক্ষ সহ্য করতে হয়েছে : নোরা ফতেহি

■ নোরা ফতেহি

ফোটো: তেজস্ নেরুরকর
মেকআপ: রেশমা মার্চেন্ট
হেয়ার: মাধব
স্টাইলিং: আয়েশা দেশমুখ
হসপিট্যালিটি: ফেয়ারফিল্ড
বাই ম্যারিয়ট, মুম্বই

ব্লাউজ: আরোকা অফিশিয়াল
গয়না: কিউরিয়ো কটেজ

শাড়ি সৌজন্য
আনন্দ
কুইন্স ম্যানসন,
১৩ রাসেল স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২২৯ ২২৭৫/৪১৩৮
মোবাইল: ৯৬৭৪৩৯২২৭৫

খুব দ্রুত ভাষা শেখার চাপ ছিল আমার উপরে। শুরুর দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বন্ধ ঘরে হিন্দি বলা প্র্যাকটিস করতাম। হিন্দি ছবি, সিরিয়াল দেখতাম। উচ্চারণে মন দিতাম। অনেকেই হাসাহাসি করতেন আমার হিন্দি শুনে। অডিশনে আমার হিন্দি শুনে কতজন বলেছেন কানাডা ফিরে যেতে। আমার এখানে কিছু হবে না। মাঝে মাঝে উৎসাহ হারিয়ে ফেলতাম। কিন্তু হাল ছাড়িনি কখনও। কারণ ওই যে আগে বললাম, আমার নিজের প্রতি বিশ্বাস সবসময়ই বেশি ছিল।

প্র বলিউডে প্রথম ব্রেক কীভাবে পেলেন?

ভারতে আসার পরপরই একটি অ্যাকশন মুভির জন্য অডিশন দিই, 'রোর টাইগারস অফ দ্য সুন্দরবনস'। একজন পার্সি কমান্ডোর চরিত্রে ছিলাম আমি। সিনেমার সেটের খুঁটিনাটি ওই প্রথম দেখা। ক্যামেরার সামনে কীভাবে পারফর্ম করতে হয় সেই প্রথম শিখলাম। প্রথমবার অ্যাকশন শিখলাম। এরপরে অভিনেত্রী হিসেবে আরও কয়েকটা ছবি করি, সেই সঙ্গে ক্যামেরার সামনের অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকে। এরপর দক্ষিণের গানের দৃশ্যের জন্য আমাকে ভাবা হতে থাকে। হেভি কোরিয়োগ্রাফি আর ক্যাচি বিটের সঙ্গে কীভাবে নাচতে হয়, তা শিখি। দক্ষিণে আমার সব গান সুপারহিট। 'বাহুবলী'তে আমার নাচ সুপারহিট হয়, কিন্তু সেভাবে তারকা হিসেবে পরিচিতি তখনও পাইনি। জন অ্যাব্রাহামের 'রকি হ্যান্ডসাম'-এর জন্য 'রক দ্য পার্টি'তে নাচি। সেটিও হিট হয়, কিন্তু আমার জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। একইসঙ্গে 'বিগ বস' ও 'ঝলক দিখলা জা'র মতো রিয়েলিটি শো-তে অংশ নিই। একটু একটু করে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে

■ **'দিলবর'** গানে জন অ্যাব্রাহাম ও নোরা

■ নোরা ফতেহি

ফোটো: তেজস নেরুরকর
মেকআপ: রেশমা মার্চেন্ট
হেয়ার: মাধব
স্টাইলিং: আয়েশা দেশমুখ
হসপিট্যালিটি: ফেয়ারফিল্ড বাই ম্যারিয়ট, মুম্বই

ব্লাউজ়: মেড়ুসা ব্লিঙ্কড টোয়াইস
গয়না: কিউরিয়ো কটেজ

শাড়ি সৌজন্য
আনন্দ
কুইন্স ম্যানসন,
১৩ রাসেল স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২২৯ ২২৭৫/৪১৩৮
মোবাইল: ৯৬৭৪৩৯২২৭৫

যেতে থাকি। পরিস্থিতি বদলাতে থাকে, যখন মিউজ়িক ভিডিওতে কাজ করা শুরু করি। হার্ডি সাঁধুর সঙ্গে 'নাহ' ভিডিয়োটি একদিনে পাঁচ মিলিয়নের উপর ভিউজ় পায়। একইসঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি নাচের ভিডিও-ও জনপ্রিয় হয়। এই দুয়ের পরেই 'দিলবর'-এ সুযোগ পাই। 'দিলবর' চেঞ্জড মাই লাইফ ফরএভার।

প্র 'দিলবর', 'সাকি সাকি', 'কুসু কুসু'...এই সব গান আপনাকে প্রবল জনপ্রিয়তা দেয়। এগুলো করার আগে ও পরের থট প্রসেস কেমন ছিল?

যখন এই প্রজেক্টগুলো করছিলাম, তখন মনে হত নিজের সেরাটা দিতে হবে। দুনিয়াকে দেখাতে হবে, আমি কী পারি। মাই থটস ওয়্যার পজ়িটিভ। জানতাম, এগুলো আমাকে আমার লক্ষ্যে পৌঁছে দেবেই। গানগুলো রিলিজ় হওয়ার পর বুঝলাম, ইন্ডাস্ট্রিতে একটু একটু করে জায়গা তৈরি করতে পারছি আমি। এমনিতে মানুষ হিসেবে আমি পুরো ওয়ার্কোহলিক। ২৪ ঘণ্টাই আমার ইঞ্জিন চলে!

প্র এবারের বিশ্বকাপ ফুটবলের ক্লোজিং সেরেমনিতে আপনি পারফর্ম করেছেন। এটা নিশ্চয়ই আপনার কাছে বিরাট সম্মানের...

আমার এটা জীবনের অন্যতম সেরা প্রাপ্তি। বিশ্বকাপের অ্যান্থেম 'লাইট অফ দ্য স্কাই'-তে পারফর্ম করি প্রায় ৭০ হাজার লোকের সামনে। এছাড়া টেলিভিশনের পর্দায় তো সকলে দেখেছেনই। এই ধরনের মঞ্চে পারফর্ম করার স্বপ্ন অনেকদিন ধরে দেখতাম। সেটা বাস্তবায়িত হল। অনেকেই আমাকে ভালবেসেছেন এবং তাঁদের আশীর্বাদের জন্য ও আমার পরিশ্রমের জন্য আজ এই জায়গাটা আমি অ্যাচিভ করতে পেরেছি। কিন্তু এরকম অনেকেই ছিলেন যাঁরা চাননি আমি সফল হই, আমার ক্ষতি করতে চেয়েছেন। কিন্তু আমি বরাবর বিশ্বাস করে এসেছি, আমি যদি ভাল কাজ করি তা হলে আমার সঙ্গেও ভাল-ই হবে। বিশ্বকাপের মতো প্ল্যাটফর্মে পারফর্ম করার পর নোরা ফতেহি হ্যাজ় বিকাম আ প্রেস্টিজিয়াস ব্র্যান্ড। এটা আমার জীবন বদলে দিয়েছে। যাঁরা আমাকে নিচু চোখে দেখতেন এখন তাঁরাও সম্মানের সঙ্গে দেখেন।

প্র সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, বিদেশ থেকে ভারতে এসে কাজ করা সেলেব্রিটিদের মধ্যে, সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনার ফ্যান ফলোয়ার সবচেয়ে বেশি।

আমি তার জন্য গর্ব অনুভব করি। সোশ্যাল মিডিয়াতে আমার ৪৫.২ মিলিয়ন ফলোয়ারস কিন্তু পুরোটাই অর্গ্যানিক। কোনও জল মেশানো নেই। আমার নিজের একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, যার বর্তমান সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা চার মিলিয়ন! গর্ব হয়, কারণ এই পুরোটা আমার ক্রেডিট। পুরোটাই অর্গ্যানিক, কোনও দু'নম্বরি
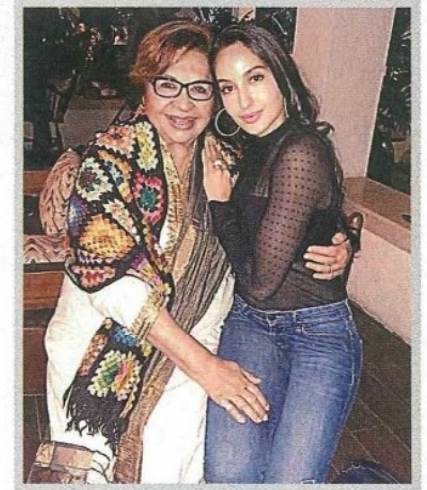
■ আর এক ডান্সিং কুইন হেলেনের সঙ্গে

নেই। যা অ্যাচিভ করেছি এতদিন, পুরোটাই নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমের দৌলতে করেছি। কারও দয়া দাক্ষিণ্য নিইনি। অনেকেই পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমি সব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করেছি। আমি আমার সমস্ত ফ্যানদের কাছে হাত জোড় করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

চিজ় চিকেন স্যান্ডউইচ: অনন্যা পাণ্ডে

হট অ্যান্ড সেক্সি ড্রিম গার্ল **অনন্যা পাণ্ডে** তুখোড় ফুডি নন, কিন্তু রোজকার ডায়েটে তার কমফর্ট ফুড চাই-ই চাই। নিজের সুন্দর স্বাস্থ্য ধরে রাখতে রোজকার লাঞ্চে তাঁর একমাত্র পছন্দ হেলদি **চিকেন স্যান্ডউইচ**।

চিজ় চিকেন স্যান্ডউইচ

বয়েল্ড চিকেন ব্রেস্ট
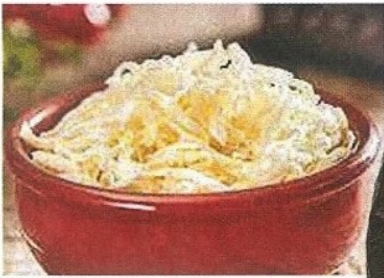
চিজ়

স্যান্ডউইচ ব্রেড

চিকেন স্যান্ডউইচ অনেকেই খান। তার নানা রেসিপিও রয়েছে। তবে অনন্যা পাণ্ডে চিকেন স্যান্ডউইচেই বাঁচেন। কারণ ভাত বা চাল জাতীয় সমস্ত জিনিসে তাঁর অ্যালার্জি। অভিনেত্রী বলে এমনিতেই তাঁকে খাওয়া-দাওয়ার খেয়াল তো রাখতেই হয়, উপরন্তু অ্যালার্জির কারণে বহু জিনিস খাওয়া বারণ। অনন্যা বরাবরই হট অ্যান্ড সেক্সি। কী করে তিনি ধরে রাখেন তাঁর সুন্দর শরীর? উত্তর একটাই। ডায়েট একদম কড়া ভাবে মেনটেন করেন তিনি। আর সে জন্যই নিউট্রিশনিস্টের পরামর্শ মতো তাঁর রোজকার লাঞ্চে থাকে চিকেন স্যান্ডউইচ। তবে অভিনেত্রীর ডায়েট ও ক্যালোরি কাউন্ট মেনেই বানানো হয় এই স্যান্ডউইচ।

উপকরণ : মাল্টিগ্রেন স্যান্ডউইচ ব্রেড (সাধারণ ব্রেডও চলবে), বাটার এক চামচ, বয়েল্ড চিকেন ব্রেস্ট কুচি দু'টেবিল চামচ, মোজ়ারেলা চিজ় গ্রেট করা দু'চামচ বা একটি স্লাইস, পেঁয়াজ-শশা-বেল পেপার কুচি, গোলমরিচ গুঁড়ো স্বাদমতো, নুন নামমাত্র।

অনন্যা পাণ্ডে

প্রণালী :
স্যান্ডউইচ ব্রেডের চারধারটা হালকা করে কেটে বাদ দিয়ে দিন। চিকেন ব্রেস্ট প্রেশার কুকারে অল্প নুন দিয়ে জলে সেদ্ধ করে জলটা ফেলে দিতে হবে। এরপর সেদ্ধ করা চিকেন ব্রেস্ট ছুরি দিয়ে কেটে কুচিয়ে নিতে হবে। এবার ব্রেডের দু'পিঠেই হালকা করে বাটার লাগিয়ে নিতে হবে। একটা ব্রেড স্লাইস নিয়ে তার উপরে প্রথমে কুচোনো স্যালাড দিন। স্যালাডের লেয়ারের উপরে দিতে হবে দু'টেবিল চামচ চিকেন ব্রেস্ট কুচি। সঙ্গে ছড়িয়ে দিন নামমাত্র নুন আর স্বাদমতো গোলমরিচ গুঁড়ো। চিকেনের লেয়ারের উপর দু'টেবিল চামচ গ্রেট করা চিজ় অথবা স্লাইস্ড চিজ় হলে একটা স্লাইস সাজিয়ে আর একটা ব্রেড দিয়ে কভার করে গ্রিলারে দিয়ে দিন। বাড়িতে গ্রিলার না থাকলে তাওয়াতেও সেঁকতে পারেন স্যান্ডউইচ। তবে তাওয়ায় সেঁকলে স্যান্ডউইচ উল্টোনোর সময় সাবধান। স্যান্ডউইচ গ্রিল করা হয়ে গেলে দু'ভাগ করে কেটে নিয়ে গরম কফির সঙ্গে পরিবেশন করুন। অনন্যা তাঁর ডায়েটের কারণে সস, মেয়োনিজ় এসব খান না। বাটার ও চিজ়ও খান খুব অল্প পরিমাণে। তাই নিজেদের স্বাদ ও মর্জিমতো এই স্যান্ডউইচে উপকরণ ও ফ্লেভার যোগ করা যেতেই পারে।

বক্স অফিসকে গুরুত্ব নয়

'রকি অউর রানি কী প্রেম কহানী'র আগে রণবীর সিংহ শেষ কবে হিটের মুখ দেখেছিলেন, তা অনেক ভেবে বলতে হয়। 'জয়েশভাই জোরদার' থেকে 'সার্কাস' সবই মুখ থুবড়ে পড়েছে বক্স অফিসে। তবে কোন ছবি কত টাকা ব্যবসা করল, তা নিয়ে নাকি বিলকুল মাথা ঘামান না রণবীর। তাঁর কাছে জরুরি হল, ক্রিয়েটিভ স্যাটিসফ্যাকশন। যে ছবি অভিনেতা হিসেবে তাঁকে তৃপ্ত করবে, তিনি সেই ছবিই করবেন। ছবির বাণিজ্যিক সাফল্য বা ব্যর্থতা নিয়ে মোটেও ভাবেন না তিনি। তা প্রযোজকের ভাবার জায়গা, মনে করেন রণবীর। ভবিষ্যতেও এভাবেই কাজ করতে চান তিনি। তবে এর সঙ্গে তিনি এও যোগ করেন, ভবিষ্যতে যদি ছবি প্রযোজনাতে আসেন, তা হলে অবশ্যই অন্যরকম চিন্তাভাবনা থাকবে তাঁর।

রণবীর সিংহ

ছবি পরিচালনায়

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জাহ্নবী কপূর জানান, অদূর ভবিষ্যতে ছবি পরিচালনা করার ভীষণ ইচ্ছে রয়েছে তাঁর। ইন ফ্যাক্ট, ছবির গল্পও নাকি জাহ্নবীর মাথায় রয়েছে। একটি থ্রিলার জঁরের কনটেন্ট বানানোর পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। যদিও জাহ্নবী জানান, এই প্রজেক্টের জন্য বাবা বনি কপূর নন, অন্য কোনও প্রযোজককেই চাইবেন তিনি। প্রথম ছবিতে নিজের মেরিটেই প্রযোজক পেতে চান তিনি। সেই ছবির নায়িকা কি জাহ্নবী নিজেই হবেন? এই ব্যাপারে অবশ্য কিছু খোলসা করেননি তিনি।

জাহ্নবী কপূর

সাফল্য মিলিয়ে দিল দেওল পরিবারকে?

সানি দেওলের পরিবারের সঙ্গে তাঁর সৎ মা হেমা মালিনী ও তাঁর পরিবারের খুব একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক কোনওদিনই ছিল না। যদিও তাঁরা একে অপরকে নিয়ে কখনও কোনও নেগেটিভ মন্তব্য করেননি, কিন্তু তাঁদের একসঙ্গে খুব একটা দেখাও যায়নি। তবে তাঁদের মিলিয়ে দিল 'গদর ২'-এর সাফল্য। পর্দায় কামব্যাক করেই ব্লকবাস্টার হিট সানি দেওল। সেই ছবি দেখে হল থেকে বেরনোর সময়ে কেঁদে ফেলেন হেমা মালিনী। আলাদা করে ছবির স্ক্রিনিংয়ের ব্যবস্থা করেন এষা দেওল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন এষার বোন অহনাও। আবার জুহুতে প্রায় নিলাম হতে বসা নিজেদের বাংলোও রক্ষা করতে পেরেছেন সানি। প্রায় ৫৬ কোটি টাকার দেনা মিটিয়ে বাংলো রক্ষা করে দেওল পরিবারের কাছে রীতিমতো হিরো হয়ে গিয়েছেন এই জনপ্রিয় অভিনেতা।
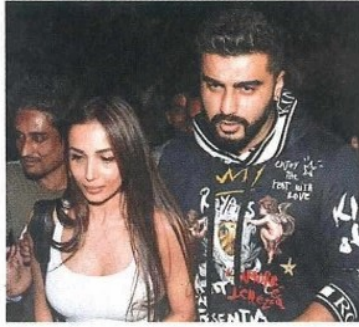
মলাইকা ও অর্জুন

বিচ্ছেদের গুঞ্জন

বলিউডের স্টেডি কাপলদের মধ্যে অন্যতম মলাইকা অরোরা ও অর্জুন কপূর। প্রায় সর্বত্রই যুগলে দেখা যায় তাঁদের। চার বছরের প্রেমপর্ব, কবে বিয়ে করবেন তা নিয়েও ইন্ডাস্ট্রিতে জোর জল্পনা। কিন্তু বিয়ের জল্পনার মাঝেই হঠাৎ ব্রেক-আপের গুঞ্জন কেন? গুঞ্জনের সূত্রপাত অর্জুনের সোলো ভ্যাকেশন থেকে। তাঁরা তো একসঙ্গে ছাড়া কোথাও ঘুরতেই যান না, তাহলে হঠাৎ অর্জুন একা একা ঘুরতে গেলেন কেন? আবার অন্যদিকে মলাইকাকেও একা দেখা যায় এপি ধিলোঁর পার্টিতে। এরপরেই অঙ্ক কষতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন নেটিজেনরা। তবে মলাইকা-অর্জুনের ঘনিষ্ঠ সূত্রের মতে, তাঁরা এসব শুনছেন আর হাসছেন! আর ঠিক করেছেন, এসব ট্রোলে বিন্দুমাত্র রিঅ্যাক্ট করবেন না।

সানি দেওল

শাহরুখের জন্যই কি ন্যাড়া হলেন সলমন

শাহরুখের মতো লুক সলমনের?

'জওয়ান'-এর ট্রেলারে এক ঝলক দেখা গিয়েছিল শাহরুখ খানের ন্যাড়া মাথার লুক। আর সম্প্রতি মুম্বইয়ের রাস্তায় সলমন খানকে দেখা গেল প্রায় একইরকম লুকে। সলমন মাথার চুল কেটে ফেললেন কেন, তার জল্পনায় কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন তিনি নাকি নিজেই 'জওয়ান'-এর প্রচার করছেন এভাবে! কেউ কেউ আবার বলছেন, এ তো পুরো 'তেরে নাম পার্ট টু'। এর আগে 'কিক' রিলিজের আগে ফ্রেঞ্চ কাট দাড়িতে সলমনকে দেখা যেতেই সকলে ধরে নিয়েছিলেন এটি তাঁর নতুন ছবির লুক। তবে এবার 'তেরে নাম'-এর সিকোয়েলের কোনও পরিকল্পনা আছে বলে খবর নেই। হতে পারে, অন্য কোনও ছবির জন্যই হয়তো তাঁর এই নতুন লুক ধারণ।

পূর্ব-পশি

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে একসঙ্গে ধরার কাজটা সহজ নয়। দুই বিশ্বের সেরাটুকু দিয়ে সাজলেন **পাওলি দাম**। ঠিক তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মানানসই। সঙ্গী হলেন **অংশুমিত্রা দত্ত**

পাওলি দামকে 'কালবেলা', 'এলার চার অধ্যায়', 'মাছের ঝোল'-এর মতো ছবিতে যেমন প্রাচ্যের বাঙালি সাজে দেখেছেন দর্শক, তেমনই 'কাগজের বউ', 'লভ আজ কাল পরশু', -তে দেখেছেন কেতাদুরস্ত পাশ্চাত্য সাজে। ব্যক্তিগতভাবে পাওলিও ঠিক তেমনই। একদিকে যেমন তিনি দুর্দান্ত অভিনেত্রী, অন্যদিকে চেনা এক মেয়ে, যে মনে-প্রাণে ভারতীয়, বাঙালি। কিন্তু ব্যক্তিত্ব যেমনই হোক, দুই বিশ্বের সব ভাল মিশিয়ে একটি লুক তৈরি করা, এবং পাশাপাশি একটি স্টেটমেন্ট দেওয়া সহজ নয়। প্রথমে তাঁর জন্য একটি একটি অরগ্যানজ়া হোয়াইট শার্ট এবং ব্রোকেড প্যান্ট বাছা হল। ব্ল্যাক অ্যাড গোল্ড ব্রোকেডের ডিজ়াইনের সঙ্গে ড্রামাটিক স্লিভসের শার্টটি যেন পূর্ণতা পেল ভারী পোলকি নেকপিসে।

...মের মিশেল

দ্বিতীয় লুকে আরও বৈচিত্র্য আনে প্যান্টসুটের অভিনব ডিজ়াইনে। ইক্কতের কাজ করা ব্লেজ়ার এবং প্যান্টে আরও জৌলুস এনেছে সিকুইনের কাজ। এক্ষেত্রে পোলকি চোকারের সঙ্গে আরও আরও একটি ডবল লেয়ার নেকপিস দিয়ে লেয়ারিং করা হয়েছে। পোশাক এবং গয়না দু' ক্ষেত্রেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ব্যালেন্স তৈরি করে একটি বোল্ড স্টেটমেন্ট।

গয়নার ক্ষেত্রে স্টাইলিস্ট সুমিত সিনহা জোর দিয়েছেন পোলকির উপর। কারণ, পোলকি সেটের মধ্যে যে জৌলুস আছে, তা যে-কোনও লুককে গ্ল্যামারাস করে দিতে পারে। রানি পিংক সিল্ক শর্ট ড্রেসের উপর পাওলি পরেছেন একটি অরগ্যানজ়া জ্যাকেট বা শ্রাগ, যার বেল্টেড ডিটেলস একটা স্ট্রাকচার আনে, স্লিভসেও রয়েছে একটা ড্রামা। একটি হাতে বেশ কয়েকটি পোলকি ব্যাঙ্গল এবং গলায় পোলকি চোকার দিয়ে একটি রয়্যাল লুক তৈরি হয়েছে। প্রতিটি লুকে মেকআপ রাখা হয়েছে মিনিমাল এবং চুল সফট ওয়েভি। যাতে কোনওভাবেই মেকআপ ছাপিয়ে না যায় লুকের মূল বক্তব্যকে।

নিয়ন্ত্রিত সাজে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যে লুক পাওলি ক্যারি করেছেন, তা সম্পৃক্ত তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। সেখানে উগ্রতার কোনও জায়গা নেই, উচ্চকিত স্বর নেই। কিন্তু একটি স্পষ্ট বক্তব্য আছে।

ফোটো: উপহার বিশ্বাস
মেকআপ ও হেয়ার: প্রসেনজিৎ বিশ্বাস
স্টাইলিং: সুমিত সিনহা
গয়না: সাওয়ানসুখা জুয়েলার্স
পোশাক: সিক্সথ অ্যাভিনিউ (লুক ১, ৩
ভেদম (লুক ২)
লোকেশন ও হসপিট্যালিটি: ডে ডব্লু ম্যারিয়ট, কলকাতা
ফুড পার্টনার: চাউম্যান

যুবরানির টিয়ারা

জর্ডনের যুবরানি রাজওয়া তাঁর বিয়েতে এক অভিনব টিয়ারা পরেছিলেন। সৌদি আরবের এক বিখ্যাত ব্যবসায়ীর মেয়ে রাজওয়া বর্তমানে জর্ডনের যুবরাজ হুসেনের ঘরণী। ২০২২ সালে বাগদান সারেন তাঁরা। সম্প্রতি বিয়ে করলেন হুসেন-রাজওয়া। আর বিয়ের দিনে তাঁর মাথার অভিনব টিয়ারা নজর কেড়ে নিল গোটা দুনিয়ার। এই টিয়ারা আরবীয় লিপির আদলে ডিজ়াইন করা হয়েছিল। আর তাতে বসানো হয়েছিল বহুমূল্য হিরের সারি। ফরাসি জুয়েলারি সংস্থা এফ আর ই ডি বা ফ্রেড-এর নামজাদা ডিজ়াইনার ইয়ান সিকার্দের দায়িত্বে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হয় এই টিয়ারা। এই ধরনের টিয়ারাকে বলা হয় 'আরবিক স্ক্রোল টিয়ারা'। ইয়ান

রাজওয়া আল হুসেন এবং আল হুসেন বিন আবদুল্লাহ

সিকার্দই প্রথম এই ডিজ়াইনের টিয়ারা বানান। এখন তা পৃথিবী জুড়ে খ্যাতি পেয়েছে। জর্ডনের বর্তমান রানি কুইন রানিয়াই প্রথম এই টিয়ারা পরেছিলেন। সেই ট্র্যাডিশন মনে রেখেই যুবরানি রাজওয়ার জন্যও বানানো হল 'আরবিক স্ক্রোল টিয়ারা'।

প্রিন্সেস ডায়ানা, কিং চার্লস। ইনসেটে অতিরিক্ত পোশাকের ছবি

ডায়ানার ড্রেস

রাজকুমারি ডায়ানা তাঁর বিয়ের সাজ নির্ধারণ করার আগে নিয়েছিলেন পুরোদস্তুর প্রস্তুতি। নানা পোশাকে নানা লুকে নিজেকে সাজিয়ে দেখেছিলেন তিনি। রাজকন্যের বিয়ে, আড়ম্বর থাকবে না এমনটা কি হয়? তাঁর সঙ্গে থাকে সিক্রেসি বজায় রাখার বিষয়টিও। বিয়ের দিন রাজকুমারি কোন পোশাকে সাজবেন তা যদি আগেই ফাঁস হয়ে যায়, জন সাধারণ আগেই জেনে যায়, তবে কি আর রাজকীয়তা বজায় থাকে? তাই কোনও ঝুঁকি নেননি ডায়ানা। বিয়ের জন্য একটা নয়, দু'টি পোশাক চূড়ান্ত করেছিলেন তিনি। যাতে বিয়ের আসরে যাওয়ার আগেই যদি পোশাকের ছবি ফাঁস হয়ে যায় তবুও সিক্রেসি আর চমক যেন নষ্ট না হয়। রাজকুমারি ডায়না আর তখনকার হবু রাজা কিং চার্লসের বিয়ে হয়েছিল ১৯৮১ সালের জুলাইয়ে। বিয়ের পোশাকের ছবি ফাঁস হয়নি। ডায়ানা পরেছিলেন তাঁর প্রথম পছন্দের পোশাকটিই। তাই দ্বিতীয়টির আর দরকার পড়েনি। তবে বিয়ের অতিরিক্ত পোশাকটি যত্ন করে তুলে রেখেছিলেন ডিজ়াইনার এলিজ়াবেথ ইম্যানুয়েল। রাজকুমারির বিয়ের জন্য বানানো পোশাকটি আর কখনও ব্যবহৃত হয়নি। যদিও দু'টি পোশাকই একই ধাঁচের ছিল তবুও অতিরিক্ত পোশাকটির ছবিও আর কখনও দেখা যায়নি। এখন ডায়ানা বেঁচে নেই। কিং চার্লসও আবার বিয়ে করেছেন। তবু ডায়ানা-চার্লসের বিয়ের প্রায় চার দশক পরে সেই পোশাকের ছবি সামনে আনলেন এলিজ়াবেথ।

জন্মদিনে মেগান

এবছর ৪২-এ পা দিলেন মেগান মার্কল। নিজের জন্মদিনের বিশেষ মুহূর্তটিকে একান্তে উদ্‌যাপন করতে চেয়েছিলেন তিনি। তাই ডিউক এবং ডাচেস অফ সাসেক্স প্রিন্স হ্যারি আর তাঁর স্ত্রী মেগান মার্কল একসঙ্গে ডিনারে গিয়েছিলেন মেগানের বার্থডে-ইভে। সঙ্গে ছিলেন তাঁদের খুব ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুও। বর্তমানে তাঁরা রয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়ার মনতাসিতো শহরে। সেখানকার এক রেস্তরাঁ থেকে একান্তে জন্মদিনের ডিনার সেরে বেরোতে দেখা গেল তাঁদের। এদিন মেগান পরেছিলেন সাদা-কালো স্ট্রাইপ্‌ড অফ শোল্ডার আউটফিট। এই বডি হাগিং ড্রেসে মেগানের ছবি সামনে আসতেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে ফ্যাশন দুনিয়া জুড়ে। রাজ পরিবারের সদস্যপদের দায়িত্ব থেকে ২০২০ সালে সরে আসেন তাঁরা। তারপরেই জোরদারভাবে সংসারে মন দিয়েছেন মেগান-হ্যারি। তাঁরা এখন নাকি একান্তে পরস্পরের সঙ্গে সময় কাটাতে বেশি পছন্দ করেন। এখন মেগানের মনোযোগের মূল কেন্দ্র তাঁদের দুই সন্তান রাজপুত্র আর্চি এবং রাজকুমারি লিলিবেট। সব মিলিয়ে নিজেদের মনের মতো করে ভালই আছেন হ্যারি-মেগান।

প্রিন্স হ্যারি ও মেগান মার্কল

সেলেনা গোমেজ

সেলেনার প্ল্যান

সেলেনা গোমেজ় আর নিজের গান তৈরি করবেন না বলে একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল। তিনি অভিনয় করছেন (সম্প্রতি 'ওনলি মার্ডারস ইন দ্য বিল্ডিং'-এর নতুন কিস্তিতে তিনি অভিনয় করেছেন), নিজের মেকআপ লাইন লঞ্চ করেছেন, ফ্যাশন ইনফ্লুয়েন্সার হয়ে গিয়েছেন... কিন্তু তারই মধ্যে তিনি জানিয়েছেন, একটি সিঙ্গল নিয়ে গানে ফিরছেন খুব তাড়াতাড়ি। তবে তার চেয়েও বড় একটি প্ল্যান জানিয়েছেন সেলেনা। এই যে এত কাজ একসঙ্গে করছেন তিনি, এর কারণ হল কাজ থেকে তিনি অবসর নিতে চান। বয়ঃসন্ধি থেকে ক্যামেরা তাঁকে তাড়া করছে। এবার তিনি বিয়ে কর থিতু হতে চান এবং মাতৃত্ব উপভোগ করতে চান। তাই তার আগে যা-যা করতে পারেন, সব করে নিতে চান তিনি।

স্যান্ড্রা এবং ব্রায়ান

সঙ্গী হারা

স্যান্ড্রা বুলকের বহুবছরের বয়ফ্রেন্ড ব্রায়ান র‍্যান্ডল পরলোক গমন করলেন। ২০১৫ সাল থেকে একসঙ্গে ছিলেন স্যান্ড্রা এবং মডেল-ফোটোগ্রাফার ব্রায়ান। জেনিফার অ্যানিস্টন এবং জাস্টিন থুরোর বিয়েতে প্রথমবার একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল তাঁদের, হাত ধরাধরি করে। স্যান্ড্রা বলেছিলেন, অবশেষে তিনি প্রেম খুঁজে পেয়েছেন একজনের মধ্যে। ৫৭ বছরের ব্রায়ান তিনবছর ধরে এ এল এস বা অ্যামিয়োট্রফিক ল্যাটারাল স্ক্লেরোসিস নামক স্নায়ু রোগের সঙ্গে লড়ছিলেন। এই কঠিন রোগের চিকিৎসা তেমন নেই। তাই তাঁর পরিবার থেকে আবেদন জানানো হয়েছে এ এল এস ফাউন্ডেশনে গবেষণার জন্য যেন মানুষ ডোনেশন দেন।

বিচ্ছেদ আসন্ন

নাতালি এবং বেঞ্জামিন

'ব্ল্যাক সোয়ান' ছবির সেটে কোরিয়োগ্রাফার বেঞ্জামিন মিলিপিয়ের সঙ্গে প্রেম হয় নাতালি পোর্টম্যানের। ১১ বছরের দাম্পত্য বোধহয় এবার ভাঙতে চলেছে। মাসকয়েক আগে বেঞ্জামিনের সঙ্গে এক ফ্রেঞ্চ সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্টের পরকীয়া নিয়ে খবর করে ফ্রান্সের একটি দৈনিক। কিন্তু তাকে নেহাত গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন নাতালির আপ্তসহায়ক। তবে নাতালির আঙুলে আর বিয়ের আংটি দেখা যাচ্ছে না। একা সর্বত্র যাচ্ছেন তিনি এবং চোখে-মুখে দুঃখের ছাপ স্পষ্ট। তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, এই বিয়েটা আর টেনে নিয়ে যেতে চান না কোনও পক্ষই।
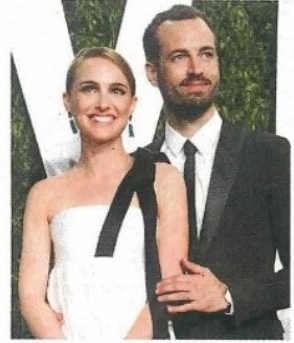
'টাইটানিক'-এ কেট উইন্সলেট পরিহিত সেই কোট

নিলামে কেটের কোট

'টাইটানিক' ছবির সেই দৃশ্যটি মনে আছে, যেখানে হাতকড়ায় বাঁধা জ্যাককে ছাড়াতে যাবে রোজ়? কিন্তু রোজ় ওরফে কেট উইন্সলেট সেই সময় যে সফট পিংক ওভারকোটটি পরেছিলেন, তা হয়তো মনে নেই। কেট উইন্সলেট পরিহিত সেই ওভারকোটটি নিউ জার্সিতে একটি অনুষ্ঠানে নিলামে উঠেছে। যার মূল্য ধরা হয়েছে এক লক্ষ মার্কিন ডলার। গোলাপি উলে কালো এমব্রয়ডারি করা এই কোটটি ডিজ়াইন করেছিলেন ডেবোরা লিন স্কট, যিনি ছবিটির কস্টিউম ডিজ়াইনিংয়ের জন্য সেবছর অস্কার পেয়েছিলেন। ফলে সেই পোশাক যে বহুমূল্য, বলাই বাহুল্য।

মেয়েদের চোখে 'ভিলেন'

গ্যাল গ্যাডট ডিজনির 'স্নো হোয়াইট' মিউজ়িক্যালের শুটিংয়ে যাচ্ছেন শুনে বেজায় খুশি হয়েছিল তাঁর মেয়েরা। কিন্তু যখন জানতে পারল যে স্নো হোয়াইট নয়, বরং খলনায়িকা ইভল কুইনের চরিত্রে গ্যাল অভিনয় করছেন, তখন তারা ব্যথিত হয়। গ্যালের কথায়, তাঁর মেজো মেয়ে শুটিংয়ে যেতেই দিতে চাইছিল না। আর বড় মেয়ে বলে, 'একদম ঠিক চরিত্র তোমার জন্য'। অর্থাৎ শাসনের জ্বালায় তার চোখে মা যে 'ইভল কুইন'! সর্বকনিষ্ঠ মেয়েটি এখনও

■ গ্যাল গ্যাডট। ইনসেটে তিন মেয়ে এবং স্বামীর সঙ্গে

এসব বোঝার মতো বয়সে পৌঁছয়নি ভাগ্যিস! মেয়েরা তাঁকে পরদায় ইভল কুইন হিসেবে দেখে যে কী করবে, সেই ভয়েই শুটিংয়ে যাচ্ছেন গ্যাল! আগামী বছরের মার্চ মাসে মুক্তি পাওয়ার কথা ছবিটির।

আমির-শাহরুখ-সলমন

খানদের বন্ধুত্ব, নাকি সমঝোতা?

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক কখনও শত্রুতায় পরিণত হয়েছে, কখনও বা বন্ধুত্বে। সলমন, শাহরুখ এবং আমির খানের রসায়ন নিয়ে লিখেছেন সায়ক বসু

সে ছিল এক দিন তাঁহাদের... যখন সিনেমার ব্যবসা একার কাঁধে উতরে দিতে পারতেন তাঁরা। স্বগরিমায় এতটাই অন্ধ ছিলেন যে, নিজেকে ছাড়া অপরকে স্টার বলেই মনে করতেন না। অবশ্য বলিউড ছিলও তেমনই। তিন খানের রাজত্বে একশো কোটি, দুশো, পাঁচশো কোটি টাকার ছবির ব্যবসা নিয়ে চলছিল ভালই গতিতে। ফলে শাহরুখ-সলমন-আমির একে অপরের সঙ্গে শত্রুতাও করতে পারতেন ভাল ভাবে। একে অপরের প্রতি বিষোদ্গার করতেন, বছরের তিনটি ভিন্ন সময়ে নিজেদের সিনেমা রিলিজ় করাতেন এবং নিজেদের তিনটে ধারা বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু এখন সেই সময়ও নেই, সেই রাজত্বও নেই। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে সকল তারাকে এখন হাতের কাছে পাওয়া যায়। সিনেমার ভাষাও গিয়েছে পালটে। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই এখন তাঁদের সমীকরণও গিয়েছে বদলে। এই প্রতিবেদন তিন খানের সেই বদলে যাওয়া সম্পর্কের সমীকরণ নিয়েই।

এই প্রসঙ্গে ঘটনাগুলোকে পিছন ফিরে দেখলে মনে হয়, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই তিন তারকা যেভাবে একে অপরকে কাছে টেনেছেন বা দূরে ঠেলেছেন, তা বেশ রহস্যজনক। বলা ভাল, অদ্ভুত। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ। শুনতে অদ্ভুত লাগল? তা হলে একটু খুলে বলি। শাহরুখ খান এবং সলমন খান যে একটা সময় নিজেদের 'ভাই' বলে ডাকতেন, সে কথা তো অনেকেই জানেন। কেরিয়ারের শুরুর দিকে সলমনের বাড়িতে বেশ কিছুদিন থেকেছেন শাহরুখ। একসঙ্গে 'করণ অর্জুন' ছবিতে অভিনয় করেছেন। একসঙ্গে মুম্বইয়ের বিচে ঘুরেছেন, সলমনের মা সলমার হাতের রান্না খেয়েছেন, এমনকি, সলমনের সঙ্গে ঝামেলা হওয়া এক ব্যক্তিকে তাড়াও করেছেন গাড়ি করে... মানে, অভিন্ন হৃদয় বন্ধু

বলতে যা বোঝায় আর কী। অন্যদিকে আমিরের সঙ্গে রাজকুমার সন্তোষীর 'অন্দাজ় অপনা অপনা' নামক কমেডি ছবিতে অভিনয় করে বক্স অফিস মাতিয়ে দিয়েছিলেন সলমন। এমনকি শাহরুখের সঙ্গে আমিরের সদ্ভাব না থাকলেও বৈরিতা তেমন ছিল না। এবার কথা হল, এই সদ্ভাবের কারণ কী? অমিতাভ বচ্চনের তখন আস্তে আস্তে বয়স হচ্ছে, নায়ক হচ্ছেন বটে, কিন্তু অ্যাংরি ইয়ং ম্যানের সেই ইমেজ আর নেই। ঋষি কপূরও অভিনয় করছেন, কিন্তু চকোলেট হিরো ছাড়া অন্য কোনও ইমেজে তাঁকে দেখতে চায় না দর্শক। এমন সময়ে কি নিজেদের সম্ভাবনার কথা বুঝতে পেরে (তখন তিন খানের প্রথম ছবি হিট করে গিয়েছে), একত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা? হয়তো সচেতনভাবে কোনও স্ট্র্যাটেজি ছিল না, কিন্তু এখন যেভাবে বলিউডের নিউকামাররা একে অপরের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখেন, তেমনটাই কি ছিল? নিজেদের সম্ভাবনার কথা বুঝতে পেরে সমস্যার কোনও অবকাশই রাখেননি! বরং একে অপরের পাশে দাঁড়িয়েছেন।
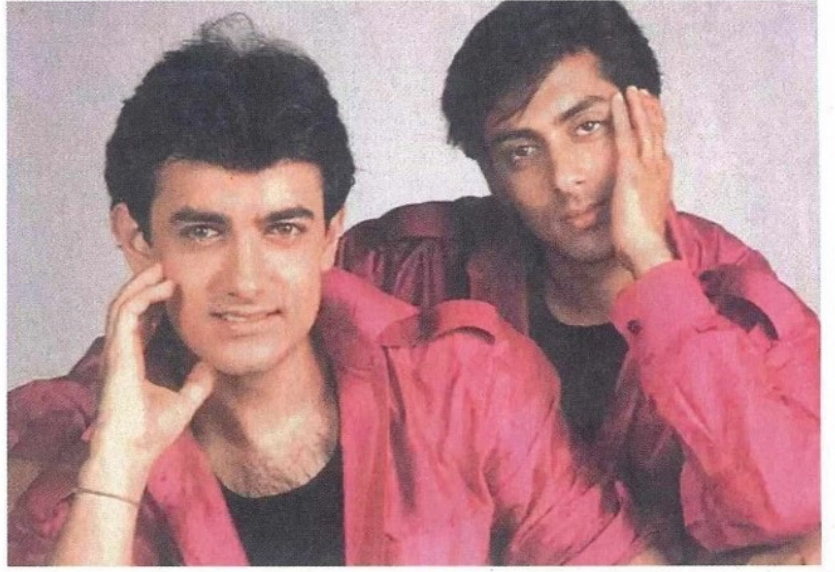
'অন্দাজ় অপনা অপনা'র সময় সলমন এবং আমির
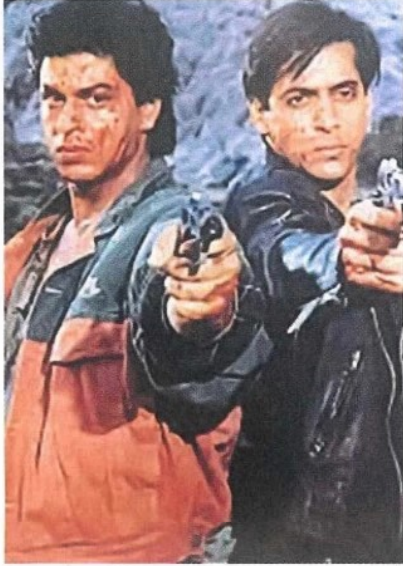
'করণ-অর্জুন'-এ সলমন-শাহরুখ
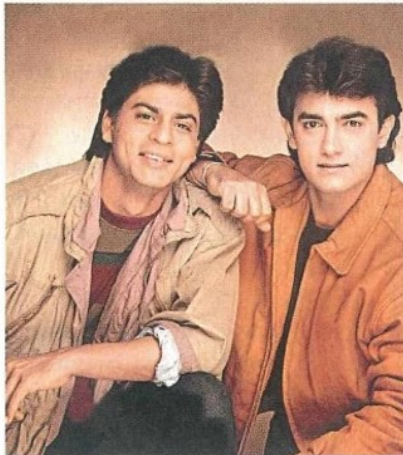
আমির এবং শাহরুখ কি বন্ধু?

অমিতাভ বচ্চনের তখন আস্তে আস্তে বয়স হচ্ছে, নায়ক হচ্ছেন বটে, কিন্তু অ্যাংরি ইয়ং ম্যানের সেই ইমেজ আর নেই। ঋষি কপূরও অভিনয় করছেন, কিন্তু চকোলেট হিরো ছাড়া অন্য কোনও ইমেজে...

সাম্রাজ্য শুরু, ঝামেলাও...

সমস্যা শুরু হল তখন, যখন এই তিন খান অবিসংবাদী নায়ক হয়ে উঠলেন। ইন্ডাস্ট্রিতে প্রথম তিনে এই তিনজন, বাকিরা সবাই দূরের তারকা। নায়ক হিসেবে এঁরা যতটা না পক্ব হলেন, স্ট্র্যাটেজি তৈরিতেও হলেন সিদ্ধহস্ত। ইগো তৈরি হল পাহাড় প্রমাণ। তখন পান থেকে চুন খসলেই, তিনজন ফোঁস করে উঠতে শুরু করলেন। তিনজন বছরের তিনটি নির্দিষ্ট সময় বেছে নিলেন। সলমন ইদ, শাহরুখ দিওয়ালি, এবং আমির ক্রিসমাস। সোশ্যাল মিডিয়ার ছায়াহীন এক বিশাল ইন্ডাস্ট্রিতে এই তিনজন হয়ে উঠলেন মহীরুহ। বলতে গেলে, নিঃসঙ্গ সম্রাট। হ্যাঁ, এইভাবেই প্রজেক্ট করলেন নিজেদেরকে তাঁরা। 'সেলফ মেড ম্যান' হিসেবে, থাকতে শুরু করলেন একা, নয় পরিবার নিয়ে। এবং ফ্যানদেরকেও একে অপরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিলেন। সম্পর্কে ফাটল নিশ্চয়ই ধরেছিল তিন খানের। কিন্তু সেটি কি এমনই বিপর্যয়ের পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারে যে, কোনও মহিলা সাংবাদিক শাহরুখকে নিয়ে প্রশ্ন করলে, সেই মহিলার দিকে ধেয়ে যাবেন সলমন? বা আমির নিজের ফার্ম হাউসে কুকুরের নাম রাখবেন শাহরুখ? বা সলমনের ছবি পছন্দ করে বলে, নিজের ছেলেমেয়েদের রুচির উন্নতি ঘটাতে বলবেন শাহরুখ? ভেবে দেখুন, একটা সময় নিজের জেতা সেরা অভিনেতার পুরস্কারটি অবলীলায় সলমনকে দিয়ে দিয়েছিলেন এসআরকে। সেই সম্পর্কের কিনা এমন অবনতি! হতে যে পারে না এমনটা নয়। কিন্তু এই প্রতিবেদকের এখন মনে হয়, এই সম্পর্কের অবনতি তখন ইন্ডাস্ট্রিতে বেশ কিছু শিরোনাম তৈরি করেছিল। ফলে বিষয়টিকে সচেতন স্টাটেজি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এই তিন নায়ক। তিনজন ছবি করবেন আলাদা আলাদা, একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদগার করবেন, কখনও কখনও একই সময় দুই তারকা নিজেদের সিনেমা নিয়ে আসবেন, তা নিয়ে প্রচুর নিউজ় প্রিন্ট খরচ হবে, ভক্তরা নিজেদের মধ্যে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বেন... এরকম না হলে কি স্টারডম বজায় থাকে?

ইন্ডাস্ট্রিতে টিকে থাকতে শত্রুতা?

আসলে সময় অনেক কিছু নির্ধারণ করে দেয়। বলিউড এমন একটি ইন্ডাস্ট্রি, যেখানে সময়ের প্রতিফলন দেখা যায়। সেই অনুযায়ী নির্ধারিত হতে থাকে কাজ, সমীকরণ, সম্পর্ক এবং অন্যান্য বিষয়গুলি। বিষয়ভিত্তিক ছবি, লার্জার দ্যান লাইফ সিনেমা বা রোম্যান্স, ইন্ডাস্ট্রির ত্রিমূর্তি এই ঘরানার ছবিগুলিতে নিজেদের স্বকীয়তা প্রমাণ করেছেন। সেখানে একে অপরের ঘরানায় ঢুকে যাওয়ার ভয় এদের কারোরই ছিল না। ছিল না অন্য কোনও তারকা

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক বদলেছে?

সলমন এবং শাহরুখ এখন দুই ভাই

এ কেমন বন্ধুত্ব? বন্ধুর নামে কুকুরের নাম রাখা যায়, তাঁর ব্যক্তিত্ব, অভিনয়ক্ষমতা নিয়ে কটূবাক্য বলা যায় সবসময়!
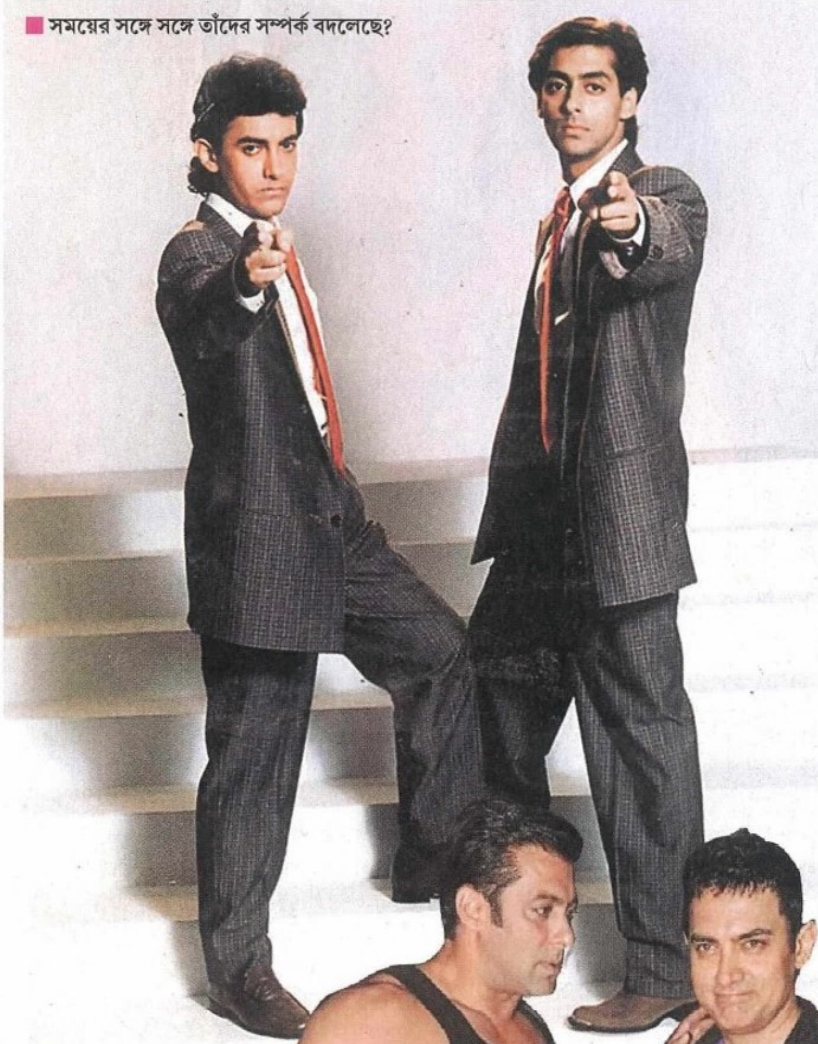
বা নায়কদের কাছ থেকে জনপ্রিয়তা হারানোর কোনও থ্রেট। তাই নিজেরা নিজেদের মতো করে সম্পর্ক তৈরি করেছেন, ঝামেলার খবর হাওয়ায় ভাসিয়েছেন, ছবি তৈরি করে নিজেদের সিংহাসন অটুট রেখেছেন।

ওটিটির আগমন এবং...

সময় পাল্টাল কোভিডের কিছু বছর আগে থেকে। ওটিটি মাধ্যমের প্রবল জনপ্রিয়তা, দক্ষিণী ছবির অনুপ্রবেশ, হিন্দি সিনেমার অভিমুখ হঠাৎ করেই যেন বদলে দিল। লার্জার দ্যান লাইফ ছবি হঠাৎ করে নিয়ে নিল ব্যাকসিট। শুধু তাই নয়, রণবীর কপূর, রণবীর সিংহ, বরুণ ধওয়ানের পাশাপাশি অক্লেশে জায়গা করে নিলেন আয়ুষ্মান খুরানা, পঙ্কজ ত্রিপাঠী, নওয়াজ়উদ্দিন সিদ্দিকীরা। ফলে হিন্দি সিনেমার আর লার্জার দ্যান লাইফ ছবি বানানো উচিত কিনা, তাই নিয়ে উঠে গেল প্রশ্ন। এবং সোশ্যাল মিডিয়ার বাড়বাড়ন্ত স্টার ফ্যাক্টরটিকে নামিয়ে আনল অনেকটা নীচে। নথি ঘাঁটলে দেখা যাচ্ছে, এই সময় শাহরুখ এবং সলমনের ঝামেলা হঠাৎ মিটে যায়। সলমনের বোন অর্পিতার বিয়েতে হাজির হন শাহরুখ এবং সেখানে দুই মহাতারকার মিলন দেখা যায়। শাহরুখ আবার ভাই বলে জড়িয়ে ধরেন সলমনকে। এবং পরে আমির বিবৃতি দিয়ে জানান, দুই খান নাকি তাঁকেও ওই রাত্রে একসঙ্গে মিলিত হতে বলেছিলেন। কিন্তু আমির খান নিয়মনিষ্ঠ বলে, অত রাতে আর ওঁদের কথা শোনেননি। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত, না? যাঁর নামে কুকুরের নাম রাখা যায়, যাঁর ব্যক্তিত্ব, অভিনয়ক্ষমতা নিয়ে কটূবাক্য বলা যায় যে কোনও সময়... সেই আপাত শত্রুদেরই কিনা মিলন হয়ে গেল হঠাৎ! সত্যিই কি এটা বন্ধুত্ব, নাকি সময়ের চাহিদা আবার বুঝতে পারলেন এই তিন খান? এই সময় শাহরুখ এবং সলমনের প্রায় কোনও ছবিই চলেনি। 'ঠগস অফ হিন্দুস্তান' সিনেমাটি করে বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছেন আমির। সেখানে এই শত্রুতাকে আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনও কারণ দেখেননি তাঁরা। প্রভু চাওলার একটি অনুষ্ঠানে একসঙ্গে দেখা

দেন এই তিন খান। এবং একত্রিত হয়ে নিজেদের পুরনো বন্ধুত্বকেই তুলে আনেন পর্দায়। টিআরপি চড়চড় করে বাড়ে। এখন শাহরুখ এবং সলমনের বন্ধুত্বকে তুলনা করা হয় 'মেরে করণ অর্জুন আয়েঙ্গে' সংলাপের সঙ্গে। এসআরকে এবং সল্লু একে অপরের ছবিতে ক্যামিও করতে থাকেন। আমিরের ছবির প্রচার করেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। এবং আমিরও সেই প্রতিদান ফিরিয়ে দেন। একসঙ্গে পার্টি করেন, নিজের ছবির স্ক্রিপ্ট প্রথমে দুই খানকে শোনান, এমনকি কার কোন ছবি বাছা উচিত, সেই নিয়েও টিকা টিপ্পনি করতে শুরু করেন। মিডিয়ায় বলা হয়, ইন্ডাস্ট্রির স্বার্থে একত্রিত হয়েছেন তাঁরা। বন্ধুত্ব আবার আগের জায়গায় ফিরে এসেছে। কিন্তু তলিয়ে ভাবলে দেখা যাবে, এই বন্ধুত্ব সেই সচেতন স্ট্র্যাটেজিরই একটি অংশ। তিন খান সমঝোতা যতটা না ইন্ডাস্ট্রির জন্য করেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি করেছেন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। তাঁরা

একটি অনুষ্ঠানে তিন খান

এখন একসঙ্গে দেখা দেন তাঁরা

তাঁরা জানতেন, ব্র্যান্ড ভ্যালুর জোরে যদি এক হন, তাহলে বাকিদের দূরে সরিয়ে দেওয়া যাবে, ইন্ডাস্ট্রির চাকাও...

জানতেন, ব্র্যান্ড ভ্যালুর জোরে যদি এক হন, তাহলে বাকিদের যেরকম দূরে সরিয়ে দেওয়া যাবে, ইন্ডাস্ট্রির চাকাও ঘোরানো যাবে সেই ভাবেই। তাই এখন শাহরুখের 'পাঠান'-এ এন্ট্রি নেন 'টাইগার' সলমন। নিজের ভবিষ্যতের অ্যাডভেঞ্চারে স্বাগত জানিয়ে যান পাঠানকে। দেশে একপ্রকার ঝড় তুলে দিয়েছে শাহরুখ খান অভিনীত 'জওয়ান'-এর ট্রেলার। প্রথম পাঁচ দিনে পাঁচ কোটি লোক দেখে ফেলেছিল আড়াই মিনিটের 'জওয়ান প্রিভিউ'। এবং এই ঝড়ে কাবু হয়েছেন শাহরুখের 'ভাই' সলমন খানও। ভাইয়ের ট্রেলার শেয়ার করে তিনি লিখেছেন, সপরিবার এই ছবি দেখতে যাবেন তিনি। প্রথমদিনই।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই তিন খান নিজেদের প্রতিভা, বুদ্ধি, বিবেচনা এবং রাজনৈতিক চালের জন্য এই দেশের শেষ বড় সুপারস্টার। ফলে তাঁরা নির্দিষ্ট স্ট্রাটেজি নিয়ে নিজেদের তথা বলিউডের ভাল করবেন, এ আশ্চর্যের কী! যেভাবে নিজেদের ইগো বিসর্জন দিয়ে, একে অপরের সঙ্গে সমঝোতায় এসেছেন তাঁরা, তা রীতিমতো শিক্ষনীয়। বলিউড লাভবান হচ্ছে তাতে। সত্যিই তো, তাঁদের মতো বড় 'বন্ধু' আর কে আছে?

■ হার্দিক পাণ্ড্য

হার্দিক পাণ্ড্যর ফিটনেস

ভারতীয় ক্রিকেটের সাদা বলের অধিনায়কত্ব তাঁর হাতেই আসতে চলেছে। কীভাবে নিজেকে তৈরি রাখেন হার্দিক পাণ্ড্য? রইল সব কিছুর খুঁটিনাটি

একটা সময় বিতর্কের জেরে ভারতীয় ক্রিকেট থেকে নির্বাসিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ক্রিকেট কেরিয়ারের মুখে পড়ে গিয়েছিল বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন। কিন্তু সেই তিনিই প্রতিভা এবং পরিশ্রমের জেরে ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছেন। এবং সেই প্রত্যাবর্তনের জের এতটাই তীব্র যে, এখন ভারতের সাদা বলের ক্রিকেটের অধিনায়ক হিসেবে ভাবা হচ্ছে তাঁকে। সত্যি কথা বলতে কী, নিজের ফিটনেস প্রায় রোবটের পর্যায়ে নিয়ে চলে গিয়েছেন হার্দিক পাণ্ড্য! ক্রিকেটের প্রতি ভালবাসার জন্য নিজের ইমেজ এতটাই বদলে দিয়েছেন যে তাঁকে এখন রোলমডেল হিসেবে মনে করা হচ্ছে। কীভাবে নিজের মধ্যে এত বদল আনলেন হার্দিক? ভারতীয় ক্রিকেটের এই অলরাউন্ডার মনের পাশাপাশি শরীরেরও যত্ন নেন। এবং সেই যত্ন অনেক সময় কড়া গণ্ডির মধ্যেও বেঁধে রাখেন।
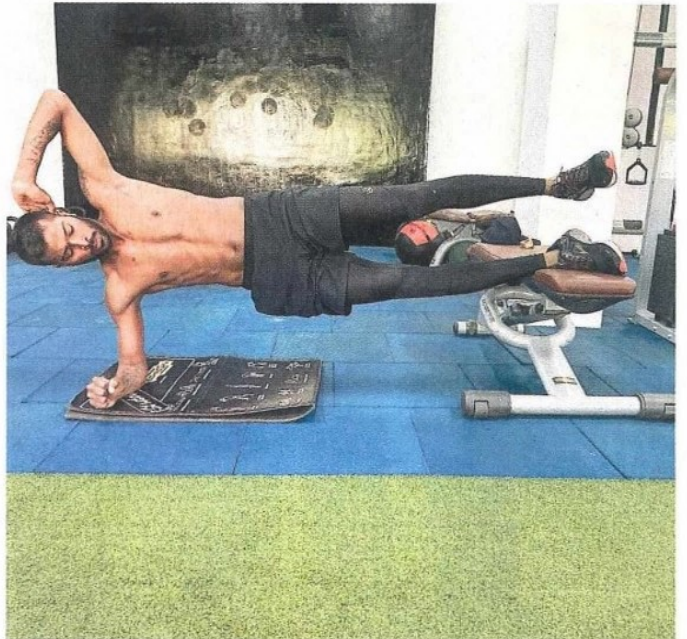
■ কোর স্ট্রেংথ বাড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন সব সময়

ডায়েট প্ল্যান

■ ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ এবং ডিনারে যে জিনিসটি হার্দিকের প্লেটে থাকেই, সেটা হল ফল। বিভিন্ন ধরনের ফ্রুট এবং সবজির স্যালাড খেতে ভালবাসেন তিনি

■ ব্রেকফাস্টে কর্ন বা হুইট ফ্লেক্সের উপর ভরসা করেন হার্দিক। সঙ্গে থাকে ডাবের জল, লো ফ্যাট চিজ, চিকেন

■ লাঞ্চে চিকেন কাবাব, ভেজিটেবল স্যালাড, রুটি ও বিভিন্ন রকমের ডাল খান তিনি। কার্ড রাইসও চলে।

■ ইভিনিং স্ন্যাক্সে তন্দুরি চিকেন স্যাডউইচ, মাটন র‍্যাপও খান।

■ তবে রাতে সব সময় সুপের উপর থাকেন হার্দিক

■ ভেজিটেবল সুপ যে ভীষণ পছন্দের জিনিস, তা অনেক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন হার্দিক। এই সুপ অনেকটা এনার্জি দেয়, এমনটাই মত তাঁর।
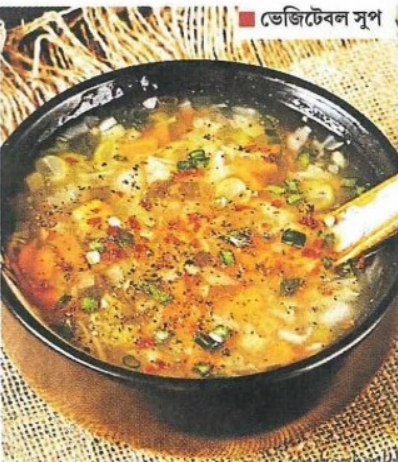
■ ভেজিটেবল সুপ

ওয়র্কআউট প্ল্যান

■ হেভিওয়েট লিফটিং, পুল আপ, পুশ আপ, বেঞ্চ প্রেস, ওয়েটেড স্কোয়াট... হার্দিকের খুব পছন্দের ওয়ার্কআউটগুলোর মধ্যে অন্যতম।

■ তবে হার্দিক বিশ্বাস করেন কোর স্ট্রেনথে। তাই অনেক সময় সাঁতার কাটেন, পেটের এক্সারসাইজ করেন এবং চেষ্টা করেন মাসল স্ট্রেংথ বাড়াতে। তবে জিমে কোনওদিন ফাঁকি দেন না তিনি।

■ ফুডি হার্দিক
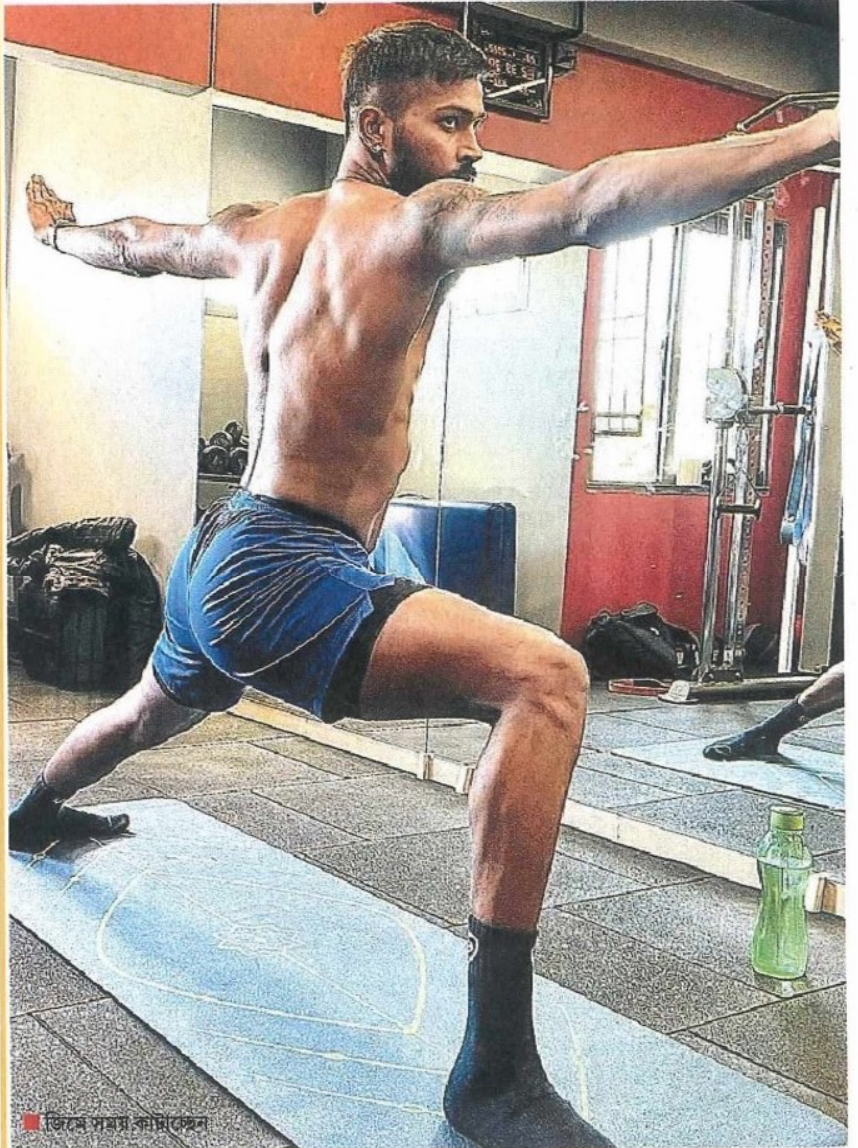
■ জিমে সময় কাটাচ্ছেন

আমাকে মনে রেখে দেওয়ার দায় মানুষের

প্র আপনি এখন যেভাবে নিয়মিত অভিনয় করছেন, তাতে জানতে ইচ্ছে করে, অবসর পেলে তা কীভাবে কাটে?

ওরকম একটা বা একাধিক দিন পেলে আমি মূলত বই পড়ি, সিনেমা দেখি, বেড়াতে যাই এবং পুরনো সাক্ষাৎকার দেখি বা পড়ি। পুরনো সাক্ষাৎকার দেখতে আমার খুব ভাল লাগে।

প্র মনে হয় না বাড়িতে কেউ থাকলে গল্প করে কাটলে ভাল লাগত?

গল্প করার বন্ধু আমার অনেক আছে। তবে আপনার প্রশ্নের অভিমুখ বিবাহিত স্ত্রীর দিকে যাচ্ছে। আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না ভাই। গল্প করার বন্ধু-বান্ধবীরা যখন আছে; সেখানে বিয়ে করার টেনশন নিয়ে কোনও লাভ আছে? আমি একা আছি মানে একাকিত্বে ভুগছি, ব্যাপারটা তো এমন নয়। আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।

প্র আচ্ছা, নিজের পুরনো সাক্ষাৎকার দেখেন নিশ্চয়ই। সেখানে আগের অম্বরীশের সঙ্গে এখনকার অম্বরীশের পার্থক্য পান?

পার্থক্য অবশ্যই আছে। এতদিন ধরে কাজ করার পর অভিনয়ের দিক থেকে একটা দক্ষতা তো তৈরি হয়ই। পরিণতবোধ বলতে পারেন। তবে আমি মানসিক দিক থেকে কোনও পরিবর্তন দেখি না, কারণ আমার কোনওদিনই কোনও অ্যাম্বিশন ছিল না। শুরুর দিন থেকেই নেই। এখনও দিনের শেষে আমার কাছে যা চরিত্র আসে, সেটাই বিস্ময় জাগায়।

প্র বিস্ময় জাগায় কেন? নিজের অভিনয় দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন আছে আপনার?

না, কিন্তু এটা জানি যে, আমার মতো দক্ষতাসম্পন্ন বহু শিল্পী আছেন, যাঁরা কাজ পান না। সেই ভাগ্যটা আমার আছে বলে কাজ পাই। আমি খুব ভাগ্যবান যে, টেলিভিশনে ১৭ বছর ধরে কাজ করেছি, জনপ্রিয়তা পেয়েছি। নিরন্তর কাজ করেছি বলা চলে। প্রতিদিন অভিনয়ের মধ্যে থেকেছি, অ্যাকশন-কাট শুনতে পেয়েছি। এখন আবার কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, বিরসার বদান্যতায় পছন্দের চরিত্র পাচ্ছি। এমনটা ক'জন পান বলুন তো? কৌশিকদার সঙ্গে তো 'লক্ষ্মী ছেলে' থেকে 'অসুখ-বিসুখ' পর্যন্ত কাজ করে নিলাম!

প্র বুঝেছি। কিন্তু অ্যাকশন ও কাটের মধ্যে থাকাটাই কি আসল? এই যে দীর্ঘ সময় ধরে টিভিতে 'রাজা-গজা' করার পর, আপনাকে শুধু কমেডি চরিত্রেই কাস্ট করা হত...

হাসানোটা তো যথেষ্ট কঠিন কাজ। দেখুন, একজন প্রফেশনাল অভিনেতা হিসেবে আমি কখনও এইসব সীমাবদ্ধতা নিয়ে ভাবি না। আমাকে যে কাজটা দেওয়া হয়েছে, সেটা ১০০ শতাংশ সৎ থেকে করতে পারছি কি না, ওটাই আসল। পৃথিবীর প্রতিটি ক্ষেত্রে শিল্পীকে
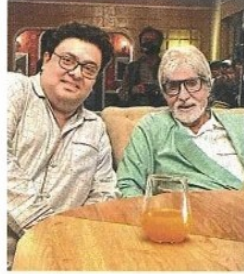
অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে

গানেও পারদর্শী

গত কয়েক বছর ধরে বাংলা সিনেমা এবং সিরিয়াল জগতের নির্ভরযোগ্য অভিনেতা তিনি। করেছেন বহু স্মরণীয় কাজ। কিন্তু **অম্বরীশ ভট্টাচার্য** মনে করেন, মানুষ তাঁকে মনে রাখবে না। কেন? শুনলেন

সায়ক বসু

একটা মলাটে বেঁধে দেওয়ার প্রবণতা আছে। আপনি রবি ঘোষের কথা ধরুন না। তাঁর জীবন থেকে যদি সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, তরুণ মজুমদারের মতো পরিচালকদের সরিয়ে নেওয়া হয়, তা হলে আর কী পড়ে থাকে? হয় নায়িকার কাকা, নয় নায়কের ড্রাইভারের কিছু চরিত্র... বা অনুপকুমার, আপনি যদি 'পলাতক' সরিয়ে নেন?

প্র ঠিকই। কিন্তু রবি ঘোষ বা অনুপকুমার সত্যজিৎ, তরুণ, তপনকে কেরিয়ারের শুরুর দিকে পেয়েছিলেন, ফলে তাঁরা পরবর্তীকালে যে কোনও চরিত্রে অভিনয় করে যাওয়ার রসদ পেয়েছেন। আপনার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উলটো। ফলে প্রশ্ন জাগে, এতদিন ধরে এগিয়ে গেলেন কীভাবে?

ওই যে বললাম, আমার কোনও এক্সপেকটেশন ছিল না। আমি ভাল পরিচালকদের কাছ থেকে যতটা শিখেছি, খারাপ পরিচালকদের কাছ থেকেও ঠিক ততটাই শিখেছি। তাছাড়া আমাকে তো কোনওদিন স্ট্রাগল করতে হয়নি। কারও কাছে কোনওদিন কাজ চাইতে হয়নি। 'সংসৃতি' নাট্যদলে কাজ করার সময়ই আমার কাছে অডিশনের ডাক আসে। তারপর প্রবল জনপ্রিয়তা পাই টেলিভিশনের হাত ধরে। সাফল্য যেভাবেই আসুক, সেটা সাফল্য তো... ফলে আমি অভিযোগ জানাব কেন? আমি তো বরং বলব, টেলিভিশনে অভিনয় করে আমি অনেক পোক্ত হয়েছি। দিনের পর দিন মেগা সিরিয়াল করে গিয়েছি, যেখানে শটের ১৫ মিনিট আগে স্ক্রিপ্ট দেওয়া হয়। ডিরেক্টর প্রায় থাকেন না বললেই চলে, তাও দর্শকের মনযোগ ধরে রাখার জন্য কাজ করে যেতে হয়।

প্র ব্যোমকেশের ক্ষেত্রে আপনার রেফারেন্স পয়েন্ট কী ছিল? আপনি তো বলেছিলেন, 'অজিত'-এর চরিত্রে ফাটিয়ে দিয়েছেন! 'অজিত' নিয়ে সমালোচনা শুনেছেন নিশ্চয়ই?

আমি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সব লেখাই পড়েছি ছোটবেলা থেকে। প্রথমে অফার পাওয়ার পর মনে হয়েছিল, 'অজিত'কে এত মোটা দেখানো হবে কেন? পরে মনে হল, পরিচালক-চিত্রনাট্যকার অজিতকে ব্যোমকেশের সহকারী হিসেবেই দেখাতে চান বলে আমাকে কাস্ট করেছেন। দেখুন, এর আগে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, ঋত্বিক চক্রবর্তীর মতো অভিনেতারা 'অজিত' হয়েছেন। তাঁরা এতটাই বড় তারকা অভিনেতা যে, আগের সিনেমাগুলোতে তাঁদের ব্যোমকেশের মতোই জায়গা দিতে হত। আমার ক্ষেত্রে সেই বালাই নেই। আমার 'অজিত' ব্যোমকেশের সহকারী হিসেবেই, গল্পের রসদ খুঁজতে তাঁর সঙ্গে অভিযানে যায়। আমার রেফারেন্স পয়েন্ট এক্ষেত্রে বলতে পারেন, সত্যজিৎ রায়ের 'অজিত' শৈলেন মুখোপাধ্যায়।

নেই। আশা করাও অন্যায়: অম্বরীশ ভট্টাচার্য

অম্বরীশ (ছবি: অনির্বাণ সাহা)

প্র শরদিন্দুর লেখা পড়ার কথা বললেন। তা হলে টেক্সট থেকে সিনেমা বা নাটক করার ক্ষেত্রে আপনার মত কী?

কোনও মত নেই। আমি অভিনেতা হিসেবে নিজেকে একটা টুল হিসেবে দেখতেই ভালবাসি। সিনেমা বা নাটকের ক্ষেত্রে মূল টেক্সটের প্রাণ রক্ষা করা হচ্ছে কি না, সেটা তো পরিচালক, চিত্রনাট্যকাররা ভাববেন। আমার মনে 'অজিত' নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু ওইটুকুই।

প্র নাটকের চেয়ে সিনেমার আর্কাইভাল ভ্যালু বেশি, এটা কি নাটকের ছাত্র হিসেবে পীড়া দেয়?

দেখুন, পীড়া দেওয়ার কোনও জায়গা নেই। কারণ কেউ কিছু মনে রাখবে না। এই তথ্যনির্ভর যুগে মানুষের মনে-মাথায় এত অপশন যে, কারও কিছু মনে রাখার দায় নেই। ভাল-খারাপ সব ক্ষেত্রেই

'ব্যোমকেশ ও দুর্গরহস্য'তে 'অজিত'রূপী অম্বরীশ

থাকে। ফলে আর্কাইভাল ভ্যালু থাকলে কী হত, সেটা ভেবে লাভ নেই। কারণ আজ থেকে ত্রিশ বছর পরে আমার কোনও অস্তিত্ব থাকবে বলেই আমি মনে করি না। সেটা ভাল চরিত্র পেলেও না, না পেলেও না।

প্র আপনি তো মঞ্চে নাটকের গানের অনুষ্ঠানও করেন। সেটাকে রেকর্ডবন্দি করার কথা ভাবেন না?

কারও শোনার আগ্রহ নেই। থিয়েটারের গান ক'জন শুনতে চান, হাতে গুনে বলে দেওয়া যাবে। আমি ১৯৯৭ সাল থেকে থিয়েটারের গান করছি। কেতকী দত্তর সঙ্গে শুরু করেছিলাম। তখনও দেখতাম হলে ভিড় হত, এখন আমার এবং সোহিনী সেনগুপ্তর অনুষ্ঠানেও হয়। কিন্তু আমি নিশ্চিত, মানুষ আমাদের দেখতেই হলে ভিড় করেন। গান শুনতে কেউ আসেন না।

খেলাধুলোর প্রতি অমোঘ আকর্ষণ ছিল তাঁর। নিজের একটি ফুটবল টিমও তৈরি করেছিলেন **প্রাণ**। আবার কখনও নিজেই উঠতি ক্রিকেটারকে বিদেশে ট্রেনিংয়ে পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। শুধুই কি খেলাপ্রীতি, নাকি তার নেপথ্যে অন্য কোনও বড় উদ্দেশ্য ছিল? প্রাণের জীবনের সপ্তম কিস্তি লিখছেন **অংশুমিত্রা দত্ত**।

প্রাণ ভরিয়ে

দ্য জেন্টলম্যান

প্রাণ সিকন্দের ক্রিকেট-প্রীতি তখন সর্বজনবিদিত। এক উঠতি ক্রিকেটারকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড নির্দেশ দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া গিয়ে নিজের বোলিং স্কিলে শাণ দিতে। কিন্তু তার খরচা বহন করতে বোর্ড রাজি ছিল না। এই খবরটি জনপ্রিয় স্পোর্টস জার্নালিস্ট খালিদ আনসারি প্রকাশ করেন এবং যথারীতি সেটি প্রাণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাণ সেই ক্রিকেটারের অস্ট্রেলিয়ার ট্রেনিংয়ের খরচ বহন করার সিদ্ধান্ত নেন... প্লেনের টিকিট, থাকা, খাওয়া... সব। কিন্তু তার আগে তিনি বোর্ডকে একটি চিঠি লিখে ভর্ৎসনা করেন এমন প্রতিভাবান ক্রিকেটারের পিছনে লগ্নি না করা করার জন্য। সেই চিঠি পড়ে লজ্জিত হয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড অবশেষে ঠিক করে, ছেলেটির ট্রেনিংয়ের খরচ তারা বহন করবে। সেই ক্রিকেটারকে আমরা কপিল দেব নামে চিনি। যিনি ভারতকে প্রথম বিশ্বকাপ এনে দিয়েছিলেন। সেই কপিল নিজের সাফল্যের অনেকটা কৃতিত্ব প্রাণকে দেন। কারণ তখন তিনি উঠতি ক্রিকেটার, তা-ও প্রাণ তাঁর খেলার খোঁজ রাখতেন, তাঁর প্রতিভার উপর আস্থা রেখেছিলেন।

অবসর মানেই খেলা, কখনও কাজের মাঝেও

প্রাণের অভিনেতা সত্তা, তাঁর 'জেন্টলম্যানশিপ' নিয়ে অনেক কথার মাঝে এই কিস্তিতে কথা বলব তাঁর ক্রীড়াপ্রীতি নিয়ে। ছোটবেলা থেকেই হকি, ক্রিকেট, ফুটবলের প্রতি ভালবাসা ছিল প্রাণের। বম্বে আসার পর-পরই কয়েকটি ছবির কাজ পেতে না পেতেই প্রাণ প্রথম যে কাজটি করেছিলেন, বম্বে ক্রিকেট ক্লাব অফ ইন্ডিয়ার সদস্য হয়ে গিয়েছিলেন। প্রাণ, তাঁর প্রযোজক বন্ধু রাম কমলানি এবং সতীশ ভল্লা ব্রেবোর্ন স্টেডিয়াম যেতেন গুরুত্বপূর্ণ খেলা দেখতে। এবং বসতেন তিনটি বিশেষ সিটে। ফলে সেই সিট দখল করতে ভোরবেলা থেকে লাইনও দিতেন। তেমনই আর এক বন্ধু ছিলেন অভিনেত্রী নর্গিসের বড় দাদা আখতার হুসেন। আখতার হুসেন পরিচালিত 'পেয়ার কী বাতেঁ'-তে প্রাণ অভিনয় করছিলেন। তিনি দেখতেন, রোজই চারটে নাগাদ প্যাক আপ করে দেন পরিচালক! একদিন জানলেন আখতার 'দ্য গ্লোব' নামের একটি ফুটবল দলের সদস্য। খেলতে যান তিনি। ব্যস, সেই থেকে আখতারের সঙ্গে প্রাণের বন্ধুত্ব। এতটাই উদ্বুদ্ধ হয়ে যান তিনি যে রাজ কপূরকে বলেন, একসঙ্গে একটি ফুটবল টিম তৈরি করবেন! রাজ কপূরও হুজুগে লোক, মুহূর্তে রাজি! তিনি বলেন, ফিল্মওয়ালারা স্পনসর করবে, এমন একটি টিম যেন বানান প্রাণ। যেমন বলা তেমন কাজ। বেশ জবরদস্ত টিম বানিয়ে ফেললেন তিনি, নাম দেন বম্বে ডায়নামোস। সেই দলের ছ' জন খেলোয়াড় পরবর্তী সময়ে মহারাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন, একজন অলিম্পিক্সের দলেও ছিলেন! বম্বে ডায়নামোস বিভিন্ন টুর্নামেন্টে বিজয়ী হয়, কিন্তু সমস্যা হল,

বেশির ভাগ ফিল্মওয়ালা স্পনসরশিপ থেকে সরে আসেন। শেষমেশ একা প্রাণ টিমের খরচ খরচা চালাচ্ছিলেন। কিন্তু তা-ই বা কতদিন সম্ভব হত? ফলে একসময় ভেঙে যায় প্রাণের টিম।

প্রাণের মতোই আর এক ক্রীড়াভক্ত ছিলেন শম্মী কপূর। তখন প্রাণ এবং শম্মী 'হম সব চোর হ্যায়'র শুটিং করছেন ফিল্মিস্তান স্টুডিয়োতে। এদিকে সেদিন কুপারেজ স্টেডিয়ামে ইস্ট বেঙ্গল বনাম মোহনবাগান খেলা! প্রযোজক শশধর মুখোপাধ্যায়ও ফুটবলপ্রেমী ভেবে দু'জন গেলেন তাঁর কাছে ছুটি চাইতে। কিন্তু শশধর ছুটি মঞ্জুর করলেন না। শম্মী তখন একটি শট দিতে-দিতে হঠাৎ করে পা হড়কে পড়লেন। গেল-গেল রবে সকলে তাঁকে ধরতে এলে, তিনি এমন চিৎকার করলেন যে সকলে ঠিক করলেন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। সহায় হলেন বন্ধু প্রাণ। বললেন, বন্ধুকে তিনি নিজ দায়িত্বে হাসপাতাল নিয়ে যাবে। ফিল্মিস্তান থেকে বেরোতেই দুই বন্ধু গাড়ি ছোটালেন কুপারেজের দিকে। দিব্যি জমিয়ে খেলা দেখছেন, এমন সময় স্টেডিয়ামে তাঁদের পিছন থেকে কলার ধরলেন শশধর! তবে শুটিং ফাঁকি দিয়ে খেলা দেখতে এসেছেন বলে সেদিন খুশিই হয়েছিলেন মোহনবাগান-সমর্থক প্রযোজক।

খেলা যখন শুধু খেলা নয়

আবার কোনওরকম চ্যারিটেবল ম্যাচে সব বড় নামকে 'খেলার ছলে' একত্রিত করার দায়িত্ব যেন প্রাণের উপরই ন্যস্ত ছিল। শুধুমাত্র ক্রীড়াপ্রেমী বলে নয়। দিলীপকুমার থেকে শুরু করে সুনীল দত্ত, কেউ তাঁর কথা ফেলতে পারতেন না যে! সকলের মনেই একটা সম্ভ্রম মিশ্রিত ভালবাসা ছিল প্রাণের প্রতি। এই যেমন সিলোনে একবার ভারত থেকে সম্প্রীতি সাক্ষাতের আয়োজন করা হল। একটি ক্রিকেট ম্যাচ হবে ভারতীয় সিনেমার কারিগরদের নিয়ে সেদেশে, ফলে সকলকে একত্রিত করার দায়িত্ব নিলেন প্রাণ। ক্রিকেট ম্যাচে ভিড় উপচে পড়েছিল। কারণ দুই প্রতিপক্ষ টিমের অধিনায়ক ছিলেন রাজ কপূর এবং

প্রাণের বই উদ্বোধনে কপিল দেব

ফিল্মিস্তান থেকে বেরোতেই দুই বন্ধু গাড়ি ছোটালেন কুপারেজের দিকে। দিব্যি জমিয়ে খেলা দেখছেন, এমন সময় স্টেডিয়ামে তাঁদের পিছন থেকে কলার ধরলেন শশধর! তবে শুটিং ফাঁকি দিয়ে খেলা দেখতে এসেছেন বলে সেদিন খুশিই হয়েছিলেন মোহনবাগান-সমর্থক প্রযোজক

একটি চ্যারিটি ম্যাচে প্রাণ, শম্মী কপূর, নিরূপা রায়, জনি ওয়াকার, নর্গিস, বেগম পারা, ওয়াহিদা এবং অন্যান্যরা
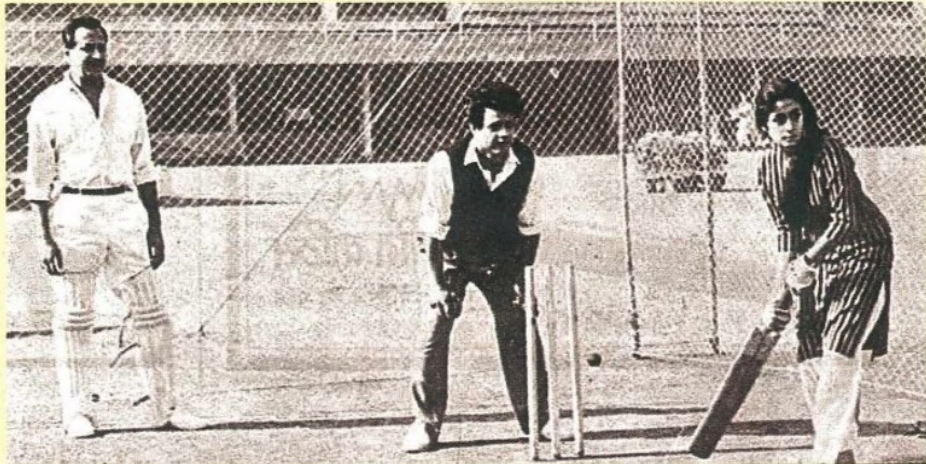
ফিল্ডার প্রাণ। ব্যাট করছেন মধুবালা

নার্গিস! সেই ম্যাচে একদিকে রাজ কপূর যেমন ৫৮ রান করেছিলেন, বিপক্ষ টিমে তাঁকে ৫২ রান করে উত্তর দিয়েছিলেন লাস্যময়ী অভিনেত্রী বেগম পারা!

এমন কত যে বড় চ্যারিটেবল ম্যাচ তিনি আয়োজন করেছিলেন, তার হিসেব নেই। তবে একটি বিশেষ ম্যাচের কথা বলতে হচ্ছে। আহমেদাবাদের কিছু সমাজসেবী নিম্নবর্গীয় ছাত্রদের জন্য কলেজ বানাতে উদ্যোগী হন। কিন্তু তার জন্য দশ লক্ষ টাকা কম পড়ছিল। কেউ তাঁদের প্রাণের কথা বলেন। তাঁরা মুম্বই যান প্রাণকে অনুরোধ করতে। বেশি কথা বলেননি তাঁরা। শুধু বলেছিলেন, 'হয়ে যাবে।' উদ্যোক্তারা নিজেরাও ধারণা করতে পারেননি, এত তারকাকে একসঙ্গে নিয়ে আসবেন প্রাণ! ঋষি কপূর, নূতন, আমজাদ খান, সঞ্জীবকুমার, দিলীপকুমার, সুনীল দত্ত... কে আসেননি! সুনীল দত্ত যখন এয়ারপোর্টে ঢোকেন, মানুষ ব্যারিকেড ভেঙে কাছে চলে আসে। পরেরদিনের খেলার আগে প্রাণ একটি সেলেব্রিটি ডিনারও আয়োজন করেন। এবং সেখানেই একটি মোক্ষম ঘোষণা... পরেরদিনের খেলায় একটি চমক অপেক্ষা করছে সকলের জন্য!

পরের দিন প্রাণ ঘোষণা করেন, বম্বে থেকে উড়ে এসেছেন, সেই সময়কার সবচেয়ে বড় সেনসেশন, স্বয়ং অমিতাভ বচ্চন! দর্শকের উত্তেজনা তখন মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে। কারণ অমিতাভ এসেছেন এবং একটি বড়সড় অ্যাক্সিডেন্টের পর সেটাই ছিল অমিতাভের প্রথম পাবলিক অ্যাপিয়ারেন্স! স্টেডিয়ামের

বম্বে ডায়নামোস ফুটবল দলে প্রাণ

নার্গিস এবং সুনীল দত্তর সঙ্গে বন্ধুত্বের একটি সূত্র খেলা

ক্রিকেটার ফ্র্যাঙ্ক ওয়ারেল ছিলেন প্রাণের বন্ধুস্থানীয়

প্রাণ ঘোষণা করেন, বম্বে থেকে উড়ে এসেছেন অমিতাভ বচ্চন! দর্শকের উত্তেজনা মাত্রা ছাড়ায়। কারণ একটি বড়সড় অ্যাক্সিডেন্টের পর সেটাই ছিল অমিতাভের প্রথম পাবলিক অ্যাপিয়ারেন্স!

বাইরে তখন মানুষ মারপিট করছে মাঠে ঢোকার জন্য। কেউ কেউ গাছে ঝুলছেন একবার অমিতাভকে দেখার জন্য! আসলে অনেক ছবি ফ্লপ করার পরও অমিতাভের নাম 'জঞ্জির' ছবির জন্য সুপারিশ করেছিলেন যে প্রাণ সাব, তাঁর কথা অমিতাভ ফেলবেন কী করে! খেলা শেষে দর্শকদের উপরি পাওনা ছিল, অমিতাভের গলায় 'হি ইজ় আ জলি গুড ফেলো' গানটি। যে গানে গলা মিলিয়েছিলেন সব তারকা।

প্রাণ যে এমন স্পোর্টসপ্রেমী, সেকথা সর্বজনবিদিত বলার প্রমাণ স্বরূপ, আর একটি ঘটনার উল্লেখ করি। আটের দশকে দূরদর্শনে কোন অনুষ্ঠান দেখানো হবে, কোনটি দেখানো হবে না, তা নিয়ে অনেক রাজনৈতিক অঙ্গুলিহেলন চলত। একটি খেলার অনুষ্ঠান চলতে-চলতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। প্রাণ খুব মন দিয়ে অনুষ্ঠানটি দেখছিলেন। খেলা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি খালিদ আনসারিকে (যে বিখ্যাত সাংবাদিক কপিলের খবরটি করেছিলেন) বলেছিলেন একবার দূরদর্শনে তাঁর হতাশার কথা জানাতে। প্রাণের সেই অনুরোধ দূরদর্শনের দফতরে পৌঁছতে অনতিবিলম্বে খেলা দেখানো আবার শুরু হয়। ক্রীড়া জগতে প্রাণের প্রভাব ছিল এমনই।

ক্রমশ...

■ তানিয়া শর্মা

মালয়েশিয়া ডায়েরিজ

অভিনেত্রী তানিয়া শর্মা ছুটি কাটাচ্ছেন মালয়েশিয়ায়। বহুদিন থেকেই মালয়েশিয়া বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল তাঁর। কিন্তু সে ইচ্ছে কখনও পূরণ হবে, তা ভাবেননি। 'সাথ নিভানা সাথিয়া' কিংবা 'সসুরাল সিমর কা'— তাঁর অভিনয় বরাবর জিতে নিয়েছে দর্শকদের মন। তানিয়া বন্ধুদের সঙ্গে কুয়ালালামপুর যাবেন এ তো স্বপ্নেও ভাবেননি জানালেন নিজেই। তাই তাঁর বেস্টিদের ইচ্ছেয় আর না করেননি তিনি। সদলবলে চলে গেলেন বেড়াতে। ইয়টে চড়ে সমুদ্র বিহার করলেন, করলেন পার্টিও। ঘুরলেন নানা জায়গায়। সঙ্গে দেদার আড্ডা তো ছিলই। তিনি আর তাঁর বন্ধুরা মিলে প্রচুর ইনস্টা-রিলও বানিয়েছেন। এই সফর যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, তার প্রধান কারণ হল এবারে মালয়েশিয়া গিয়ে তিনি নানা রাইডে চড়েছেন। ছোটবেলায় নাকি রাইডে চড়তে ভীষণ ভয় পেতেন তানিয়া। এবারে সেইসব ভয় কাটিয়ে মন ভরে আনন্দ করলেন তিনি।

হেলি যখন বার্বি

বলি নায়িকারা বার্বি ম্যানিয়ায় মজেছেন এ খবর তো আমাদের জানা। কিন্তু ছোট পর্দার তারকারাও যে ফ্যাশনে কম যান না বুঝিয়ে দিলেন হেলি শাহ। 'স্বরাগিণী' ধারাবাহিক দিয়ে দর্শকের কাছের মানুষ হয়ে ওঠেন হেলি। 'তেরে ইশ্‌ক মে মরজাওয়াঁ'-র দু'টি সিজন তাঁকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে নিয়ে গিয়েছে। টেলি ফ্যাশন কুইন হেলি এখন হটপিঙ্ক ট্রেন্ডে সবার নজর কেড়ে নিয়েছেন। হট পিঙ্ক রঙের শাড়িতে মানানসই সাজে তিনি চমকে দিয়েছিলেন সকলকে। আবার কিছুদিন আগেই একটি ফোটোশুটে একেবারে পুতুলই যেন সেজেছেন তিনি। ফ্লুরোসেন্ট বেবি পিঙ্ক অফশোল্ডার গাউন আর হর্সটেল হেয়ারে তিনি হয়ে উঠলেন বার্বি। হেলি কিন্তু বুঝিয়ে দিলেন টেলি স্টারেরাও ফ্যাশনে কিছুমাত্র পিছিয়ে নেই।

■ হেলি শাহ

■ দেবলীনা ভট্টাচার্য

■ জন্নত জুবেইর রহমানি

শ্রাবণীর শ্রাবণদিন

শ্রাবণ ঘন দিন তো তাঁর ভাল লাগবেই, নামেই তো তিনি শ্রাবণী। 'মুকুট' ধারাবাহিকের মুকুট ওরফে শ্রাবণী ভুঁইয়ার আবার বর্ষা পছন্দ। বর্ষার দিনে তিনি বাড়িতে থাকলে মন খুলে বৃষ্টি উপভোগ করেন। মেঘলা আকাশ আর অলস বিকেল যে তাঁর মন ভাল করে দেয় জানালেন শ্রাবণী নিজেই। তাই ছুটির মুডে মেঘলা দিনে শ্রাবণী চলে যান বাড়ির ছাদে। মন খুলে ফোটোশুট করেন সেসব ছবি আর আপলোডও করেন সোশ্যাল মিডিয়াতে ভক্তদের জন্য। 'মুকুট'-এর অবতার ছেড়ে যেন অন্যরকম এক শ্রাবণীকে চেনালেন তিনি নিজেই।

■ শ্রাবণী ভুঁইয়া

জন্মদিনে দেবলীনা

জন্মদিনটা প্রত্যেকের কাছেই খুব স্পেশাল। তবে দেবলীনা ভট্টাচার্য নিজের জন্মদিনে একটু বেশিই আনন্দ করতে ভালবাসেন। হাতে যতই কাজ থাকুক, ব্যস্ততা থাকুক, সব কিছু সরিয়ে রেখে সকলের প্রিয় 'গোপী বহু' পুরো দিনটা পরিবারের সঙ্গে কাটান। একসঙ্গে সবাই মিলে আড্ডা দেন, দেদার খাওয়া-দাওয়া করেন। পরিবারের সকলের সঙ্গে ফোটোশুট করতেও ভালবাসেন। আর জন্মদিনে বাঙালি খাবার আর কেক দেবলীনার চাই-ই চাই। তবে সব চেয়ে বেশি সময় তিনি কাটান তাঁর প্রাণপ্রিয় পোষ্যের সঙ্গে। পোষ্য অ্যাঞ্জেল ছাড়া এখন একটুও থাকতে পারেন না দেবলীনা। এবছর জন্মদিনে সবার আগে তিনি ছবি তুলেছেন পোষ্যের সঙ্গেই।

জন্নতের গান
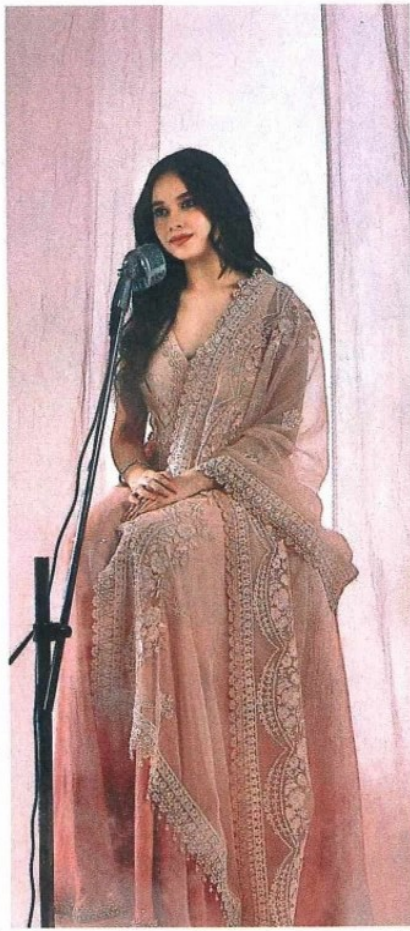
জন্নত যে গাইতে পারেন তাঁর বহু ভক্তরাও জানতেন না। খুব কম বয়সে ছোট পর্দার তারকা হয়ে ওঠেন জন্নত জুবেইর রহমানি। 'ভারত কা বীর পুত্র মহারানা প্রতাপ' ধারাবাহিকের রাজকুমারি 'ফুল কবঁর' চরিত্রে অভিনয় তাঁকে সর্বাধিক খ্যাতি দিয়েছে। অভিনয়ের পাশাপাশি নাচেও তিনি পারদর্শী। রিলিজ় করেছে তাঁর বহু ডান্স-মিউজ়িক ভিডিয়ো। কিন্তু এই প্রথম মুক্তি পেল তাঁর গান। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ১০ অগস্ট মুক্তি পেল 'বতন ইয়াদ রহেগা'। জন্নতের গাওয়া প্রথম এই মিউজ়িক প্রযোজনা করেছেন তাঁর বাবা জুবেইর রহমানি। জন্নত বরাবরই বলেছেন তাঁর অভিনয় ও কেরিয়ারের ক্ষেত্রে বাবার অবদান বিশাল। তাঁর ইচ্ছেতেই ছোটবেলায় অডিশন দিতে গিয়েছিলেন জন্নত, এবং এভাবেই তাঁর অভিনেত্রী হয়ে ওঠা। বিভাস অরোরার সুরে ও কথায় জন্নতের গলায় এই গানের ভিডিয়ো পাওয়া যাবে জন্নতের ইউটিউব চ্যানেলে।

নেমার জুনিয়র: আল হিলালের নতুন রাজপুত্র

সৌদি আরবের ফুটবল ক্লাব আল হিলাল নেমার জুনিয়রের জন্য রাজকীয় ব্যবস্থা করেছে। লিখছেন **সায়ক বসু**

ব্যাপারটা বিশ্ব ফুটবলের জন্য কতটা ভাল হল জানা নেই, কিন্তু এই মুহূর্তে বলা যেতে পারে, চমকপ্রদ বিষয় হল তো বটেই। শুধু অর্থবলে ইউরোপ, ইতালি ও স্পেনের ফুটবল লিগ খেলিয়ে ক্লাবগুলোকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিল মধ্যপ্রাচ্যের ফুটবল ক্লাব। এবং চমকে দেওয়া অর্থ অঙ্কের প্রস্তাব দিয়ে বিশ্বের বড় বড় তারকাকে নিজেদের ক্লাবে টেনে নেওয়ার ঐতিহ্য বজায় রাখল। যে ধারা শুরু হয়েছিল ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডোকে দিয়ে, সেই ধারা নেমারে এসে বিশ্বের তাবড় ফুটবল বিশেষজ্ঞদের চোখ কপালে তুলে দিল। পিএসজি ক্লাব ছেড়ে সম্প্রতি সৌদি আরবের ফুটবল ক্লাবে যোগ দিয়েছেন নেমার। সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল হিলালে ব্রাজিলিয়ান তারকাকে যুক্ত করে নিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছে সৌদি। আপাতত ২ বছরের জন্য চুক্তি হলেও, পরে তা বাড়তে পারে বলে জানা গিয়েছে। মাঝে শোনা গিয়েছিল, নেমার বার্সেলোনায় কামব্যাক করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আপাতত তা হচ্ছে না। কারণ অর্থ ও সুবিধে। আল হিলালে যোগ দেওয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ নেমার যে যে সুবিধে পাচ্ছেন, তা এতদিন শুধু গল্প কথাতেই শোনা গিয়েছে। প্রথমেই বলি বেতনের কথা। নেইমারকে ১০০ মিলিয়ন ইউরোর বিনিময়ে পিএসজি থেকে দলে নিয়েছে আল হিলাল। মানে আগামী দু' বছরের চুক্তি অনুযায়ী, প্রতিবছর নেমার পাবেন প্রায় ৯০২ কোটি টাকা করে। সেটা হাজার কোটি ছাড়াবে। কারণ বলা হচ্ছে প্রতি সপ্তাহে ২.৫ মিলিয়ন ইউরো করে অর্থ পাবেন এই ব্রাজিলীয় তারকা। মানে বাইশ কোটি টাকা করে। এর পাশাপাশি আছে, আল হিলালের জয়ের জন্য প্রাপ্ত বোনাসও। আল হিলাল ম্যাচ জিতলেই নেমারের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে ৮০ হাজার ইউরো

প্রেমিকার সঙ্গে নেমার

বেন্টলে এবং অ্যাস্টন গাড়ি পাবেন নেমার

করে অর্থ। প্রায় ৭২ লক্ষ টাকা করে। তবে অর্থের পাশাপাশি একাধিক সুবিধেও পাবেন তিনি। কিছু রিপোর্টে বলা হচ্ছে, নেমার সৌদি আরবের ক্লাবে যোগ দেওয়ার জন্য একটি ব্যক্তিগত বিমান পাবেন। এই বিমানের সব

■ আলোর রোশনাইয়ে স্টেডিয়ামে ঢুকলেন নেমার

আল হিলাল ক্লাবে নেমার যা পাচ্ছেন...

- ■ বছরে ১০০ মিলিয়ন ইউরো বেতন
- ■ ২৫ বেডরুমের প্রাসাদ
- ■ ৪০*১০ মিটারের সুইমিং পুল
- ■ বাড়ির কাজকর্মের জন্য পাঁচজন কর্মচারী
- ■ বেন্টলে কন্টিনেন্টাল জিটি
- ■ অ্যাস্টন মার্টিন ডিবিএস
- ■ ল্যাম্বরঘিনি হুরাকেন
- ■ ২৪ ঘণ্টার জন্য ড্রাইভার
- ■ ছুটি কাটানোর সময় যে হোটেলে থাকবেন, যে রেস্তরাঁয় খেতে যাবেন ও অন্যান্য যা যা সার্ভিস নেবেন সবকিছুরই বিল ক্লাবের কাছে পাঠানো হবে
- ■ এছাড়া যাতায়াতের জন্য পাবেন প্রাইভেট জেট
- ■ সোশ্যাল মিডিয়ায় সৌদি আরবকে প্রোমোট করার জন্য প্রতি পোস্টের জন্য ৪.৫ কোটি টাকা রোজগার করবেন
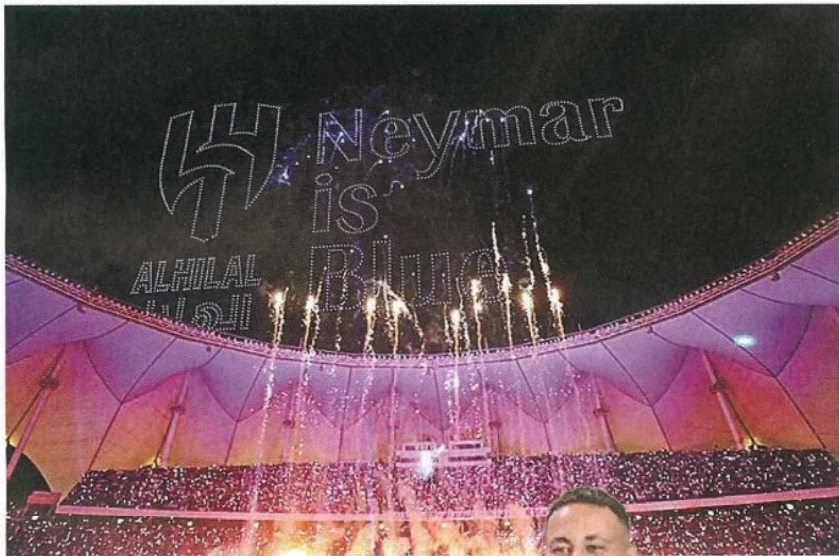
■ স্টেডিয়ামে স্বাগত জানানো হল নেমারকে

খরচ দেবে ক্লাব। অর্থাৎ, তাঁকে নিজের এবং তাঁর প্রেমিকার ভ্রমণের জন্য কোনও খরচ দিতে হবে না। এমনকি বাইরের দেশে ছুটি কাটানোর সময় যে হোটেলে থাকতে চাইবেন, যেখানে ঘুরতে যেতে চাইবেন, যা খেতে চাইবেন... সব টাকা সৌদি আরবের এই ধনকুবের ক্লাবটি দেবে। পাশাপাশি নেমার ও তাঁর পার্টনার ব্রুনা বিনাকার্ডিকে সেদেশের সরকার একসঙ্গে থাকার অনুমতিও দেবে। নেমার ও তাঁর প্রেমিকা পাবেন একটি ২৫ বেডরুমের বাড়ি, সঙ্গে একটি বিরাট সুইমিং পুল। বাড়ি দেখাশোনার জন্য পাঁচ-আটজন কর্মী। বেন্টলে কন্টিনেন্টাল জিটি, অ্যাস্টন মার্টিন ডিবিএস, ল্যাম্বরঘিনি হুরাকেন-এর মতো বিলাসবহুল গাড়িও পাবেন। সেবসব চালানোর জন্য ২৪ ঘণ্টার ড্রাইভারও থাকবে। তবে এসবের জন্যও কোনও অর্থ খরচ করতে হবে না তাঁকে। উল্টে আরও টাকা পাবেন এই তারকা ফুটবলার। আল হিলাল জানিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনও পোস্ট করলেই (ক্লাব ও সৌদি আরবের প্রচার সংক্রান্ত), প্রতি পোস্টে প্রায় ৫ কোটি টাকা করে দেওয়া তাঁকে। ইতিমধ্যেই নেমারকে স্বাগত জানাতে গোটা স্টেডিয়ামভর্তি দর্শকের সামনে আলোর রোশনাই শুরু করে দিয়েছে আল হিলাল। এখন নেমারের চোট। হয়তো নতুন ক্লাবের হয়ে নামতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে। কিন্তু এর মধ্যেই যে রাজকীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে তাঁর জন্য, তাতে ইউরোপের বাকি তারকা খেলোয়াড়রা ঠোঁট চাটবেন, তাতে আর আশ্চর্য কী!

■ আল হিলালের পতাকা নিয়ে নেমার জুনিয়র

■ হরনাথ, রাজনন্দিনী ও ঋক

ফোটো: অনির্বাণ সাহা

নবীন ও প্রবীনের মেলবন্ধন

মুক্তি পেয়েছে নতুন বাংলা ছবি 'ওহ লভলি'। বাইপাসের ধারে একটা ক্লাবে বসে আড্ডা দিলেন এই ছবির পরিচালক **হরনাথ চক্রবর্তী**। সঙ্গে নবাগত নায়ক, অভিনেত্রী দেবযানী চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে **ঋক** ও নায়িকা, অভিনেত্রী ইন্দ্রাণী দত্তের মেয়ে **রাজনন্দিনী**। আড্ডার সূত্রধর **আসিফ সালাম**

প্র আড্ডা শুরু হোক ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপকে দিয়ে। একটা সময় হরনাথ চক্রবর্তীর ছবির টাইটেল অভিনবত্বের জন্য জনপ্রিয় ছিল। সে 'শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ' হোক বা 'নবাব নন্দিনী'। সেখানে 'ওহ লভলি' টাইটেলটা শুনলেই তো মদন মিত্রের কথা মাথায় আসে। আপনার নিজস্বতা হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা কাজ করেনি?

হরনাথ: না, করেনি। একটু ব্যাকস্টোরিটা বলা দরকার। আসলে এই ছবির কাজ যখন শুরু

করেছিলাম তখন কোনও নাম ঠিক ছিল না। ছবির মিক্সিং করার সময় টাইটেল ফিক্সড হয়। অনেক ভাবনাচিন্তা করেও এই ছবির কোনও ক্যাচি টাইটেল পাচ্ছিলাম না। পরে মদনদাকে নিয়ে শুট করার সময় দেখতাম ওঁকে দেখলেই আশেপাশের লোকেরা চিৎকার করে 'ওহ লভলি' বলছেন। তখনই মাথায় আসে এটা টাইটেল হিসেবে ব্যবহার করলে কেমন হয়। ছবিতে মদনদা অভিনয় করছেন, এবং ওঁর এত ভক্ত চারিদিকে। তাই সেটা এনক্যাশ করার চেষ্টা করলাম। মদনদাকে কাস্ট করার কারণও তাই। আমরা যখন এই ছবির বিষয়টি নিয়ে এগোচ্ছিলাম, আমি আর প্রযোজক সন্দীপ একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। মদনদাও সেখানে এসেছিলেন। সন্দীপ আমাকে বলে, 'মদনদা যা জনপ্রিয়, ওঁকে একটা চরিত্র দিলে আমাদের ছবিটা অনেকটা মাইলেজ পাবে।' ওর কথা শুনে আমি প্রথমে আমার টিমের সঙ্গে আলোচনা করি। তারপর মদনদাকে অ্যাপ্রোচ করি। আর একটা কথা এক্সক্লুসিভলি আনন্দলোক-কে বলি। 'সাথী'র সময়েও একই জিনিস হয়েছিল। শেষ মুহূর্তে গিয়ে ছবির টাইটেল ঠিক হয়েছিল। 'শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ'-এও তাই। শুটিং হয়ে যাওয়ার পরে গানের লাইন থেকে ছবির নাম দেওয়া হয়। 'শ্বশুরবাড়ি...'র বিকল্প হিসেবে 'চিরদিনই তুমি যে আমার' টাইটেলটা ভেবেছিলাম, ছবির গানের মধ্যেই ছিল ওই লাইন। পরে তো রাজ চক্রবর্তী ওই নামে ছবি বানাল।

প্র আপনি শাসক দলের সঙ্গে যুক্ত। তার উপর অভিনয় করছেন মদন মিত্র। রাজনীতি ঢুকলে ছবিতে প্রভাব পড়তে পারে, এটা কখনও মনে হয়নি?

হরনাথ: ২০০২ থেকে ২০০৩-এর মধ্যে দমকল মন্ত্রী প্রতীম চট্টোপাধ্যায় আমার ছ'খানা ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। 'সঙ্গী'তে জিতের বাবার ভূমিকায় ছিলেন উনি। জ্যোতিবাবু (বসু) নন্দনে সেই ছবি দেখতে এসেছিলেন এবং ইন্টারভ্যাল অবধি ছিলেন। এটা আমার কাছে নতুন নয়। আর আমি কিন্তু তৃণমূল পার্টি করি না। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে ভালবাসি, তাই ওঁর সঙ্গে আছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের ইন্ডাস্ট্রির জন্য যা-যা ভেবেছেন এবং করেছেন, তা অন্য কোনও মুখ্যমন্ত্রী করেননি। টেকনিশিয়ানদের জন্য পাঁচ লাখ টাকা মেডিক্লেম দিয়েছেন, টেকনিশিয়ানস স্টুডিয়োটা নতুন করে সাজালেন। আরও অনেক অবদান আছে ওঁর। আর মদনদাকে নেওয়ার কারণটা স্পষ্ট করেই বললাম। ওঁর ফ্যানদের সমর্থন পাব।

এবার একটু নায়ক-নায়িকার কাছে যাওয়া যাক। আপনাদের দু'জনেরই মা অভিনয় পেশার সঙ্গে যুক্ত। সেটা কতটা সুবিধের ও অসুবিধের?

ঋক: আমার মা একজন অভিজ্ঞ অভিনেত্রী। কিন্তু সেটা আমার উপর কখনওই চাপ সৃষ্টি করেনি। মা আমাকে কখনও কোনওরকম চাপ দেননি। পরামর্শও দেননি। শুধু স্পষ্ট করে একটাই কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন, এটা আমার জার্নি, আমাকেই বুঝে নিতে হবে। মা শুধু দর্শক হিসেবে আমার কাজটুকু দেখবেন। পরিবারে আমি দ্বিতীয় প্রজন্মের অভিনেতা। মায়ের আগে আমাদের পরিবারে কেউ অভিনয় করেননি। যা শেখার মা নিজে থেকে শিখেছেন, উনি চান আমিও যেন সেরকমভাবেই শিখি।

রাজনন্দিনী: অসুবিধে কোনওদিক থেকেই নেই। এত অসাধারণ একজন মায়ের মেয়ে হতে পেরে আমি খুব খুশি। আর সুবিধে, মা আমাকে প্রচুর টিপস দেন। ইন্ডাস্ট্রিতে কখন কোন সিদ্ধান্ত আমাকে প্রভাবিত করতে পারে, তার শিক্ষাও মায়ের থেকে পেয়েছি।

পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তীর হাত থেকে বাংলা সিনেমা একাধিক সুপারহিট জুটি উপহার পেয়েছে। ঋক ও রাজনন্দিনীকে কাস্ট করার পিছনে কী কারণ কাজ করেছে?

হরনাথ: এই ছবিটি একটি লভ স্টোরি। তাই নতুন মুখ নিতে চাইছিলাম। প্রযোজকও নতুন। প্রায় নতুন টিম নিয়ে কাজ করলাম। ঋক ও রাজনন্দিনীর কাছ থেকে আমি দারুণ পারফরম্যান্স পেয়েছি। ছবি হিট হবে কি না, পরের কথা। কিন্তু ইতিমধ্যেই যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের ভাল লাগছে। আগের যে ছবিগুলি সুপারহিট করেছিল, সেই ফ্যাক্টরগুলোর গন্ধ পাচ্ছি। গ্রামের মানুষদেরও আমি এই ছবির ব্যাপারে জানাতে চাইছি। তারাপীঠ, বর্ধমান, ব্যারাকপুর, বারাসত, সব জায়গায় গিয়ে প্রচার করেছি। ছবির অন্যতম ভাল দিক হল, এর

শুটিংয়ের মাঝে মদন মিত্রকে সিন বোঝাচ্ছেন হরনাথ

মা ইন্দ্রাণী দত্তের সঙ্গে রাজনন্দিনী

ঋক ও তাঁর মা দেবযানী চট্টোপাধ্যায়

গানগুলি ভাইরাল হয়েছে।

প্র ঋকের এটা ডেবিউ ছবি। রাজনন্দিনীও অপেক্ষাকৃত নতুন। হরনাথের মতো সিনিয়র পরিচালকের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে কতটা নার্ভাস ছিলেন?

রাজনন্দিনী: কোনও কাজের আগে আমি নার্ভাস থাকব কীভাবে? আমার মধ্যে নতুন কাজের আগে এতটা এক্সাইটমেন্ট কাজ করে যে অন্য আর কোনও অনুভূতির স্বাদ পাই না। তবে হরস্যরের ব্যাপারে ভয় ছিল, ওঁর হয়তো নিশ্চয়ই কোনও কাজের গণ্ডি থাকবে। হয়তো বলবেন, 'আমি এভাবে কাজ করি, এর বাইরে বেরোতে দেব না।' কিন্তু কাজ করে বুঝলাম, স্যর ইজ় ভেরি ইয়ং অ্যাট হার্ট। সময়ের সঙ্গে উনি নিজের কাজের ধরনও বদলেছেন। তাই আমাদের মতো কাঁচা অভিনেতাদের এতটা সুযোগ দিয়েছেন।

ঋক: আমি কিন্তু প্রথমদিকে বেশ নার্ভাস ছিলাম। তার প্রধান কারণ, এটা আমার প্রথম কাজ। ইন্ডাস্ট্রিতে আমি সেরকমভাবে কাউকে চিনতাম না। কীভাবে এখানে কাজ হয়, সেই ব্যাপারেও কোনও ধারণা ছিল না। তবে শুটিং সেটে দু'-একদিন যাওয়ার পর বুঝলাম, হরনাথ স্যরের সঙ্গে কাজ করাটা কোনও ব্যাপারই নয়! স্যর কারও সঙ্গে একটুও জোর গলায় কথা বলেন না। আমাদের মতো নতুনদের থট প্রসেসের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেন।

রাজনন্দিনী: এই বিষয়ে আর একটা কথা শেয়ার করি। ছবির শুটিংয়ে আমাদের প্রথম দৃশ্য বেশ ঘনিষ্ঠতার ছিল। সেই ইন্টিমেসি ঠিক কীরকম হবে এবং কতটা দূর অবধি যাবে, সেটা আমি স্ক্রিপ্ট পড়ে বুঝিনি। আমাকে যাঁরা চেনেন তাঁরা জানেন, শারীরিক ঘনিষ্ঠতার দৃশ্য করতে আমি
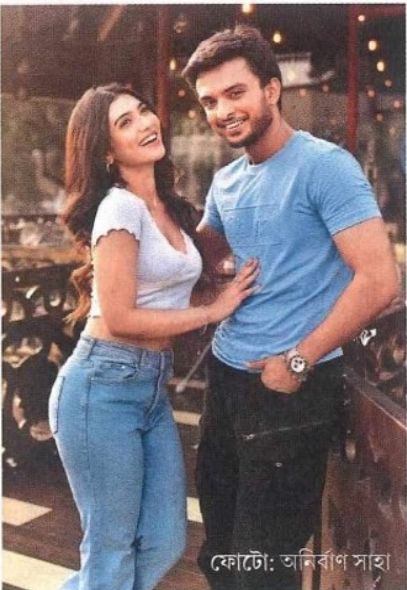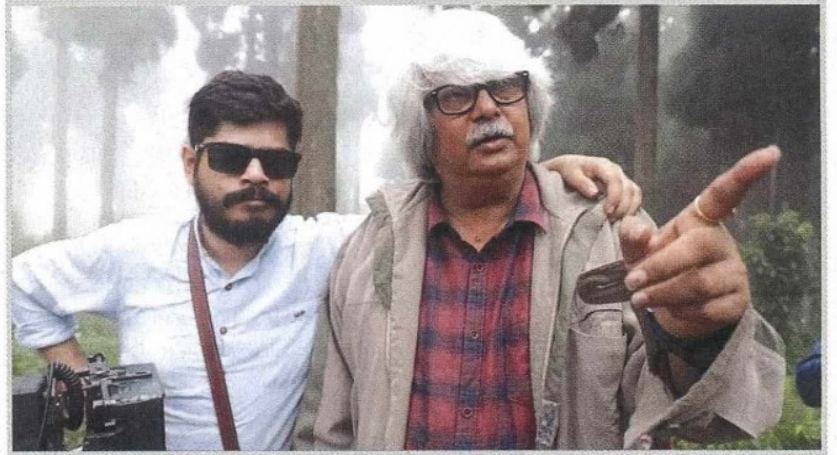
■ ছেলে হিন্দোলের সঙ্গে হরনাথ

একটু অস্বস্তিবোধ করি। এর আগে এরকম বেশ কিছু প্রোজেক্ট ছেড়েছি, যেখানে ইন্টিমেট সিনে অভিনয় করতে হত। লিপ টু লিপ কিস বা 'এ' রেটেড সিন করতে আমার অসুবিধে রয়েছে। তাই স্যরকে বলি, কীরকম ঘনিষ্ঠতা উনি চাইছেন সেটা যদি একটু বুঝিয়ে দেন। স্যর আমাকে বকুনি দিয়ে বলেন, 'আমার ছবি পরিবারের জন্য। আমি ওরকম দৃশ্য আমার ছবিতে রাখি না।' স্যর বুঝিয়ে দেন, প্রেমের গল্প দেখাতে গেলে ফিজ়িক্যালিটি দেখাতে হবে, এটা সত্যি নয়।

প্র ঋক আর রাজনন্দিনীর পরদার বাইরে কতটা বন্ধুত্ব হল?

রাজনন্দিনী: এই গল্পের প্রেমে পড়ার দৃশ্যগুলোর জন্য আমাদের খুব তাড়াতাড়ি বন্ধু হয়ে যাওয়া জরুরি ছিল। তবে কোনও আলাদা এফর্ট না দিয়েই, আমাদের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি বন্ধুত্ব হয়ে যায়। তবে একটা কথা বলি, পরদায় আমরা রোম্যান্স করছি ঠিকই। পরদার বাইরে আমরা কিন্তু ভাই-বোনের মতোই ঝগড়া করি!

ঋক: এখন বন্ধুত্ব গ্রো করতে করতে এমন জায়গায় গিয়েছে, আগামিকাল যদি 'ওহ লভলি ২' শুরু হয়, সেটায় যে আমাদের কী লেভেলের পারফরম্যান্স হবে, বলে বোঝাতে পারব না!

হরনাথ: এই বিষয়ে আনন্দলোক-কে আর একটা এক্সক্লুসিভ দিই। এটা কিন্তু আমি এখনও অবধি কোনও মিডিয়ার সামনে বলিনি। যদি আমাদের এই ছবিটা দর্শক গ্রহণ করে, তাহলে এরপরই আমি 'ওহ লভলি ২' বানাব এবং সেটাও হবে চূড়ান্ত প্রেমের ছবি। আর ছবির নায়ক-নায়িকা একই থাকবে।

ঋক: আমি এক্ষুনি হ্যাঁ বলে দিলাম, আমি রাজি।

রাজনন্দিনী: আমাকে না নিলে আমি আর স্যরের সঙ্গে কথাই বলব না।

হরনাথ: রাজনন্দিনী আমার মেয়ের মতো। ওকে দেখলেই মনে হয়, ওর গালগুলো ধরে চটকাই! আমার ছেলে হিন্দোল ক্রিয়েটিভ প্রোডিউসার। রাজনন্দিনী ও ঋকের কাস্টিং ও-ই করেছিল।

ফোটো: অনির্বাণ সাহা

■ একসঙ্গে ফোটোশুট

প্র এই প্রশ্নটা হরনাথকে করতে চাই। মদন মিত্রকে পরিচালনা করা কতটা চ্যালেঞ্জিং? উনি তো এই পেশার সঙ্গে কোনওভাবেই যুক্ত ছিলেন না।

হরনাথ: মদনদাকে ওয়র্কশপ করিয়েছি, গ্রুমিং করিয়েছি। তবে আমার ভয় ছিল, শুটিংয়ের জন্য উনি কতটা সময় দিতে পারবেন। কারণ ওঁর যা ব্যস্ততা। কিন্তু আমার সৌভাগ্য যে উনি সময় বের করেছেন এবং শুটিংয়ে প্রথমদিন থেকেই বেশ চালিয়ে খেলছিলেন। সেকেন্ড বা থার্ড ডে-তে থেকে দেখলাম পুরো ছক্কা হাঁকাচ্ছেন! নিজে অনেক কিছু ইম্প্রোভাইজ়ও করেছেন। নতুনদের নিয়ে কাজ আমি আগেও করেছি। 'সাথী'-তে মনে আছে জিৎ প্রথমদিকে নার্ভাস ছিল। শট দিতে গিয়ে সেটা ধরা পড়ছিল। কিন্তু মদনদার ওসব নেই।

প্র কিন্তু একটা সময় যে সুপারস্টারদের আপনি জন্ম দিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে এখন কাজ করেন না কেন?

হরনাথ: আমি নিজে থেকে কাউকে অ্যাপ্রোচ করতে পারি না। আমার সঙ্গে বুম্বাদার (প্রসেনজিৎ) দারুণ সম্পর্ক। কিন্তু আমি কখনও নিজে থেকে ওঁকে বলতে পারব না আমার সঙ্গে কাজ করার কথা। যদি কেউ আমাকে কাজ করতে বলেন, আমি করব। জিতের সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ আছে। দেবের সঙ্গে কাজ না করলেও ওর সঙ্গে খুব ভাল সম্পর্ক রয়েছে।

প্র শেষ প্রশ্ন তিনজনের জন্য। কী দেখলে আপনাদের মুখ থেকে নিমেষের মধ্যে 'ওহ লভলি' বেরিয়ে আসবে?

রাজনন্দিনী: এক প্লেট বিরিয়ানি দেখলে।

ঋক: আমার জন্য... কষা মাংস, উত্তমকুমার, অমিতাভ বচ্চন ও সঞ্জয় দত্ত।

হরনাথ: আমার স্ত্রী ও দুই ছেলে। এর বাইরে আমার জীবনে আর কোনও লভলি নেই!

কেকে-কে স্মরণ করলেন কন্যা

দিনকয়েক আগেই গেল তাঁর জন্মদিন। এখনও তাঁর গায়কিকে মজে গোটা ভারতবর্ষ। এখনও অনেক শ্রোতা বিশ্বাস করতে পারেন না কেকে আর নেই। এই কথাটা বোধ হয় বিশ্বাস করেন কেকের পরিবারও। কেকের মেয়ে তামারা ভাল গান করেন। এখনও বাবাই তাঁর অনুপ্রেরণা। তিনি এখনও আশা করেন, বাবা যেন তাঁর গান শোনেন। তাই তো বাবার জন্মদিনে একটি ছবি পোস্ট করেছেন তামারা। অনেক আগের। সেখানে ছোট্ট তামারাকে কেক খাওয়াতে দেখা যাচ্ছে কেকে-কে। কেকের স্ত্রী জ্যোতি কৃষ্ণও সেই ছবিতে উপস্থিত। ছবিটি শেয়ার করে, তামারা লিখেছেন, "শুভ জন্মদিন বাবা, আজ তোমাকে ৫০০ বার শুভেচ্ছা জানানোটা মিস করব। ঘুম থেকে উঠে তোমার সঙ্গে কেক খাওয়া মিস করছি। আশা করি তুমি সেখানে ততটাই কেক খাচ্ছ, যতটা খেতে চাও। চিন্তা কোরো না। আমরা আজ মাকে এতটুকু দুঃখ পেতে দেব না। আমরা তাঁকে বিরক্তও করব না। আশা করি তুমি আজ রাতে আমাদের গান শুনতে পাবে। এই দিনটা শুধুই তোমার জন্য।"

কেকে, ইনসেটে সেই ছবি
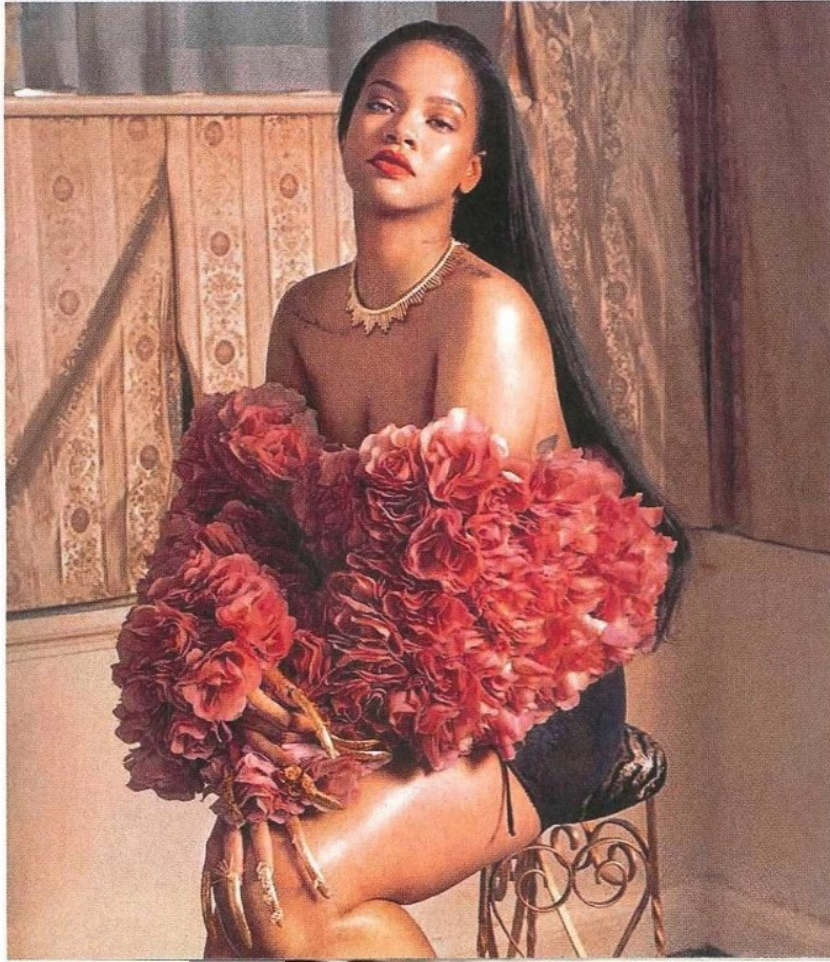
মা হলেন রিহানা

প্রতীক্ষার প্রহর গুনছিলেন সকলেই। কবে আসবে কোল আলো করে সন্তান। ভক্তেরাও মুখিয়ে ছিলেন সন্তানের আগমনের খবর পেতে। বেশ কয়েকদিন আগেই খবর এসেছিল, পপ তারকা রিহানা সন্তানসম্ভবা। এবার জানা গেল, ৩৫ বছর বয়সি রিহানা এবং তাঁর সঙ্গী, ৩৪ বছর বয়সি রকি দ্বিতীয়বারের জন্য বাবা-মা হয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, তাঁরা কয়েক সপ্তাহ আগে একসঙ্গে তাঁদের দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। এই দম্পতির ইতিমধ্যেই একটি ১৫ মাসের সন্তান আছে। এর মধ্যেই দ্বিতীয়বার নাকি মা হলেন রিহানা। কিন্তু এই খবর যে তাঁরা এখনও কেন চেপে রেখেছেন জানা নেই। (লেখা প্রেসে যাওয়া পর্যন্ত)

রিহানা

পরীমণি এবং শরিফুল রাজ

মুহূর্তের খেলা

পরীমণি এবং শরিফুল রাজের বিয়ে টালমাটাল। তিনমাস তাঁরা আলাদা থাকছিলেন। পরীমণি বলেছিলেন, শরিফুলের পরকীয়া সামনে আসার পর তিনি সম্পর্ক ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। ১০ অগস্ট ছেলের জন্মদিনের অনুষ্ঠানেও শরিফুল ছিলেন না। কিন্তু তারপরই দু'জনকে একসঙ্গে দেখা যায়। শরিফুল জানিয়েছিলেন, পরীমণির সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চান তিনি। কিন্তু তার পরের দিনই শরিফুল হাসপাতালে ভর্তি হন, পরীমণি অন্য এক হাসপাতালে। গুজব, ঝামেলা এমন পর্যায়ে যায় যে তা হাতাহাতি, মারপিট অবধি গড়ায়, যার জেরে হাসপাতালে ভর্তি দু'জনে। পরীমণির তরফ থেকে কোনও সাড়াশব্দ না থাকলেও শরিফুল মিডিয়াকে জানিয়েছেন, এক গাড়ি দুর্ঘটনায় মাথায় চোট পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। চোট মামুলি বলে তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে যেন বদলাচ্ছে এই জুটির সমীকরণ!
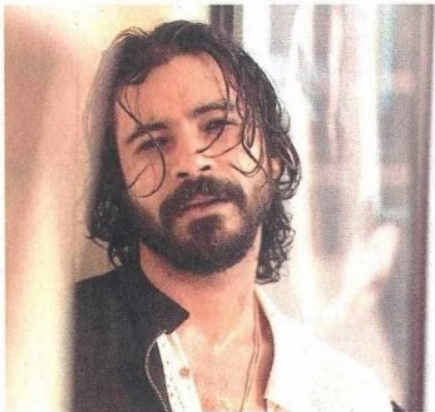
ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত

বয়স নিয়ে প্রশ্নে নারাজ ঋতুপর্ণা

বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনায় নতুন ছবি 'স্পর্শ'-তে অভিনয় করছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। ঢাকাতে এই ছবির প্রেস মিটে এক সাংবাদিক ঋতুপর্ণাকে প্রশ্ন করেন, ৫২ বছর বয়সেও তিনি নিজের ফিটনেস কীভাবে ধরা রাখেন? প্রশ্নটি শুনে বেজায় চটে যান নায়িকা। সেই সাংবাদিককে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, প্রথমত তাঁর বয়স ওটা নয়। সঙ্গে এটাও বলেন যে ছেলেদের যেমন তাদের মাইনে জিজ্ঞেস করতে নেই, ঠিক তেমনই নায়িকাদের বয়স নিয়ে প্রশ্ন করতে নেই। এখানেই থেমে না থেকে ঋতুপর্ণা বলেন, সেই মুহূর্তে প্রশ্নটি বাতিল না করলে তিনি প্রেস মিট ছেড়ে চলে যাবেন। অগত্যা সেই সাংবাদিককে তাঁর প্রশ্ন ফিরিয়ে নিতে হয়।
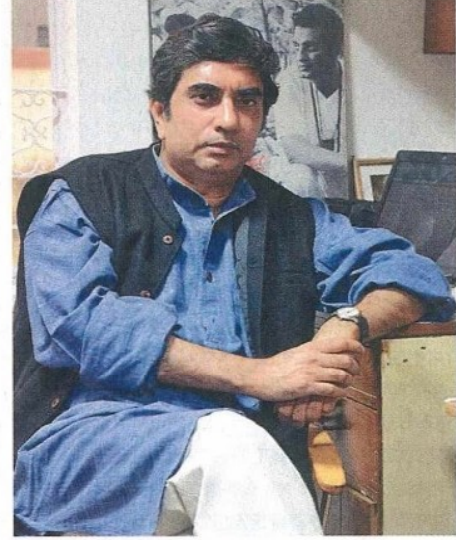
অনীক দত্ত। (নীচে) মধুমিতা সরকার

বাদ মধুমিতা, কারণ...

দুই তরফ থেকেই বলা হচ্ছে, কোনও জোর করা হয়নি। পরিচালকের তরফে বক্তব্য, কাস্টিং মিলছে না বলে বাদ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে নায়িকা বলছেন, শিডিউলে মিলছে না বলে ছবি থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। কথা হচ্ছে অনীক দত্ত এবং মধুমিতা সরকারকে নিয়ে। শোনা যাচ্ছে, অনীক তাঁর পরবর্তী ছবি থেকে মধুমিতাকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন নায়িকার বিপুল ট্যানট্রাম সহ্য করতে না পেরে। অনীক যদিও বলেছেন, সকলের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মধুমিতার বক্তব্য, সময় করতে পারছিলেন না। যদিও বাজারে খবর, বিক্রমের সঙ্গে এসভিএফের ব্যানারে সিনেমা করবেন বলে মধুমিতা অনীকের ফোন ধরা বন্ধ করে দেন।

■ দেব এবং রুক্মিণী

কাঁদলেন রুক্মিণী

যেদিন থেকে জানা গিয়েছে, তিনি 'ব্যোমকেশ' হিসেবে পর্দায় আসবেন, ঠিক সেদিন থেকে দেবকে সমালোচনা ও ট্রোলের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু সত্যি বলতে কী, দেব এই নিয়ে একটি কথাও বলেননি। যাবতীয় যা ট্রোল হয়েছে, মুখ বুঝে তা সহ্য করে গিয়েছেন। এবং তিনি মনে করেন, 'ব্যোমকেশ ও দুর্গরহস্য' পর্দায় মুক্তি পাওয়ার পর যাবতীয় ট্রোলের উত্তর দিয়ে দিয়েছেন তিনি। অন্তত ছবির ব্যবসা দেখে তেমনটাই বলা হচ্ছে। তবে এই নিয়ে কথা বলতে গিয়ে রীতিমতো প্রকাশ্যে কেঁদে ফেলতে দেখা গেল রুক্মিণী মৈত্রকে। ছবির প্রিমিয়ারের দিন দেবকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে একেবারে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন পর্দার 'সত্যবতী'। তাঁর বক্তব্য, দেব সব মুখ বুজে সহ্য করে গিয়েছেন। কিন্তু যেভাবে নিজেকে প্রমাণ করার জন্য দিনরাত এক করে খেটে গিয়েছেন, তাকে কুর্নিশ জানান রুক্মিণী। রুক্মিণীর মত, দেবের এই পরিশ্রম এবং একাগ্রতা দেখে নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি তিনি। একজন মানুষ যে এত অপমান সহ্য করেও, মুখ বন্ধ করে খেটে যেতে পারেন, তা দেখে শিহরণ জেগেছে তাঁর মনে।
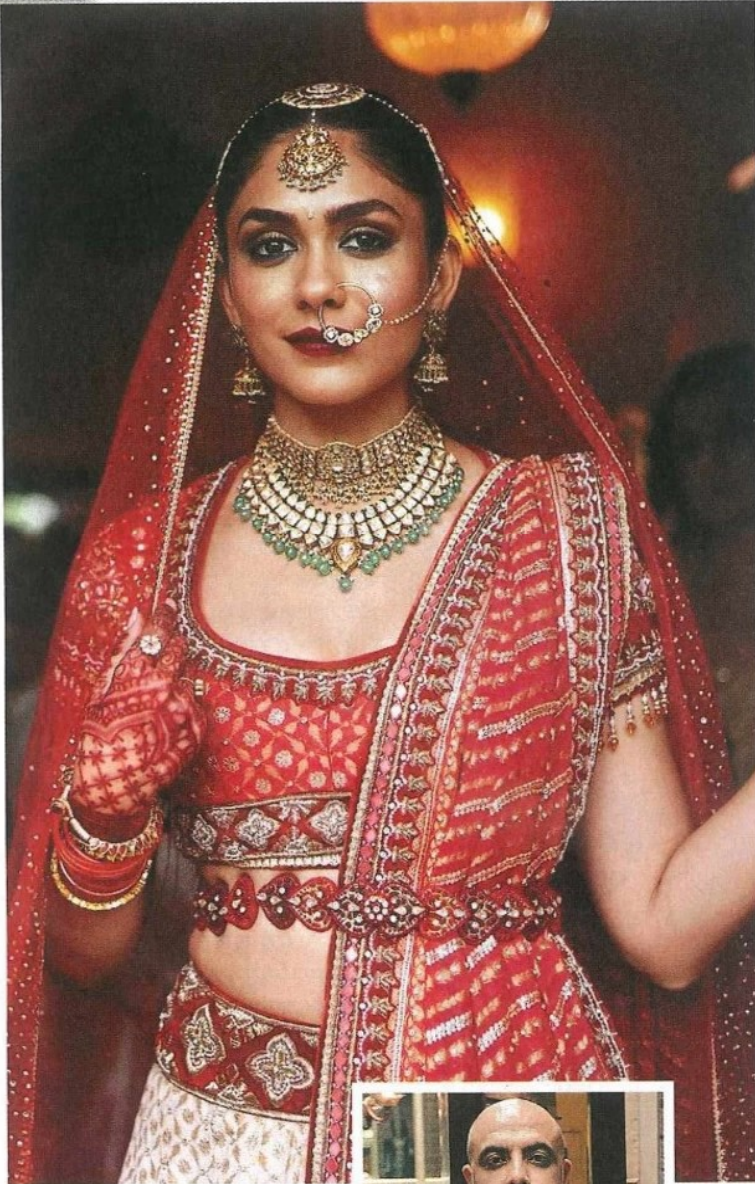
■ 'মেড ইন হেভন ২'-তে তরুণের পোশাক পরে মৃণাল ঠাকুর। ইনসেটে তরুণ তাহিলিয়ানি

প্রশ্নের মুখে

'মেড ইন হেভন'-এর দ্বিতীয় কিস্তি বিতর্কের মুখে। জনপ্রিয় ফ্যাশন ডিজ়াইনার তরুণ তাহিলিয়ানি অভিযোগ করেছেন সমাজ মাধ্যমে, সিরিজ়ের দ্বিতীয় সিজ়নে মৃণাল ঠাকুরের চরিত্রটি তাঁর ডিজ়াইন করা পোশাক পরেছেন, যার কোনও সৌজন্য তাঁকে দেওয়া হয়নি। বরং এক কাল্পনিক ডিজ়াইনারের পোশাক বলে সিরিজ়ে চালানো হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, তাঁকে না জানিয়ে তাঁর পোশাক ব্যবহার করা হয়ছে। এবং কাল্পনিক ডিজ়াইনারের পোশাক দেখাতে হলে শো-এর কস্টিউম ডিজ়াইনারের উচিত ছিল পোশাক বানিয়ে নেওয়া। ব্যথিত তরুণ জানিয়েছেন, এত বড় প্রযোজনা সংস্থা এমন কাজ করবে, তিনি ভাবতেও পারেননি। নিজের ইনস্টা স্টোরিতে পোশাকগুলোর ছবিও শেয়ার করেছেন তিনি।
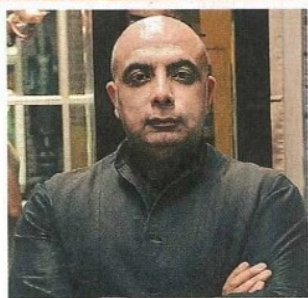
ওটিটি থাকুক সিরিজ়ের

সম্প্রতি 'গান্‌স অ্যান্ড গুলাব্‌স' দিয়ে ওটিটি ডেবিউ করলেন, আবার মলয়ালম ছবি 'কিং অফ কোঠা' প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির অপেক্ষায়। এমতাবস্থায় দুলকর সলমান স্পষ্টভাবে বললেন, সিনেমা যদি কখনও প্রেক্ষাগৃহে, তখনও ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পায়, তা হলে দর্শক বিভ্রান্তির শিকার হবেন এবং এটাই হচ্ছে। লং ফরম্যাট কনটেন্ট অর্থাৎ সিরিজ়ের জন্য ওটিটি মাধ্যম থাকুক, আর সিনেমার জায়গা হোক একমাত্র সিনেমা হলে। তাতে সিনেমা হলও বাঁচবে, ওটিটি-ও টিকে থাকবে। তিনি সিরিজ়ে অভিনয় করেছেন ঠিকই। তবে ওটিটি মাধ্যমে কোনও সিনেমার অফার পেলে তিনি এই মুহূর্তে রাজি হবেন না, স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মলয়ালম সিনেমার রাজপুত্র দুলকর সলমান।

■ দুলকর সলমান

ইমেজ যতক্ষণ ভাল...

লেটেস্ট গসিপ নিয়ে আনন্দলোকে হাজির সোশ্যালাইট **মিস আঙুরলতা**

সুরা জিনিসটা খারাপ, এ কথা কে বলেছে? সামলাতে না পারলে যে সুরার দোষ হয় না, এ কথা তো সৃষ্টিঠাকুর সেই কবেই তার সিনেমাতে বলে দিয়েছে। বেসামাল হলে খামোখা সুরার উপর দোষ চাপিয়ে দেওয়া, এ বাপু আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না। এই যে তেজবর্ণবাবু সুরাসক্ত হয়ে বাতাস ছবির শুটেই আসতে পারল না, এর দোষ আপনি কাকে দেবেন? এমনিতে তেজবর্ণবাবু মুখেই জগৎসভার শ্রেষ্ঠ আসন দখল করে বসে আছে। কিন্তু কর্মে সে হীন। তাই তো কমিটমেন্ট ভুলে গিয়ে সোমরস সেবন করে ঘরেই পড়েছিল সে এবং এক নব্য অভিনেত্রীর কাছ থেকে শুশ্রূষা নিচ্ছিল। কিন্তু মুখে ওসব কথা সে কখনও স্বীকার করে না। কারণ তাতে তার ইমেজে কালি পড়বে।

আসলে ইমেজে কালি পড়ার ভয় এখানে সকলের। তাই তো কোলে ফাইল নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এসেও মিস সহায়িকা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে ভয় পায়। এদিকে নিজেকে নির্দোষ বলে এবং অন্যের খুঁত খুঁজে বেড়ায়। এদিকে তার যে নিজের কত খামতি, সে কথা যদি বাকিরা জানত। বাড়ির ভৃত্যদের পর্যন্ত সময়ে বেতন দেয় না সহায়িকা। এমনকি বেতন বাড়াতে বললেও তার বিস্তর টালবাহানা। তাই এক পরিচারিকা সেদিন আর সহ্য করতে পারেনি। বাড়ির তলায় এসে সহায়িকা কত বড় তস্কর, সেটা চিৎকার করে বলে গিয়েছে। এবং বাকিদেরও বলে দিয়েছে তস্করের বাড়িতে কেউ যেন কাজ না করে। এতে লাভের লাভ কতটা হয়েছে, জানা নেই। টাকা পেয়েছে কি না, তাও জানা নেই। কিন্তু দিয়েছে সহায়িকার ইমেজে জল ঢেলে।

আসলে ইমেজ জিনিসটা ততক্ষণই ভাল থাকে, যতক্ষণ সেটা আড়ালে থাকে। এই যেমন সম্রাটবাবুর আছে। সম্রাটবাবু এদিকে বলে বেড়ায়, সুশ্রীকে বিয়ে করার পর থেকে সে নাকি এক্কেরে ফ্যামিলি ম্যান হয়ে গিয়েছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পার্টি করার ইচ্ছে পর্যন্ত তার হয় না। কিন্তু মানুষ যে সুযোগের অভাবে সৎ, সেটা আবার প্রমাণ করে দিল সম্রাটবাবু। সে একটি ওয়েব সিরিজের শুটিংয়ে নিয়ে গিয়েছিল শৈলশহরকে। সেখানে শুটিং শেষে তাদের সম্পর্কটা আর পরিচালক-অভিনেত্রীর ছিল না। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে একসঙ্গে পার্টিতে মজেছিল তারা। এদিকে ঘরে সুশ্রী এবং শৈলর প্রেমিক হাঁটুবাবু জানত, সারারাত শুটিং হচ্ছে। এবং ইমেজও বজায় আছে।

ব্যোমকেশ ও দুর্গরহস্য

6/10

'দেব'রূপী ব্যোমকেশ

পরিচালনা: বিরসা দাশগুপ্ত
অভিনয়: দেব, অম্বরীশ ভট্টাচার্য, রুক্মিণী মৈত্র, রজতাভ দত্ত, সত্যম ভট্টাচার্য, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

শরদিন্দুর ব্যোমকেশ এবং দেবের 'ব্যোমকেশ' সত্যিই আলাদা। সে শিবের মতো রণচণ্ডী মূর্তি নিয়ে, রুদ্রজটা বেঁধে রীতিমতো হাতাহাতি করে শত্রুর নিকেশ করতে পারে, স্ত্রী সত্যবতীর স্বাস্থ্যের কথা ভেবে সিগারেট ছাড়তে পারে, শত্রুর আঘাতে ধরাশায়ী হয়ে মুমূর্ষের অভিনয় করতে পারে, এমনকি জেরা চলাকালীন হাতও চালিয়ে দিতে পারে... কিন্তু এই ব্যোমকেশ যেটা পারল না, সেটা হল প্রকৃত অর্থে সত্যান্বেষী হয়ে উঠতে। ব্যোমকেশ ও দুর্গরহস্য ছবিটি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে তৈরি হতে পারে, কিন্তু এই ছবি আক্ষরিকভাবেই দেবের। সেখানে প্রতিটি দৃশ্য, প্রতিটি সংলাপ দেবকে ভেবে লেখা। সিনেমা ও সিনেমার বাইরে তাঁর ইমেজকে পুষ্টি দিতে তৈরি। এবং নায়ক এমনই মহীরূহসম ছায়া প্রদান করেছেন ছবিতে যে আদত ব্যোমকেশ থেকে গিয়েছে আড়ালে (বুকের উপর সাপ উঠে আসা তো চাঁদের পাহাড়ের শঙ্করকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল)। গোটা ছবি জুড়ে দেবের দুর্দান্ত অভিনেতা হয়ে ওঠার চেষ্টা অত্যন্ত প্রকট। দেব চেষ্টা করেছেন। খানিক সফল হয়েছেন। বলা যায়, বাকি ছবিগুলির তুলনায় তাঁর উচ্চারণ, কথাবার্তার স্থৈর্য বেশ চমকপ্রদ, কিন্তু তা ব্যোমকেশোচিত নয়। ছবিতে মূল গল্পের কাঠামোটি এক রাখার চেষ্টা করা হলেও, তাতে বহু অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করেছেন পরিচালক এবং লেখক শুভেন্দু দাসমুন্সি। সেই মাত্রায় ছবিতে সম্পর্কের কিছু নতুন অভিমুখ তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু যে কাজগুলো অজিতের করা উচিত, সেগুলি করেছেন সত্যবতী। অজিত হয়ে গিয়েছে মামুলি এক ক্যারিকেচারিশ চরিত্র। খানিকটা লালমোহনবাবুর মতো। তবে এই মাত্রা যোগে ছবিটি দেখতে যত ভাল হয়েছে, রহস্য সমাধানে গল্পের লাইন থেকে ততটাই বিচ্যুত হয়েছে। বিচ্যুতি অনেক সময় ভালর দিকে নিয়ে যায়, এক্ষেত্রে পলাশীর যুদ্ধ কবিতাটি সত্যবতী এবং ব্যোমকেশের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে। তাতে নাটকীয়তা তৈরি হলেও, প্রশ্ন জেগেছে। সত্যান্বেষীর মতো কারও এই কবিতা মুখস্ত থাকলে, রহস্য সমাধানে দেরি হয় কি? মূল আততায়ী বিষ কোথা থেকে পাচ্ছেন বা সাধুবাবা কী করে বেঁচে দুর্গে এলেন... এসব প্রসঙ্গ নেই। ঈশান বাবুর চরিত্রটা এবং ডায়েরির ব্যাপারটাও একটু উপর উপর দেখানো হয়েছে। আসলে শুধু ব্যোমকেশ ছাড়া আর অন্য কোনও চরিত্র বা ঘটনার ভিতরে ঢোকার প্রয়োজনবোধ করেননি পরিচালক। ফলে সেখানে থেকে গিয়েছে ফাঁক। তবে ওই, শুভঙ্কর ভড়ের ক্যামেরায় যেহেতু ছবিটি দুর্দান্ত দেখতে লেগেছে, ভাল অভিনয়ের পাশাপাশি দেবের অ্যাকশন সিকোয়েন্স আছে... তাই ভিউয়িং এক্সপেরিয়েন্স মন্দ হবে না। কিন্তু রহস্য সমাধান অত্যন্ত সাদামাটাভাবে এগিয়েছে। ফলে যারা মূল গল্পটির সঙ্গে পরিচিত, তাদের খটকা এবং দীর্ঘশ্বাস বাড়তেই থাকবে। শরদিন্দুর গল্পের সূত্র ধরেই যদি রহস্য সমাধানে এগোতে পারা যেত, তাহলেও দেবনির্ভর এই ছবির ভাল বই মন্দ হত না। যাই হোক, অভিনয়ের কথায় আসি। অম্বরীশ এবং রুক্মিণীর অভিনয় অতিনাটকীয়তার দোষে দুষ্ট বলে মনে হয়েছে। রজতাভ, শান্তিলাল যথাযথ। তবে সত্যিই ভাল লেগেছে মণিলাল হিসেবে সত্যমকে। শান্ত, ধীরস্থির এই চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। পাশাপাশি প্রশংসা করতে হয় তুলসি, বৌঠান, বড়দি এবং ছেলেদের চরিত্রে অভিনয় করা শিল্পীদের। নায়েবের চরিত্রে শঙ্কর দেবনাথ তো প্রাপ্তি বটেই। ছবির আবহসঙ্গীত বেশ ভাল। মোদ্দা কথা, বেশ বড় স্কেলে তৈরি হয়েছে এই গোয়েন্দাকাহিনি, যা বড় পর্দায় দেখার মতোই। শুধু এমন একটা ছবিতে নাম ব্যবহার হলেও ব্যোমকেশের আত্মপ্রকাশ হল না, এই যা দুঃখ।
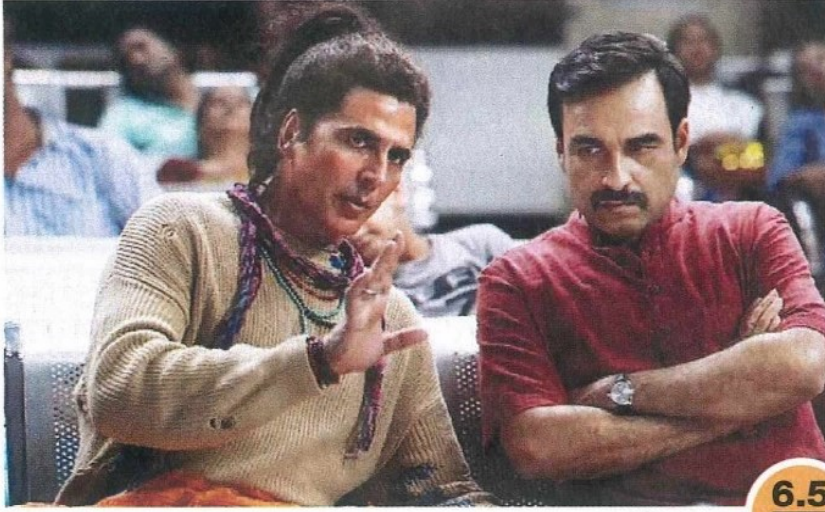
6.5/10

ওহ মাই গড ২

উপভোগ্য ও শিক্ষামূলক

পরিচালনা: অমিত রাই
অভিনয়ে: অক্ষয়কুমার, পঙ্কজ ত্রিপাঠি, যামী গৌতম

অক্ষয়কুমারের বিগত ছবিগুলি পরপর ফ্লপ। তাই 'ওএমজি ২'-এর বৈতরণী যে অন্তত অক্ষয়ের ভরসায় পার হবে না, তা অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু কনটেন্ট যেখানে শক্তিশালী, সেখানে নায়কের চেয়েও তার গুরুত্ব বেশি। এই ছবির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ২০১২ সালে মুক্তি পাওয়া 'ওএমজি' ছবির চিত্রনাট্য যেমন দর্শকের মন কেড়েছিল, ঠিক তেমনই অক্ষয়কুমারের সঙ্গে পরেশ রওয়ালের বন্ধুত্বের রসায়ন আলাদা করে দর্শক টেনেছিল। কিন্তু প্রায় ১১ বছর পরে সেই ধাঁচের কনটেন্টই যে ফের দর্শকমনে প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে সন্দিহান ছিলেন অনেকে। আগেরবার অক্ষয় কৃষ্ণ ছিলেন, এবার তিনি শিবের অনুচর-এর চরিত্রে। চিত্রনাট্যেও আপাদমস্তক পরিবর্তন। পরেশ রওয়ালকে এই সিকুয়েলে দেখা যায় না। কিন্তু এই ছবির প্রাণ পঙ্কজ ত্রিপাঠি। ছবির গল্প শুরু হয় কান্তিশরন মুদগলের (পঙ্কজ) ছেলের স্কুলজীবনকে ঘিরে। যৌনাঙ্গের আকার-আকৃতি নিয়ে প্রশ্ন জাগে তার মনে। তাঁর মাস্টারবেশনের ভিডিও-ও ভাইরাল হয়। এরপরেই পরদায় আসে অনুচর (অক্ষয়)। কমেডি ও কোর্টরুম ড্রামা ঘরানাকে ভাল মিলিয়েছেন পরিচালক অমিত রাই। সেক্স এডুকেশন বোঝাতে হিন্দুশাস্ত্রের অনুষঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। ঘটনাক্রমে, দেশের সব স্কুলে সেক্স এডুকেশনের পাঠ্যক্রম চালু করার দাবিতে লড়তে শুরু করে কান্তিশরন। প্রথমার্ধ খানিকটা দুর্বল, হয়তো গল্প বিল্ড আপ করতে খানিকটা সময় নিয়েছেন পরিচালক। তবে দ্বিতীয় ভাগ বেশ বিনোদনমূলক। তার সিংহভাগ কৃতিত্ব পঙ্কজ ত্রিপাঠির সাবলীল অভিনয়। অক্ষয়ও পাল্লা দিয়েছেন। ভাল লাগে যামী গৌতমকেও। ছবিতে কমেডির মোড়কে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেওয়া হয়েছে। তবে তা কখনওই এতটাও সিরিয়াস হয়ে যায়নি যে, দর্শকরা বোর হয়ে যান। সবমিলিয়ে, বেশ উপভোগ্য লাগে ছবিটি।

গদর ২

সানির একার লড়াই

পরিচালনা: অনিল শর্মা
অভিনয়: সানি দেওল, আমিশা পটেল, উৎকর্ষ শর্মা, মনীশ ওয়াধওয়া

'গদর' ছবিতে সানি দেওল একা একহাত নিয়েছিলেন সেনাকে। কিন্তু 'গদর ২' আক্ষরিক অর্থে তাঁর একার লড়াই। কারণ তিনি স্ক্রিপ্ট, সংলাপ, মেকিং কিছুরই সহায়তা পাননি। 'গদর'-এর তারা সিংহ ও সাকিনার ছেলে চরণজিৎ ওরফে 'জিতে' (উৎকর্ষ) এই সিকোয়েলে যুবক। বাবাকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে সে আটক হয় পাকিস্তানে এবং তাকে বাঁচাতে যায় তারা সিংহ। আগের ছবির পটভূমিকা ছিল দেশভাগ। এই ছবির প্রেক্ষাপট বাংলাদেশের যুদ্ধ। এই ছবিতে পরিচালক একটু প্রগতিশীল মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন, গোটা দেশ কখনও খারাপ হয় না, কিছু লোক ধর্ম, জাত-পাতের নামে দালালি করে। দুঃখের বিষয়, সেই সব দালালকে তিনি খুঁজে পেলেন বর্ডারের ওপারে। কোন ঘটনা ভারতে হচ্ছে, কোনটা লাহৌরে, বোঝার উপায় নেই। কেবল 'জনাব', 'হুজুর' শব্দগুলো শুনে ধরে নিতে হবে যে মানুষগুলো পাকিস্তানের। পরিচালক তাঁর পুত্র উৎকর্ষকে পুনরায় 'নায়ক' হিসেবে লঞ্চ করার জন্য তাঁকে সব সুযোগ দিয়েছেন। 'জিতে'র একটি ছোট্ট প্রেমকাহিনিও রয়েছে। কিন্তু তাতে আপনার হাই ওঠা আটকাবে না। ৬৬ বছরের সানি দেওল পাকিস্তানে আসার আগে অবধি ছবিতে কিছুই হয় না! মেজর জেনারেল হামিদ ইকবাল (মনীশ) এই ছবিতে অমরীশ পুরীর জায়গা নিয়েছেন। সানি কখনও কামানের চাকা দিয়ে একশো লোককে মারছেন, কখনও হামিদ ইকবালকেই তুলে হেলিকপ্টারের মতো ঘুরিয়ে তার সঙ্গীদের মারছেন! 'গদর'-এ জাতীয়তাবাদের আবহে একটি প্রেমকাহিনি ছিল, বক্তব্য ছিল ভালবাসা জাতীয় বিদ্বেষ দূর করতে পারে। এই ছবিতে সেই ইমোশনও নেই, তেমন সংলাপও নেই। খালি কানফাটানো চিৎকার রয়েছে। 'গদর'-এর নস্ট্যালজিয়ায় ভর করতে গিয়ে সিকোয়েলটি অন্য বিষয়ে নজর দিতেই ভুলে গিয়েছে।

পুনশ্চ: সানি দেওল কিন্তু এই ছবিতে টিউবওয়েলটি উপড়ানোর সুযোগ পাননি। টিউবওয়েলে হাত দিতেই সশস্ত্র একশো লোক ভয়ের চোটে পালিয়েছে!

ঘুমর

6.5/10

অনবদ্য অভিজ্ঞতা

পরিচালনা: আর বালকি
অভিনয়: সইয়ামি খের, অভিষেক বচ্চন, শবানা আজমী

বিশ্ব সিনেমায় স্পোর্টস ড্রামার একটি নির্দিষ্ট টেমপ্লেট আছে। শেষে জয় দিয়েই জীবনের জয়গান গাওয়া হয়। টপকে যাওয়া হয় সমস্ত প্রতিকূলতা। তবে এই গতে বাঁধা টেমপ্লেটের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল, কীভাবে দেখানো হচ্ছে সেই জয়। কীভাবে টপকে যাওয়া হচ্ছে প্রতিকূলতা। সেদিক থেকে দেখতে গেলে 'ঘুমর' একটি মন ছুঁয়ে যাওয়া অভিজ্ঞতা। আনিনা (সইয়ামি খের) খুব প্রতিভাবান একজন ক্রিকেটার। দলের হয়ে ব্যাটিংয়ে ওপেন করে। পরিশ্রমে ভর করে ইংল্যান্ড টুরের জন্য ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট টিমের জায়গাও পেয়ে যায়। কিন্তু টুরের মাত্র দু'দিন আগে এক মারাত্মক গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়। এবং ডান হাত বাদ যায় অস্ত্রোপচারে। ভেঙে যায় দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন। কিন্তু ক্রিকেট তো শুধু ব্যাটারদের খেলা নয়। সেখানে বোলারও আছে। আনিনাকে স্পিন বোলার হিসেবে জাতীয় দলে পৌঁছে দিতে তার পাশে দাঁড়ায় পদম সিংহ সোধি ওরফে প্যাডি (অভিষেক)। এই আপাত অলৌকিক গল্পকেই বাস্তব রূপ দিয়েছেন পরিচালক। এবং বলতে বাধা নেই, গোটা চিত্রনাট্যে সেই টানটা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। এক অনবদ্য আবেগের রথে চালিত হয় এই স্পোর্টস ফিল্ম। টানটান লেখা এই চিত্রনাট্যে কোথাও যোগ্য সঙ্গ দিয়েছে অভিনয়। অভিষেক বচ্চনকে যে কেন আরও সিনেমায় কাস্ট করা হয় না কে জানে। পিতার মহীরুহসম ইমেজ পেরিয়ে এসে বহুদিন আগেই প্রমাণ করে দিয়েছেন যে তিনি ভাল অভিনেতা। এই ছবিতে তো অনবদ্য লেগেছে অভিষেককে। এবার এই তকমা কাটলে হয়। সইয়ামিও চরিত্রে বেঁচেছেন। ছবির প্রথমার্ধ থেকেই ছবির রাশ হাতে নিয়েছেন তিনি এবং শেষ পর্যন্ত কোথাও আলগা হতে দেননি। শবানাকে নতুন করে ভালবাসবেন দর্শক। 'ঘুমর' এই সময়ের নিরিখে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সিনেমা। এর যত্ন প্রযোজন।

চিনি ২

4.5/10

একটু বেশিই মিষ্টি

পরিচালনা: মৈনাক ভৌমিক
অভিনয়: অপরাজিতা আঢ্য, মধুমিতা সরকার, সৌম্য মুখোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, অনির্বাণ চক্রবর্তী

এই ছবিকে বলা যেতে পারে 'চিনি'র থিম্যাটিক সিকোয়েল। আগের গল্পের সঙ্গে এবারের গল্পের কোনও মিল নেই কিন্তু কাহিনির স্বাদ একই রকম 'চিনির মতো মিষ্টি' রাখতে চেয়েছেন পরিচালক। মিষ্টি মাসিমা (অপরাজিতা) আর চিনির (মধুমিতা) অসমবয়সি বন্ধুত্ব এই ছবির মূল আকর্ষণ। মিষ্টি মাসির মায়ের বাড়িতে ভাড়া থাকতে আসে চিনি। প্রতিটা চরিত্রের নিজস্ব স্ট্রাগল রয়েছে জীবনে। মিষ্টির জীবনের মূল সমস্যা তাঁর অসুখী দাম্পত্য। অন্যদিকে ছোটবেলায় মাকে হারানো 'চিনি' ভিতর থেকে ভীষণ একা। তার বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করে নেওয়ায় বাবার সঙ্গেও তার সম্পর্ক তার ক্ষীণ হয়ে আসে। একাই থাকে সে। নতুন বাড়িতে ভাড়া থাকতে এসে আলাপ হয় মিষ্টি মাসির সঙ্গে এবং টক-ঝাল-মিষ্টি এক সম্বন্ধ গড়ে ওঠে দু'জনের মধ্যে। অসমবয়সি এই দু'জনের বন্ধুত্বে ধীরে ধীরে পাল্টে যেতে থাকে দু'জনের জগৎ। চিনির জীবনের স্ট্রাগল দর্শকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য লাগলেও মিষ্টির জীবনে সম্পর্কের ওঠাপড়াকে ততটা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারেননি পরিচালক। যতটা সিরিয়াস ভাবে দাম্পত্যের জটিলতাকে তুলে ধরতে চাওয়া হয়েছে সেই গাম্ভীর্য অনেক জায়গাতেই আসেনি। বরং এই দাম্পত্য কলহের কিছু দৃশ্য উল্টে কমিক রিলিফ দেয়। এই ছবিটার হ্যাপি এন্ডিং খুবই প্রত্যাশিত হয়ে ওঠে দর্শকদের কাছে। তবে অপরাজিতা-মধুমিতার কেমিস্ট্রি এই ছবিতে নজর কাড়বে। অনির্বাণ তো বরাবরই চরিত্রকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। সৌম্য মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ও বেশ সাবলীল। ছবির গানও খানিক ভালই লাগবে। তবে পরিচালক মৈনাকের কাছে এ ছবি নিয়ে আরও প্রত্যাশা ছিল।

হার্ট অফ স্টোন

5/10

এ কী হল! কেন হল?

পরিচালনা: টম হারপার
অভিনয়: গ্যাল গ্যাডট, জেমি ডরনান, আলিয়া ভট্ট

রান্নার সমস্ত উপকরণই ছিল কিন্তু রান্নাটাই জমিয়ে হল না। দুর্দান্ত অ্যাকশন, পাওয়ার প্যাকড কাস্টিং, দুর্দান্ত শুটিং লোকেশন, উন্নত ভি এফ এক্স— একটা অ্যাকশন-স্পাই থ্রিলারে যা যা থাকার কথা, সবই আছে এ সিনেমায়। শুধু একটা আদত উপাদানেরই অভাব রয়েছে, তা হল গল্প। এই সিনেমা এতটাই চেনা ছকে

বাঁধা যে, অ্যাকশন-স্পাই থ্রিলার দেখতে বসে বেশি নতুনত্বের আশা রাখলে ঠকতে হবে। যারা 'মিশন ইম্পসিবল: ডেড রেকনিং' দেখেছেন তারা তো সরাসরি প্লটের মিলও পেতে পারেন। মিশন ইম্পসিবলেও যেমন অদৃশ্য এক এন্টিটি ছিল এই সিনেমাতেও তেমন আছে 'হার্ট'। এই হার্ট সর্বশক্তিমান, তাই তাকে কবজা করারই লড়াই এই সিনেমায়। ছবিতে মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন গ্যাল গ্যাডট ওরফে রেচেল। রেচেল এম আই ৬-এর অফিশিয়াল এজেন্ট হলেও গোপনে আর একটি ইন্টেলিজেন্স সংস্থার হয়ে কাজ করে। আর প্রধান খল চরিত্রে রয়েছেন আলিয়া ভট্ট। এই সিনেমার হাত ধরেই আলিয়ার হলিউডে ডেবিউ, তাই ভারতীয় দর্শক বিশেষভাবে উৎসাহী ছিল এই সিনেমা নিয়ে। কিন্তু আলিয়ার মতো অভিনেত্রীকে ঠিকমতো ব্যবহারই করা হয়নি। এই ছবিতে নতুনত্ব বলতে প্রধান চরিত্র ও খল চরিত্র, দু'টিই দু'জনই নারী, যা অ্যাকশন থ্রিলারে খুব বেশি দেখা যায় না। এই সিনেমায় একটাই পাওনা, তিনি হচ্ছেন গ্যাল গ্যাডট। তাঁর অনবদ্য অ্যাকশন সিকোয়েন্স মন কাড়বে। তবে বহু অ্যাকশন দৃশ্যই টম ক্রুজকে মনে করাবে। এই ছবির সিকোয়েল আসবে তা স্পষ্ট করা হয়েছে। তবে দর্শক এই ছবিটি দেখার পরে খুব একটা আশাবাদী নাও হতে পারেন সিকোয়েল নিয়ে। কিন্তু যাঁরা খুব বেশি স্পাই থ্রিলার দেখেননি, তাঁদের ভাল লাগতে পারে এই ছবি।

ভয়ঙ্কর, বাড়িতে ততটাই নিরীহ। এই দ্বৈত সত্তা দেখতে বেশ ভাল লাগে। তবে কিছু অ্যাকশন দৃশ্য একটু বাড়াবাড়ি গোছের। সেখানে দক্ষিণী ছবির ছায়া রয়েছে। এছাড়া গোটা সিরিজ় জুড়ে কিছু-কিছু জায়গায় গালাগালের ব্যবহার একটু অতিরিক্ত মনে হয়। গালাগাল বসাতেই হবে, তাই যেন কয়েকটি জায়গায় চরিত্রদের মুখে একপ্রকার জোর করেই অশ্লীল শব্দের ফুলঝুরি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেটা একেবারেই স্বাভাবিক লাগে না। তবে অমিত চট্টোপাধ্যায়ের আবহ ও মানস গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্যামেরা বেশ ভাল। অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রথমেই বলতে হয় 'হুজ্জা গ্যাং'-এর সমস্ত সদস্যদের কথা। তাঁরা অনবদ্য। শম্ভু বাবার চরিত্রে ঋত্বিক চক্রবর্তীর অভিনয়ও মনে দাগ কাটে। পরান বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সিরিজ়ে একেবারেই কিছু করার নেই। চেনা চরিত্রে শাশ্বত ভাল। ছবির চমক মোহিনী মায়ের চরিত্রে কৌশানী মুখোপাধ্যায়। তাঁর অভিনয় বেশ ভাল, যদিও তাঁর পরচুলাটা বেশ বেমানান। তবে 'মন্দার' খ্যাত দেবাশিস মণ্ডল কেন এরকম একটি চরিত্রে রাজি হলেন, যেখানে তাঁর প্রায় কিছুই করার নেই, তা বোঝা গেল না। শম্পা এবং কানুর চরিত্রে সায়নী ও গৌরব সাবলীল। তবে এই সিরিজ়ের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা, এর ক্লাইম্যাক্স। বেশ প্রেডিক্টেবল। এছাড়া যেভাবে শেষে গল্পের ভিলেনকে মারা হয় তাও একটু বেশি নাটকীয়। সিরিজ়ের শেষে একটা চমকও রয়েছে, যা এর সিকোয়েলের আভাস দেয়।

আবার প্রলয়

5.5/10

মন্দ নয়, কিন্তু প্রেডিক্টেবল

পরিচালনা: রাজ চক্রবর্তী
অভিনয়: শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, ঋত্বিক চক্রবর্তী, পরান বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরব চক্রবর্তী, কৌশানী মুখোপাধ্যায়, সায়নী ঘোষ, দেবাশিস মণ্ডল, সোহিনী সেনগুপ্ত, লোকনাথ দে, পার্থ ভৌমিক

দশ বছর পরে রাজ চক্রবর্তীর হাত ধরে পরদায় ফিরল অনিমেষ দত্ত। হোক না সে ওটিটি-র ছোটপর্দা, মেজাজে এবং নির্মাণে কিন্তু 'আবার প্রলয়' অনায়াসে বড় পর্দার মেটিরিয়াল। তবে সেই মেটিরিয়াল শেষ পর্যন্ত দর্শককে কতটা আনন্দ দিতে পারবে, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। এমনিতে 'প্রলয়' আর 'আবার প্রলয়'-এর মাঝে বছরদশেকের অন্তর থাকায়, দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা বেড়েছিল অনেকটাই। তবে পাঁচ-ছ'টা এপিসোডের পরে গল্প এতটাই প্রেডিক্টেবল হয়ে যায় যে আগ্রহ কমে যায়। সিনেমার বদলে ওটিটি হওয়ায় পরিচালক রাজ চক্রবর্তী একটি অ্যাডভান্টেজ পেয়েছেন। চিত্রনাট্যে এমন অনেক সংলাপ আছে যা সেন্সরের কোপে পড়তে পারত,
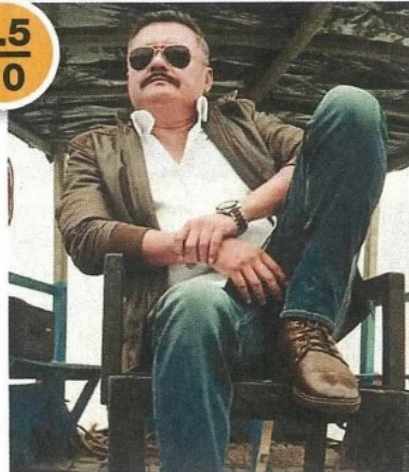
কিন্তু ওটিটি হওয়ায় তা রক্ষা পেয়েছে। গল্পের প্রেক্ষাপট সুন্দরবন। সুন্দরবনের নারী পাচার চক্র ধরার জন্য ডাক পড়ে কলকাতার স্পেশ্যাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসার অনিমেষ দত্তর (শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়)। নারী পাচার চক্র, ভণ্ড বাবাজির আশ্রম, তিন বন্ধুর অতীত ও বর্তমান... সব রয়েছে চিত্রনাট্যে। অনিমেষ এখানে পুরোপুরি অ্যাকশন অবতারে। তার এবং বিনোদবিহারীর (পরান বন্দ্যোপাধ্যায়) চরিত্র ছাড়া বাকি সকলেই নতুন। অনিমেষ ক্রিমিনালের কাছে যতটা

মেড ইন হেভন ২

বছর চারেক পর

6/10

পরিচালনা: নীরজ ঘেওয়ান, নিত্য মেহরা, অলংকৃতা শ্রীবাস্তব
অভিনয়: শোভিতা ধুলিপালা, অর্জুন মাথুর, মোনা সিংহ, বিজয় রাজ, ত্রিনেত্রা হালদার

জোয়া আখতার এবং তাঁর প্রগতিশীল লেন্স যেমন 'মেড ইন হেভন'-এ ভারতের রাজধানী দিল্লির শ্রেণিবিভক্ত সমাজের সম্পর্কগুলো বিয়ের উদ্‌যাপনের মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন, দ্বিতীয় সিজ়নেও তার অন্যথা হয়নি। সমস্যা হল, এই সিজ়নে বাজেট, বিদেশের লোকেশন, জ্ঞান সবই বেশি। 'মেড ইন হেভন' ওয়েডিং প্ল্যানার জুটির তারা খন্না (শোভিতা) ডিভোর্সের মামলা নিয়ে জর্জরিত, করণ (অর্জুন) পারিবারিক সমস্যা এবং অন্যান্য জটিলতায়। নতুন ইনভেস্টার জোহরি (বিজয়) এবং তার অডিটর স্ত্রী বুলবুল (মোনা) সংস্থার সক্রিয় সদস্য। নতুন প্রোডাকশন হেড হিসেবে

এসেছে রূপান্তরকামী মেহের। সাতটি পর্বে সাতটি আলাদা বিয়ের গল্প। কোথাও দলিত পাত্রীর পরিচয় গোপন, কোথাও পলিগ্যামি, কোথাও মিথ্যাচার, কোথাও গার্হস্থ্য হিংসা ছাপিয়ে যায় বিয়ের জৌলুস। আগের সিজ়নের মতো 'ম্যারেজেস আর নট মেড ইন হেভন' ভয়েসওভারে শেষ হয় পর্বগুলি। এই সিজ়নে অতিরিক্ত চরিত্রের সমাগমে খেই হারিয়ে ফেলে আখ্যান। যেন একসঙ্গে সমাজের সমস্ত রোগ সারিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর নির্মাতারা! সফল নায়িকা কারও প্রেমে পড়ে মার খেতে পারে, বিয়ের পর নায়িকা স্ত্রীকে ছবি থেকে বের করে দিতে পারে নায়ক, বিয়ের পাত্র-পাত্রীর মা-বাবা পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে... ভালবাসার বিভিন্ন অভিমুখ বোঝাতে একসঙ্গে সমস্ত অস্ত্রই নিক্ষেপ করতে চেয়েছেন ক্রিয়েটরদ্বয়। ফলে জ্যাজ় (শিবানী রঘুবংশী) এবং কবীরের (শশাঙ্ক অরোরা) সম্পর্ক ঘেঁটে যায়। গোলকধাঁধায় ঘুরতে থাকে তারা এবং করণের জীবন। অভিনয়ে প্রত্যেকেই ভীষণ পারদর্শী। তবে এই সিজ়নে দু'জনের বিশেষ সাধুবাদ প্রাপ্য। এক, মোনা সিংহ এবং ত্রিনেত্রা হালদার। নিম্নবিত্ত থেকে উঠে আসা উচ্চাকাঙ্ক্ষী তারার চরিত্র শোভিতা খুব বিশ্বাসযোগ্য এবং তেমনই সংবেদনশীল অর্জুন মাথুর। দৃশ্যগ্রহণ, আবহ, কালার টোন, সম্পাদনা, সমস্ত বিভাগেই সিরিজ়টিকে ভাল নম্বর দেওয়া যায়। খালি নির্মাতারা একটি সিজ়নে দুনিয়া বদলে দেওয়ার সমস্ত উপাদান ঠুসে না দিলে জ্ঞানের ভারে বিনোদনের শ্বাসরুদ্ধ হত না। তবে একটি প্রশ্ন বারবার বিরক্ত করছিল, এই সিজ়নটি বানাতে চার বছর সময় লাগল কেন?

তালি

5.5/10

ভাল প্রয়াস, সুস্মিতা অনবদ্য

পরিচালনা: রবি যাদব
অভিনয়: সুস্মিতা সেন, সুব্রত জোশী, অঙ্কুর ভাটিয়া, কৃতিকা দেও

'তালি' সিরিজ়টি একটি বায়োপিক, কিন্তু বিশেষ কারণেই এটি অন্য সমস্ত বায়োপিকের চেয়ে আলাদা। রূপান্তরকামী মানবী ও সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট গৌরী সাওয়ন্তের জীবনের কাহিনি নিয়ে এই ছবি তৈরি হয়েছে। সুস্মিতা সেন অভিনয় করেছেন গৌরী সাওয়ন্তের চরিত্রে। এই সিরিজ় দিয়ে আবার দু'বছর পর অভিনয়ে ফিরলেন তিনি। গৌরী সওয়ান্তের একজন পুরুষ থেকে নারী হয়ে ওঠার কাহিনি, সমাজে একজন রূপান্তরিত নারী হিসেবে নিজের সম্মান ও অধিকার অর্জনের লড়াইকে দেখানো হয়েছে বিস্তারিতভাবে। সুস্মিতার অভিনয় এককথায় অনবদ্য। তিনি সাহস এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে যেভাবে গৌরী চরিত্রটিকে রূপ দিয়েছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু গৌরীর সারা জীবনের উত্থান-পতনের নানান কাহিনি, সোশাল অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে নানা লড়াই দেখাতে গিয়ে কাহিনির চরিত্রগুলির বিকাশ ও মানসিক টানাপড়েনের দিকটা ভাল করে তুলে ধরতে পারেননি পরিচালক। জীবনের বর্ণময় কাহিনি হিসেবে এই সিরিজ় অনেকেরই মন কাড়বে। কিন্তু সামগ্রিক একটা গল্প বলে যাওয়া ছাড়া চিত্রনাট্যে খুব বেশি নতুন কিছু পাওয়া যাবে না। 'গণেশ' হিসেবে কিশোর-গৌরীর চরিত্রে কৃতিকা দেও বেশ ভাল। ভাল লাগবে নবীন চরিত্রে অঙ্কুর ভাটিয়াকেও। রূপান্তরকামী মানুষদের জীবন এবং তাদের সামাজিক ও সাংবিধানিক অধিকার ছিনিয়ে আনার এই লড়াই অনুপ্রাণিত করবে দর্শককে। সব মিলিয়ে 'তালি' এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা দেয় দর্শককে, তা স্বীকার করতেই হবে।

গান্‌স অ্যান্ড গুলাব্‌স

6.5/10

গুলি ও গোলাপ ছুঁয়ে যায়

পরিচালনা: রাজ ও ডিকে
অভিনয়: রাজকুমার রাও, দুলকর সলমান, গুলশন দেবাইয়া, আদর্শ গৌরব, সতীশ কৌশিক, টি জে ভানু, শ্রেয়া ধন্বন্তরি

রাজ ও ডিকে পরিচালিত 'গান্‌স অ্যান্ড গুলাব্‌স' সিরিজ়টি নয়ের দশকের প্রতি একটি শ্রদ্ধার্ঘ্য। মধ্যবয়সী লোকেরা সেখানে আটের দশকের গান শোনে, স্কুলপড়ুয়ারা ব্রায়ান অ্যাডামস। সফ্‌ট ড্রিঙ্ক বলতে গোল্ড স্পট, হাতে লেখা প্রেমপত্রে ছড়ানো 'সেন্ট', মোপেড চালিয়ে প্রেম করা... এরকমই এক মায়াময় পাহাড়ি শহর গুলাবগঞ্জ। তবে সেখানে শুধু রোম্যান্স নেই। দুই আফিম মাফিয়ার আকচা-আকচি রয়েছে, অবলীলায় খুন করাও রয়েছে। গাঞ্চি গ্যাং একটি বিশাল বড় আফিমের অর্ডার পায়। যার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রতিপক্ষ শেরপুর গ্যাংয়ের নেতা নবিদ। এদিকে একটি দুর্ঘটনায় কোমায় চলে যায় গাঞ্চি-নেতা, মারা যায় তার দক্ষিণ হস্ত 'বাবু টাইগার'। অন্যদিকে শুরু হয় দিল্লি থেকে আসা নারকোটিক অফিসার অর্জুন ভর্মার (দুলকর) কড়া নজরদারি। তার উপর এক ভাড়াটে খুনি আত্মারামের (গুলশন) আতঙ্কও আছে, যে চার কোপে মানুষ খুন করে অবলীলায়, যার সাতটি জন্ম রয়েছে, তাকে মারা অসম্ভব! তবে এই ডার্ক কমেডিতে কোনও ঘটনাই অবিশ্বাস্য মনে হয় না। কারণ পরিচালকদ্বয় এক অদ্ভুত পরাবাস্তব জগৎ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। রাজকুমার রাও এবং আর্দশ গৌরব এই সিরিজ়ের সম্পদ। ভদ্রসভ্য অফিসার হিসেবে দুলকর লা-জবাব। পুরুষতান্ত্রিক মফস্‌সলে ইংলিশ শিক্ষিকা চন্দ্রলেখা প্রগতিশীল প্রতীকের মতো, এবং টি জে ভানু অভিনয়ে সেই সুরটি ছুঁয়েছেন। বয়ঃসন্ধির ছেলেমেয়েদের সম্পর্কগুলো দেখলেও নয়ের দশকের স্কুলবেলা মনে পড়তে বাধ্য। পুরো সিরিজ় জুড়ে রাজ ও ডিকের স্বভাবসিদ্ধ সেন্স অফ হিউমর ছড়িয়ে ছিটিয়ে, যা কাতুকুতু দিয়ে হাসায় না কিন্তু ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টেনে দেয়। 'গান্‌স অ্যান্ড গুলাব্‌স'-এর গতি মধ্যম। ঘটনার ঘনঘটায় পাহাড়ি শহরের প্রেক্ষাপট ব্যহত হয় না, আবার ভিশুয়াল তৈরি করতে গতিকে মন্থরও করেননি নির্মাতারা। গোলাপের মতো গুলিও সেখানে হৃদয় স্পর্শ করে যায়।

দ্য হান্ট ফর বীরাপ্পন

6.5/10

প্রশ্ন ছেড়ে যায়

পরিচালনা: সেলভামণি সেলভারাজ

অপরাধীদের নিয়ে সিনেমা বা তথ্যচিত্র বানানোর একটা বিড়ম্বনা রয়েছে। কোনওভাবে যেন তাদের গৌরবান্বিত না করা হয়, এটা মাথায় রাখতে হয়। 'দ্য হান্ট ফর বীরাপ্পন' কখনও নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে, কখনও ব্যর্থ হয়। এই ডকু সিরিজ়ের সবচেয়ে বড় দিক যেমন চন্দন দস্যু বীরাপ্পনের স্ত্রী মুত্থুলক্ষ্মীর বিস্তারিত সাক্ষাৎকার। মুত্থুলক্ষ্মী যখন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে, যে নির্মম অত্যাচার তাকে করা হয়, সেই বিবরণ শুনে শিউড়ে উঠতে হয়। কিন্তু কিছু প্রশ্নও জাগে। এক, কন্নড় সুপারস্টার রাজকুমারের পরিবারের কারও জবানবন্দি নেই কেন? রাজকুমারের অপহরণ বীরাপ্পনকে সারা দেশে বিখ্যাত করে দিয়েছিল। আর এই রাজকুমারের সুপুত্র তো রামগোপাল ভর্মার 'বীরাপ্পন' ছবিতে পুলিশের ভূমিকায় অভিনয়ও করেছিলেন! মাঝে মধ্যে যেমন বীরপ্পনকে জঙ্গলের দেবতার মতো একটি অতিমানবিক চরিত্র হিসেবে গড়ে তোলার অংশ ছিল, তেমনই তার এক হাজার হাতি এবং শতাধিক মানুষের হত্যার রাক্ষুসে দিকটাও তুলে ধরেছেন পরিচালক। তবে বীরাপ্পনের এনকাউন্টার যে সাজানো ছিল, সেই প্রশ্ন তুলতেও বিরত থাকেননি তিনি। একটা সময় বীরাপ্পনের শারীরিক সমস্যার কথা কিছুটা বড় করেই দেখিয়েছেন তিনি, ফলে দর্শক হিসেবে যে মায়া জন্মায়, তা জন্মানোর কথা ছিল না। মধুমালাইয়ের জঙ্গলের দৃশ্যগ্রহণ বড়ই অপূর্ব। বারবার প্রশ্নও জাগে, এই জঙ্গলে ঢুকে বীরাপ্পনকে মারা কি পুলিশের পক্ষে সম্ভব হত?

■ ফেসলিফ্টের পর। (নীচে) আগের সেই শার্লিজ়

এট টু ব্রুটাস?

শার্লিজ় থেরন (বয়স ৪৮) বিনোদন জগতে লিঙ্গভিত্তিক 'এজিজ়ম' নিয়ে সরব ছিলেন। কেন নায়িকারদের বয়স বাড়লে তাঁদের লাইমলাইট থেকে সরে যেতে হয়, কাজ কমে যায়, বোটক্স নিয়ে বয়স ধরে রাখতে হয় ইত্যাদি বক্তব্য ছিল তাঁর। অত্যন্ত প্রগতিশীল ভাবনা। কিন্তু মুশকিল হল, যখন বক্তব্যের উল্টোদিকে হেঁটে তিনি ফেসলিফ্ট করে বসলেন! তাঁর গোলগাল মুখ হঠাৎ করে আকার বদলে ফেলেছে, বয়সের ছাপ উধাও, মুখটা বেশ চিজ়লড হয়ে গিয়েছে। কিন্তু শার্লিজ় বলেছেন, তাঁর

বয়স বাড়ছে বলে মুখও বদলে যাচ্ছে, এতে কোনও কৃত্রিম কারিকুরি নেই! আপনি যা খুশি বলুন, আমরা তো দেখতে পাই, নাকি? শেষে আপনিও এজিজ়মকে মেনে নিয়ে যৌবন ধরে রাখতে মরিয়া হলেন?

বছর খানেকের বিয়ে

ইরানিয়ান মডেল-ফিটনেস ট্রেনার স্যাম আসগারির সঙ্গে ব্রিটনি স্পিয়ার্সের সম্পর্ক সেই ২০১৬ সাল থেকে। কিন্তু গতবছর বাবার কনজ়ারভেটরশিপের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পর প্রথম যে কাজটি ব্রিটনি করেছিলেন তা হল স্যামকে বিয়ে। একবছর পেরোতে না পেরোতে দু'জনের বিয়ে ভেঙে গেল! ব্রিটনি বলেছেন, তিনি

■ ব্রিটনি স্পিয়ার্স ও স্যাম আসগারি

নাকি যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছিলেন না! কী এমন হল যে বিয়ের একবছরে অসহনীয় হয়ে উঠল এই সম্পর্ক? যে স্যামকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলেন ব্রিটনি, তাঁকে ছাড়ার জন্যও এরকম ব্যাকুলতা... ভাবা যায়? মাঝে মধ্যে মনে হয়, সোশ্যাল মিডিয়াতে ফলোয়ারদের চমক দেওয়ার জন্যই জীবনের এক-একটি সিদ্ধান্ত নেন ব্রিটনি!
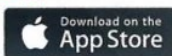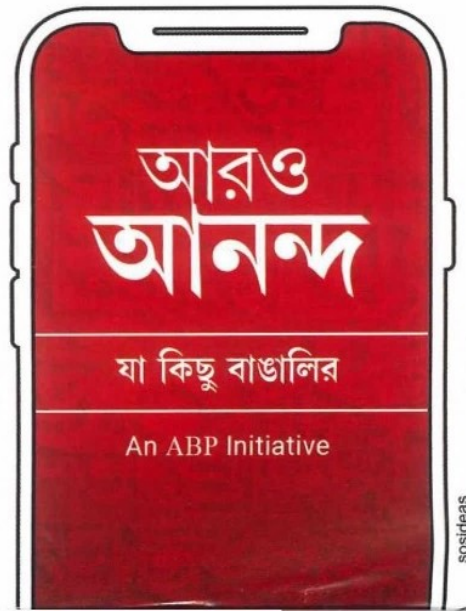
প্রকাশিত
উপন্যাস
তারকাদের সাক্ষাৎকার
ফোটোফিচার
ওয়েব দুনিয়া
টেলিভিশন
গানের ভুবন
পুজোর সুপারহিট সিন
আনন্দলোক ১৪৩০
চলচ্চিত্র ও সাহিত্যের রঙিন পূজাবার্ষিকী
sosideas